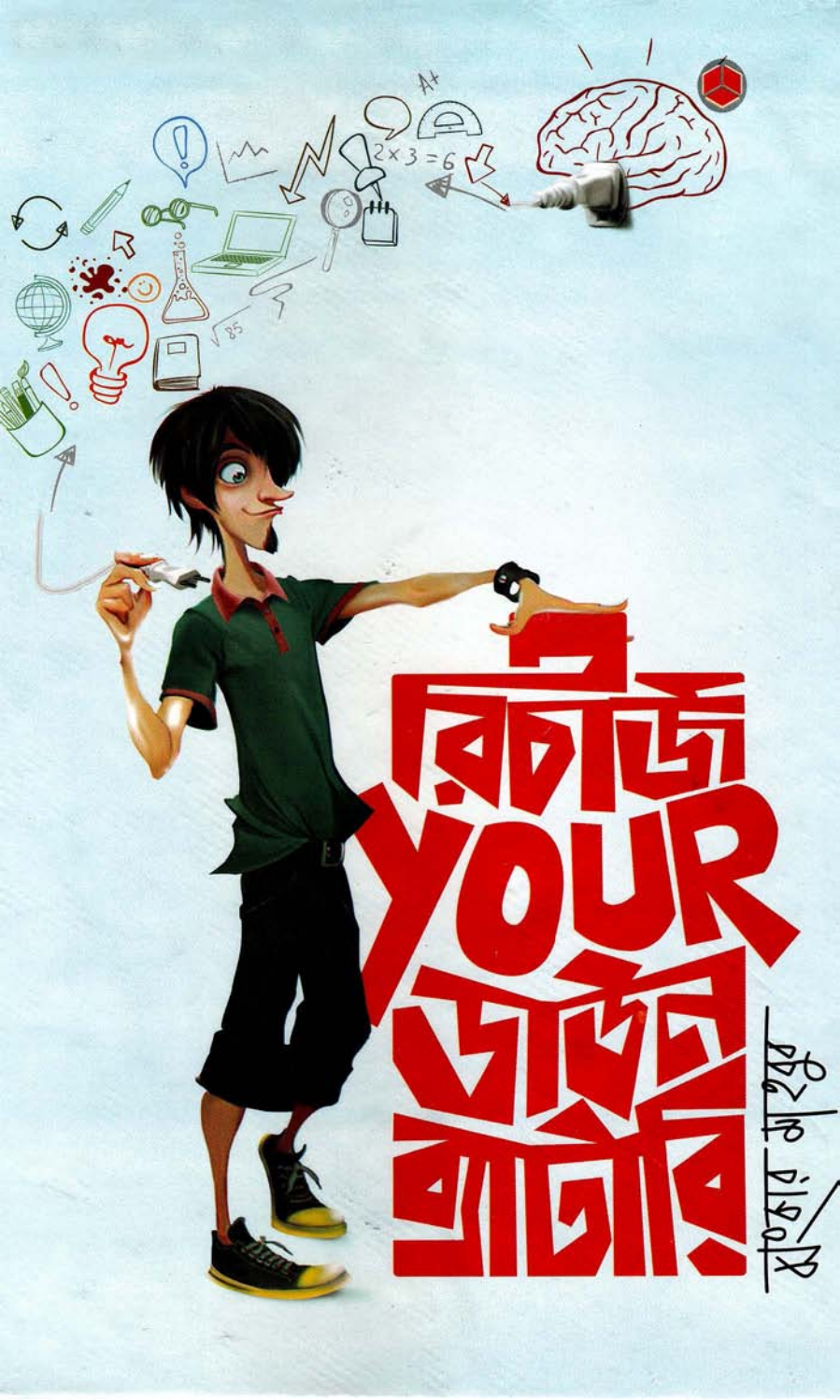

রিচার্জ
YOUR
ডাউন
ব্যাটারি
ঝংকার মাহবুব

গণিত অলিম্পিয়াড নিয়ে সারা দেশের হাইস্কুলে পড়ুয়াদের সঙ্গে আমার জানাশোনা দেড় যুগেরও বেশি। ক্রমান্বয়ে তাতে যুক্ত হয়েছে বিজ্ঞান, প্রোগ্রামিং ও হালের আইওটি। এসব করতে গিয়ে এগিয়ে থাকা লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আমার প্রতিনিয়ত দেখা হয়। তাদের স্বপ্নের কথা জানতে পারি, তাদের চেষ্টায় রসদ জুগিয়ে যেতে কাজ করি। গণিত ক্যাম্প, প্রোগ্রামিং ক্যাম্প, অনলাইন কোর্স—এ রকম নানান উদ্যোগের মাধ্যমে তাদের এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি আমরা। এরা এমনিতেই একটু এগিয়ে থাকে। ফলে আমাদের সাহচর্য, উৎসাহ এবং পথ দেখানোর সুযোগে তারা আরও এগিয়ে যেতে পারে।

অথচ যারা একটু পিছিয়ে গেছে, ভালো অবস্থানে থেকেও কোনো কারণে খেই হারিয়ে ফেলছে, তারা কি হতাশ হয়ে বসে থাকবে? তাদের জন্য কি কিছু করা যায় না? একবার ভেবেছিলাম এমন একটা কিছু করার। কিন্তু আমার দোকানের সংখ্যা অনেক। নতুন একটি দোকান খোলা কঠিন। ফলে কাজটি আর করা হয়নি। কিন্তু তাই বলে অন্যরা কি করবে না?

হাবলু দ্য গ্রেট ঝংকার মাহবুব থাকতে তাদের আর হতাশ হয়ে বসে থাকার উপায় নেই। ঝংকার লিখে ফেলেছে তাদের জন্য নতুন বই। ডাউন হয়ে যাওয়া ব্যাটারি রিচার্জ করতে ঝংকার মাহবুবের এই বই—রিচার্জ *your* ডাউন ব্যাটারি।

দেশের লাখ লাখ পিছিয়ে পড়া তরুণ, যারা ঘুরে দাঁড়াতে চায়, তাদের জন্য এই বই। কারণ, হাবলুদের শুধু প্রোগ্রামিং শিখলেই হবে না। তাদের হ্যাঁচকা টান দিয়ে সামনে এগোতে হবে। আটকে গেলে জোরসে ঠেলা দিতে হবে। আবার যারা হতাশ হয়ে ভেঙে পড়েছে, তাদেরও এই বই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে দিতে পারে। তারা গা-ঝাড়া দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনেক প্রণোদনা পাবে।

শেষ কথা, গুরুর প্যারায় যাদের কথা বলেছি, তাদেরও সমান কাজে লাগবে এই বই। কারণ ব্যাটারি তো যেকোনো সময় ডাউন হতেই পারে।

সবার জীবন পাই-এর মতো সুন্দর হোক।

মুনির হাসান
সাধারণ সম্পাদক, গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি
২২ জানুয়ারি, ২০১৮

ISBN: 978-984-9266-36-5 www.adarshapublications.com

প্রায় তিন দশক ধরে লেখালেখি করে যাচ্ছেন ঝংকার মাহবুব। যদিও তার লেখালেখির পুরোটাই গেছে পরীক্ষার খাতায়, পাস নম্বরের আশায়।

তবে লেখালেখি করে আজ পর্যন্ত ফুটা পয়সা কামাই করতে না পারলেও ক্লাস সেভেনে থাকা অবস্থায় স্ট্যান্ডআপ কমেডি প্রতিযোগিতায় সেকেন্ড হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। হাড্ডাহাড্ডি সেই লড়াইয়ে প্রতিযোগী ছিল তিনজন। যাদের মধ্যে একজন ছিল অনুপস্থিত।

এ ছাড়া নবম শ্রেণিতে পড়ার সময়, উচ্চতা কম হওয়ার সুবিধায়, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির বালকদের সাথে জুনিয়র ক্যাটাগরিতে মোরগ লড়াইয়ে নেমেছিলেন তিনি। সেই লড়াইয়ে বড় ক্লাসের ভাই হিসেবে দেখানো সম্মানকে পুঁজি করে, শেষ তিনজন পর্যন্ত পাশ কাটিয়ে টিকতে পেরেছিলেন। তারপর বাকি দুজন বড় ভাইয়ের সম্মানের মাথামুণ্ডু খেয়ে, ওনাকে কনুই দিয়ে গুঁতা মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। তখন লুঙ্গির কাছা সামলিয়ে উঠে দাঁড়াতে না পারলেও ততক্ষণে মোরগ লড়াইয়ে তৃতীয় হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আর পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিলেন লাল রঙের সাবানের কেইস।

বুয়েট থেকে পাস করে, নর্থ ডেকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে মাস্টার্স করে বর্তমানে আমেরিকার শিকাগো শহরে সিনিয়র ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে কর্মরত আছেন তিনি।

www.fb.com/jhankarmahbub

রিচার্জ your ডাউন ব্যাটারি

ঝংকার মাহবুব

আদর্শ

●

প্রকাশক : আদর্শ
প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : আদর্শ বই
কনকর্ড অ্যাম্পোরিয়াম, কাঁটাবন, ঢাকা ১২০৫
(+০২-৯৬১২৮৭৭, ০১৭১০৭৭৯০৫০
Email: info@ adarshapublications.com
Website: www.adarshapublications.com

রিচার্জ your ডাউন ব্যাটারি
প্রথম প্রকাশ : ১৯ মাঘ ১৪২৪, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
© লেখক

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটি আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ

প্রচ্ছদ : সাজু

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা : আদর্শ প্রিন্টার্স
প্রধান পরিবেশক : আদর্শ বই
রকমারিতে আদর্শর বই : www.rokomari.com/adarsha

মূল্য : বাংলাদেশে ২০০ টাকা

Recharge Your Down Battery
by *Jhankar Mahbub*
Published by Adarsha
Concord Emporium, Kataban, Dhaka 1205

ISBN: 978-984-9266-22-8

উৎসর্গ

— আমার মমতাময়ী আম্মুকে।

— আমার ফ্যামিলি CEO আম্মুকে।

— আমার মাল্টিটাস্কিং আম্মুকে। যিনি একইসাথে রান্না করতেন, চুলার পাশে বসিয়ে সন্তানকে পড়াতেন। পড়াতে পড়াতে উঠোনে ধান মাড়াই করতেন। সবজির ক্ষেতে আলু তুলতে তুলতেও পড়া ধরতেন।

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. –Mahatma Gandhi

রিচার্জ your ডাউন ব্যাটারি

আয়েশ আর অর্জন এক পথে চলে না
শান্টিং না দিলে পানি ওপরে ওঠে না
কনফিডেন্সের বড়ি গিলো
অপেক্ষা না করে অপশন ধরো ১১, ১৩, ১৬, ১৯

দু-একটা ল্যাং খাইলে ফিউচার ডাউন খায় না
সাবজেক্ট ক্যারিয়ারের জন্য বেরিয়ার হয় না
ভালো না লাগা— একটা জাতীয় সমস্যা
রিস্ক নেওয়াটা সফলদের তপস্যা ২২, ২৪, ২৬, ২৮

লেগে থাকাই অর্জন
অর্জনই গর্জন
ছেড়ে দিলে হেরে যাবে
কন্ট্রোল না করলে, কন্ট্রোলিত হবে ৩২, ৩৪, ৩৭, ৩৯

বন্ধুত্বের ভাইরাসে কামড়ালে জান হবে কয়লা
বেশি ছুতা ধরলে ইঞ্জিনে ধরবে জং আর ময়লা
পারফেক্ট টাইম, পারফেক্ট কন্ডিশন দিবে মুলা
জীবন ঝাক্কাস বানাতে ফলো করো ৫স ফর্মুলা ৪৩, ৪৫, ৪৮, ৫০

বারে বারে লাথি দিলে তালা ঠিকই ভাঙবে
আত্মদিবসের ডোজ খেলে স্বপ্নগুলো জাগবে
ভাইব না, চাকরি করলেই হয়ে যাবে ধনী
বিজনেস করতে নামলে খাইতে হবে কনি ৫৪, ৬০, ৬২, ৬৫

মন খারাপ করা মরণ ব্যাধি
রিচার্জ your ডাউন ব্যাটারি
হীনম্মন্যতা নামের টাল্টিবাল্টি ছাড়ো
লম্বা প্ল্যান ছেড়ে, ছোট প্ল্যানের তাবিজ ধরো ৭০, ৭২, ৭৬, ৭৮

মরা ইঞ্জিনের কেরামতি
লোনলিনেসে তেলেসমাতি
কপি ইজ দ্য সিক্রেট অব সাকসেস
টার্গেট এচিভ করার মিশনে হইয়ো না মোখলেস ৮১, ৮৩, ৮৫, ৮৭

হেরে গেলেও ব্যর্থ হয় না চিতা
কিসিম বুঝে বাইধো লাইফের ফিতা
আরামের ব্যারাম ফিউচারে মারবে গুঁতা
সুখ হচ্ছে, আনন্দদায়ক মুহূর্তের ধারাবাহিকতা ৯১, ৯৩, ৯৫, ৯৭

আগে পারতাম, এখন হালুয়া টাইট
কাটপিস স্টাইলে কোপা শামসু দেয় ফাইট
শুধু স্ট্রাগলে ভরবে না স্বপ্নের ট্যাঙ্কি
ট্যালেন্ট দিয়ে মাইরো না হাঙ্কি-পাঙ্কি ১০০, ১০২, ১০৪, ১০৬

চরকা বুঝে তেল ঢালো
লাইফের ব্যাটারির চার্জ মাপো
জীবন লাইনে আনার কায়দা
চার্জার সঙ্গে রাখার ফায়দা ১০৯, ১১০, ১১৪, ১১৮

নিয়মিত দিলে চার্জ, অর্জন হবে আরও লার্জ

প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে, প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুটের এই আমার; টুকটুক করে এই বই লিখতে মাথার ঘাম পায়ে পড়েছে। কারণ বেশির ভাগ সময় ফ্যান চালানোর জন্য কারেন্ট থাকত না।

তার ওপরে আমি যে মোবাইলে লিখতাম, সেটার প্রসেসর, মেমোরি, সিমকার্ডসহ সবকিছু ঠিক থাকলেও কিছুদিন পরপর সেটা আর চলতে চাইত না। কারণ চার্জ শেষ হয়ে যেত। তাই সেই মোবাইল রিচার্জ করতে করতেই আমি আমার চিন্তাভাবনা, কাজের স্পৃহা আর চেষ্টার আগ্রহকেও রিচার্জ করার ট্রাই করতাম। আর তাতেই পয়দা হয়ে গেছে প্রায় চল্লিশখানা লেখা।

এই লেখাগুলাতে একজন ঘনিষ্ঠ বড় ভাই তার ছোট ভাইকে বিভিন্ন সিচুয়েশনে গাইডলাইন দিচ্ছে। যেমনটা হয়ে থাকে চায়ের দোকানে, মেসের আড্ডাতে কিংবা ক্যাম্পাসের করিডরে। এই বড় ভাই একটু বেশিই আন্তরিক আর ইনফরমাল বলে ছোট ভাইকে তুই বলে সম্বোধন করছেন। কারণ ঘনিষ্ঠতা বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ- 'মহাশয় আপনি কাহাকে ফেলিয়া আসিয়াছেন' বলেননি। বরং তিনি বলেছেন, 'তুই ফেলে এসেছিস কারে, মন, মন রে আমার। তাই জনম গেল, শান্তি পেলি না রে।'

এই বই শেষ করার জন্য প্যারার পর প্যারা দিয়েই গেছেন আমার আব্বু-আম্মু, ছোট ভাই হীরা, বোন রিটা, নিপুণ, নূপুর আর আমার সহধর্মিণী কারিনা। রিভিউ দিয়ে এক্সট্রা গ্যাঞ্জাম পাকিয়েছে নাফিস, দায়ীন, হিমালয় পাই, অন্তর সরকার সবুজ, আবদুল্লাহ আল শিহাব, মালিহা কবীর, সামিউল বাশার হৃদয়, নাসিফ ইশতিয়াক ইসলাম আর ওয়াসিমা নূর ইকরা। বইয়ের ছবি আর কভার আঁকতে গিয়ে আবেগে কেঁদে ফেলেছে ফরিদুর রহমান রাজীব, মমিনুর রহমান রয়েল আর সাজু ভাই।

ঝংকার মাহবুব, মরা ইঞ্জিনের হেলপার

www.JhankarMahbub.com

বিশ্ববিদ্যালয়

শুরু হোক পথচলা...

আয়েশ আর অর্জন এক পথে চলে না

—এই আবির, এদিকে আয়।

হুট করে নিজের নাম শুনতে পেয়ে পেছনে তাকায় আবির। দেখে মাসুম ভাই ডাকছে। অন্য কেউ ডাকলে ইগনোর করা যেত। কিন্তু মাসুম ভাই ডাকলে আর ইগনোর করার উপায় থাকে না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও পেছনে ফিরে এল সে। তখনই, মাসুম ভাই বলে উঠল— কিরে, এই হাতি-সাইজ একটা বডি নিয়ে বসে আছি তাও তোর চোখে পড়লাম না?

— না ভাই, মনটা খুব খারাপ।

— কেন, কেউ ছেঁকা দিছে?

— হ ভাই, ছেঁকা তো দিছেই। তবে সেটা কোনো মেয়ে মানুষে না। বরং ছেঁকা দিছে রেজাল্টে। আমি স্টুডেন্ট হিসেবে খারাপ না। তারপরেও গত দুই সেমিস্টার ধরে রেজাল্ট আমাকে আনফলো করে দিসে।

শুন, তুই ভাবছস তোর ট্যালেন্ট আছে। তবে ট্যালেন্ট দিয়ে সব হয়ে গেলে যে ফার্স্ট হয় তাকে ক্লাসে যাওয়া লাগত না। এক সপ্তাহ হাসপাতালে ঘোরাঘুরি করে ডাক্তার হওয়া গেলে, পাঁচ-ছয় বছর ধরে মোটা মোটা বই কেউ পড়ত না। তিন-চারবার ব্যর্থ হয়ে ছেড়ে দিলে, একটা বাংলাদেশের জন্ম হতো না। দুনিয়ার কেউই শর্টকাটে সফল হতে পারে নাই। তুইও পারবি না।

আসলে দুনিয়াতে ট্যালেন্ট বলতে কিছু নেই। পরিশ্রমী পোলাপান দিনের পর দিন সাধনা করে যে দক্ষতা, যে জ্ঞান অর্জন করে, আইলসা পোলাপান সেটাকেই ট্যালেন্ট বলে।

এই দেখ আমাদের ক্লাসের সুজন। সে দুই বছর ধরে রেজাল্টে লাড্ডু মারছে। গত বছর ডিসিশন নিল, যে করেই হোক, ওভারঅল সিজিপিএ ৩.৩০-এর ওপরে তুলতেই হবে। তাই আগের লাইফস্টাইল ছেড়ে দিয়ে ধুমাইয়া পড়ালেখা শুরু করছে। স্মার্টফোন আর ইন্টারনেট বন্ধ

রাখছে। শুধু রেগুলার ক্লাস, ঠিক সময়ে অ্যাসাইনমেন্ট, ক্লাস টেস্ট আর পরীক্ষার আগে সিরিয়াসলি পড়ে সেই লাড্ডু-মার্কা সুজনই গত সেমিস্টারে পাইছে ৩.৪২। আর এই সেমিস্টারে পাইছে ৩.৫৭। ব্যস, কঠোর পরিশ্রম দিয়ে ট্যালেন্টের তকমা কিনে ফেলছে সে।

অন্যদিকে আমাদের কলেজের মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট ভার্সিটিতে গিয়ে চার সাবজেক্টে রেজাল্ট খারাপ করে, ট্যালেন্টের মেডেল হারিয়ে ফেলছে। সো, ট্যালেন্ট কিচ্ছু না। ট্যালেন্ট বলতে কিচ্ছু নাই। Only পরিশ্রম is real।

আজকের পর থেকে মেধা আছে, ট্যালেন্ট আছে, ব্যাকআপ আছে মনে করে ঘুমিয়ে থাকবি না। এগুলা সোজা, আগে কত করছি বলে ঢিলামি করতে যাবি না। পিছলামির কথা মাথায়ও আনবি না। তাহলে দেখবি অল্প কয়দিনেই তোর চাইতে কম ট্যালেন্টের পরিশ্রমী পোলাপানরা তোকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেছে।

মনে রাখবি, আয়েশ আর অর্জন এক পথে চলে না। অলসতা সফলতার বন্ধু হতে পারে না। একটু বেশি আয়েশ করার নাম ভাঙিয়ে আলসেমি করতে যাবি না। ট্যালেন্টের দোহাই দিয়ে ফাঁকিবাজি করলে, অর্জন আসবে না। বরং অর্জন তোকে বর্জন করবে।

তাই শ্রম, সাধনা দিয়ে নিত্য নতুন ট্যালেন্টের তকমা জোগাড় করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বি। তাহলেই ভালো রেজাল্ট তোকে ফলো করবে।

—~—

Hard work beats talent when talent doesn't work hard.
–Tim Notke

শান্টিং না দিলে পানি ওপরে ওঠে না

— কিন্তু মাসুম ভাই, যে সাবজেক্টটাতে বেশি খারাপ করছি, সেটা তো অনেক কঠিন ছিল।

শুন, যে সাবজেক্টটা কঠিন বলে তুই রেজাল্ট খারাপ করছস; সেই একই সাবজেক্টে, তোর ক্লাসের অর্ধেকের বেশি পোলাপান ৫০-এর ওপরে মার্কস পেয়েছে। এই দেখ, গতকালকে বৃষ্টির কারণে, ঠাণ্ডার ভয়ে তুই ঘর থেকে বের হসনি কিন্তু সেই একই বৃষ্টিতে ভিজে, একই ঠাণ্ডায় কেঁপে কেঁপে, রিকশাওয়ালারা ঠিকই সংসার চালানোর টাকা কামিয়ে ঘরে ফিরেছে।

এই শহরে ঘুষ, অনিয়ম আর আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে অনেকেই বিজনেসে নামার স্বপ্নটা মাটিচাপা দিয়ে রাখে। অথচ এই একই শহরে তাদের পাশের ফ্ল্যাটের আরেকজন ঠিকই ব্যবসায় নেমে এগিয়ে যাচ্ছে।

সো, সমস্যাটা সাবজেক্ট কঠিন হওয়া, শীতের ঠাণ্ডা বা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে না; বরং সমস্যাটা তোর মধ্যে।

শুন, যে মোবাইলে গেমস খেলার নেশা কমাতে চায়, সে সহজে গেমস খেলার নেশা ছাড়তে পারে না। যে পরের সেমিস্টারে দুনিয়া উল্টায় ফেলতে চায়, সে এই সেমিস্টারেও লাড্ডু মারবে, পরের সেমিস্টারেও লাড্ডু মারবে।

তাই গেমস খেলার নেশা ছাড়ার স্বপ্ন বাদ দিয়ে, আজকে দুপুরে লাঞ্চ শেষ করে সাথে সাথে মোবাইল খুলে গেমস খেলতে শুরু না করে, জোর করে ৫ মিনিট অপেক্ষা করবি। খেলতে চাইছস, তো খেলবিই। তবে সারা দিন যেহেতু বাকি আছে। তাই ৫ মিনিট পরে শুরু করলেও তোর দুনিয়া উল্টে যাবে না। তবে এই যে ৫ মিনিট ইচ্ছা করে পেছানোর চেষ্টা করতেছস। এইটা হচ্ছে তোর নেশাকে কন্ট্রোল

করার ছোট্ট একটা স্টেপ। এই ছোট্ট স্টেপটা আজকেও ট্রাই করবি। আগামীকালকেও একই সিস্টেমে, জাস্ট ৫ মিনিট নিজেকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করবি। জাস্ট ৫ মিনিট।

একইভাবে পরের সেমিস্টার পড়ে তালগাছে উঠায় ফেলার চিন্তা না করে, পরের সপ্তাহে সারা দিন বই নিয়ে পড়ে থাকার চিন্তা না করে, এমনকি আগামীকাল ঘুম থেকে উঠেই শুরু করে দেওয়ার চিন্তা না করে, আজকের দিনটায় ১ ঘণ্টা সময় বের করার চেষ্টা কর। ইয়েস, আজকের দিনের মধ্যেই তোকে ১ ঘণ্টা সময় বের করতে হবে। নট আগামীকাল, নট আগামী সপ্তাহ।

কারণ, যে পড়ালেখার জন্য আজকে ১ ঘণ্টা সময় বের করতে পারবে না। সে পরের সপ্তাহে বা পরের সেমিস্টারেও ১ ঘন্টা বা চার ঘন্টাও বের করতে পারবে না। আর পুরা সেমিস্টার ফাটিয়ে ফেলা তো দূরেরই কথা। সো, যা করার আজকেই করতে হবে। আজকেই আজকের ক্লাসে যেটা পড়াইছে, সেটার জন্য ১ ঘন্টা করে করে সময় বের করে, আজকেই বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবি; কেউ যুদ্ধ জয় করে না, একজন একজন করে শত্রুপক্ষের সৈন্যকে পরাজিত করে। কেউ সাগর পাড়ি দেয় না, বৈঠা মেরে মেরে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে সামনে এগোতে থাকে। কেউ বিশ্বসেরা খেলোয়াড় হয় না, একটার পর একটা ম্যাচে, দুই-একটা করে গোল করতে থাকে।

আসলে সফলতা কোনো লটারি না। সফলতা আসমান থেকে ঝরে পড়া উল্কাপিণ্ড না। সফলতা হচ্ছে কনসিসটেনসি (ধারাবাহিকতা)। এই কনসিসটেনসি, রেজাল্ট বা আউটকামের কনসিসটেনসি না। এইটা চেষ্টার কনসিসটেনসি। লেগে থাকার কনসিসটেনসি।

শুন, পানি যে পাত্রে রাখে সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। চান্স পাইলেই গড়িয়ে নিচে নেমে যায়। আরও বেশি চান্স পাইলে নদীর স্রোতের সাথে ভেসে ভেসে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ে। মানুষের চেষ্টাও পানির মতো।

রিলাক্স করার পাত্র খুঁজে পাইলে, সেই পাত্রকে আলসেমির বাক্স বানিয়ে সারা দিন কাটিয়ে দেয়। ছুতার রাস্তা খুঁজে পাইলে, সেই রাস্তা দিয়ে গড় গড় করে গড়িয়ে পড়ে। আড্ডাবাজি, মাস্তির স্রোত পাইলে সেই স্রোতের টানে ফাঁকিবাজির বঙ্গোপসাগরে হারিয়ে যায়। তাই জীবনকে পানি পানি করবি না।

রিলাক্স হবি না। রিলাকট্যান্ট হবি না। লম্বা টার্গেট সেট করবি না; বরং নেক্সট স্টেপের দিকে তাকাবি। সেই ছোট স্টেপগুলো নিয়মিত দিতে থাকবি। দেখবি, ছোট ছোট স্টেপ, পানির পাম্পের মতো তোর চেষ্টার পানিকে একটু একটু করে ওপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কোনো কারণে কনফিডেন্স লুজ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে বল্টু টাইট দিয়ে নিবি। ফাঁকিবাজি মনে আসলে সঙ্গে সঙ্গে শান্টিং দিয়ে নিবি। কারণ পানিকে পাম্প দিয়ে শান্টিং না দিলে পানি ওপরে ওঠে না। ঘোড়ার ওপরে উঠে ঘোড়াকে শান্টিং না দিলে ঘোড়া সামনে দৌড়ায় না।

এই একটু একটু করে ওপরে উঠতে থাকলেই থাকলেই, একসময় পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে যাবি। তখন পাহাড়ের চূড়া বসে বসে তোর পায়ের নিচে শিস বাজাবে।

—~—

It always seems impossible until it's done. –Nelson Mandela

কনফিডেন্সের বড়ি গিলো

বুঝছি মাসুম ভাই। তবে দুইটা টিউশনি করে, লাস্ট তিন সেমিস্টারের খারাপ রেজাল্ট নিয়ে এখন কি ভালো করা সম্ভব? অলরেডি কঠিন কঠিন সাবজেক্ট চলে আসছে।

(মাসুম ভাই) একটু মৃদু হেসে—

শুন, রেজাল্ট ভালো করার, সফল হওয়ার জন্য যতটুকু শক্তি, সামর্থ্য, সময় দরকার তার পুরোটাই তোর মধ্যে আছে। না থাকলে তুই আজকের এই লেভেল পর্যন্ত আসতে পারতি না। তবে তোর মধ্যে শুধু একটা জিনিস নাই। সেটা হচ্ছে— আত্মবিশ্বাস। তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আত্মবিশ্বাসের কোনো ট্যাবলেট নাই। মন্ত্র নাই। কোনো ভিডিও বা মোটিভেশনাল লেখাতে যতটুকু আত্মবিশ্বাস গজায়, সেটা লেখা শেষ হওয়ার আগেই হারিয়ে যায়।

তুই হয়তো চিনবি না, আমাদের ডিপার্টমেন্টে এক স্যার ছিলেন। তোরা আসার আগেই উনি চলে গেছেন। তিনি এক ক্লাসে বলছিলেন, কোনো একটা কঠিন কাজ করার কনফিডেন্স মানুষ চার ভাবে পায়।

Experience is confidence: কোনো একটা কাজ আগে না করে থাকলে সেটায় বাঘে খাবে মনে হয়। আর কোনো রকম কষ্টমষ্ট করে দুই-চারবার করে ফেলতে পারলে কনফিডেন্সের ডিব্বা উপচে পড়ে। সে জন্যই প্রথম প্রথম সাইকেল চালাতে গেলে, সাঁতার কাটতে গেলে, বেশির ভাগ মানুষ ভয় পায়। কিন্তু কয়েক দিন প্র্যাকটিস করে শিখে ফেললে তখন বলে, আরে, এইগুলা কোনো ব্যাপারই না। তার মানে প্র্যাকটিস করতে করতে কনফিডেন্স চলে আসছে। কাজটা না করলে, সেটা যে সহজেই করতে পারবি— সেই কনফিউডেন্সটা আসবে না।

একইভাবে তুই ভালো রেজাল্ট করতে পারবি কি, পারবি না, সেই কনফিডেন্স এখন পাবি না; বরং এক সেমিস্টার সিরিয়াসলি লেগে থাক। দরকার হলে পুরা সেমিস্টারে ভালো রেজাল্ট করার টার্গেট সেট

না করে, একটা একটা করে ক্লাস টেস্টে ভালো করার চেষ্টা কর। তারপর তার পরেরটাতে ভালো করার চেষ্টা কর। তাহলে ধীরে ধীরে কনফিডেন্স জমতে শুরু করবে। অনেকটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলার আগে ঘরোয়া লিগ খেলে, ট্রেনিং ক্যাম্পে গিয়ে প্র্যাকটিস করে, ধীরে ধীরে নিজের ভেতরে আত্মবিশ্বাস তৈরি করার মতো। কারণ আত্মবিশ্বাস মনের জোর না, ট্রেনিংয়ের জোর।

Information is confidence: তোর যদি জানা থাকে কোনটার পর কোনটা করতে হবে। যে আগে করছে তার কাছ থেকে যদি সেই ইনফরমেশনগুলো জোগাড় করতে পারস, তাহলে তোর কনফিডেন্স বেড়ে যাবে। ভয় কমে যাবে। ধর, ঢাকা থেকে সেন্ট মার্টিন যাবি। কিন্তু কীভাবে যাবি কিছুই জানস না। তাহলে তুই ভয় পেয়ে যাবি। আর কেউ যদি বলে দেয় কোথা থেকে কোথায় যেতে হবে। কীভাবে যেতে হবে। কোথাও আটকে গেলে কাকে ফোন দিতে হবে। তাহলে তোর ভয় অনেক অনেক কমে যাবে। কনফিডেন্স অনেক বেড়ে যাবে।

Courage is confidence: কইলজার জোর থাকলে অনেক কিছুতেই নেমে যেতে পারবি। বুকে হিম্মত থাকলে, মনোবল শক্ত হলে কঠিন কাজটাও তোর ভক্ত হয়ে যাবে। তাই তুই যখন নিজেই নিজেকে বলবি— করেই দেখি, কী আছে জীবনে! দেখবি কনফিডেন্স ৫০% বেড়ে গেছে। শুন, যারা এভারেস্টের চূড়ায় ওঠে। তারা এভারেস্ট জয় করে না। তারা নিজের ভেতরের ভয় আর ফাঁকিবাজি করার ইচ্ছাকে জয় করে। পর্বতের গোড়ায় যাওয়ার আগেই সাহস সঞ্চয় করে নেয়।

Combination is confidence: একা একা অন্ধকার রাস্তায় হাঁটতে অনেকেরই ভয় লাগে। কিন্তু কয়েকজন একসাথে হাঁটলে আর ভয় লাগে না। একইভাবে কোনো একটা কাজ যেটা একা একা করতে ভয় লাগে, সেখানে একজন সঙ্গী-সাথি জোগাড় করে ফেল। আরেকজন থাকলে, সে আরেক অ্যাঙ্গেল থেকে চিন্তা করতে পারবে। আরও বেশি মানুষের সাথে ডিসকাস করতে পারবে। আরও বেশি তথ্য জোগাড় করতে পারবে। তাহলে ভয় কমে যাবে। কনফিডেন্স বেড়ে যাবে।

এই চারটা উপায় বলার মেইন কারণ হচ্ছে কনফিডেন্স আসমান থেকে পয়দা হয় না। এটা কোনো ম্যাজিক পিল না, এটা ডেভেলপ করা স্কিল। কনফিডেন্স কাজ শুরু করার ইনপুট না, আউটপুট। তাই কনফিডেন্সের বড়ি ফার্মেসি থেকে কিনতে পাওয়া যায় না; বরং নিজে নিজে ডেভেলপ করে নিতে হয়। সেটা হয় তুই করে করে অভিজ্ঞতা দিয়ে কনফিডেন্স জোগাড় করবি। নাহয় যাদের কনফিডেন্স আছে তাদের কাছ থেকে ইনফরমেশন নিয়ে কিংবা তাদের সঙ্গে টিম গঠন করে একসাথে কাজ করবি। গ্রুপে পড়ালেখা করবি। তাহলে কনফিডেন্স চলে আসবে।

তাই অন্য কোথাও থেকে কনফিডেন্সের বড়ি পাওয়ার জন্য বসে না থেকে একটু একটু করে নিজের ভেতরে কনফিডেন্স ডেভেলপ কর। চেষ্টা করার অভ্যাস ডেভেলপ কর। দেখবি কিছুদিন পরে কনফিডেন্স বেড়ে গেছে। অসাধ্য সাধন হয়ে গেছে।

বাঁচতে হলে, কনফিডেন্ট হতে হবে।

— ~ —

Each time we face our fear, we gain strength, courage, and confidence in the doing. Theodore Roosevelt

ঠিক আছে, মাসুম ভাই। সামনের মাস থেকেই শুরু করব। আমাদের ক্লাসের শাহেদ কার কাছ থেকে যেন নোটপত্র জোগাড় করবে। সেগুলা জোগাড় হয়ে গেলেই শুরু করে দিব।

(আবিরের কথা শুনে এবার হো হো করে হেসে ওঠে মাসুম ভাই)

শুন, ভেঙে যাওয়া ব্রিজ ঠিক হওয়ার আশায় বসে থাকলে, দিন চলে যাবে, গন্তব্য কাছে আসবে না। প্রশ্ন সোজা হওয়ার ভরসায় সময় অপচয় করলে, টেনেটুনে পাস হয়ে যাবে, স্কিল ডেভেলপ হবে না। চাকরির বাজার ভালো হওয়ার জন্য অপেক্ষা করলে, বাসা ভাড়ার বকেয়া বাড়তে থাকবে, অফার লেটার হাতে আসবে না।

তাই এক রাস্তার ব্রিজ নষ্ট হলে, অন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এক বাস নষ্ট হলে অন্য বাসে ওঠার চেষ্টা করতে হবে। রিকশার স্পিড বাড়াতে না পারলে, টেম্পো খুঁজতে হবে। কর্তৃপক্ষের পলিসি চেঞ্জ করতে না পারলে, তোর স্ট্রাটেজি চেঞ্জ করতে হবে। তারপরেও অন্যের আশায় বসে থাকা যাবে না। অন্যকে চেঞ্জ করতে গিয়ে সময় নষ্ট করা যাবে না। বরং তোর কাজ, কাজের স্টাইল চেঞ্জ করতে হবে।

জ্যামে আটকে থাকা বাসে করে পরীক্ষার হলে যেতে দেরি হবে মনে হলে, নেমে হাঁটা শুরু করবি। সামনের বাসে গিয়ে ওঠার চেষ্টা করবি। হেঁটে হেঁটে না পারলে দৌড়াতে শুরু করবি। তবুও বসে বসে বাসের সিটের গদি গরম করবি না। তুই যে বাস থেকে নেমে সামনের বাস ধরার মিশন শুরু করে দিছস, সেই বাসের বাকি উনপঞ্চাশ জনের মাথায়ও বাস পাল্টানোর চিন্তা আসছিল। তারা সেই চিন্তা আসার সাথে সাথে তিন সেকেন্ডের মধ্যেই ডিসিশন নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে নাই দেখে এখন অন্য চিন্তা তাদের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। যেমন এই বাস থেকে নামার সাথে সাথেই যদি জ্যাম ছেড়ে দেয়? সামনের বাসে যদি সিট খালি না থাকে? ওই বাসে তো আবার ভাড়া দেওয়া লাগবে, তার চাইতে এই বাসেই বসে থাকা ভালো। এই চিন্তাগুলাই আমাদের সমস্যা। এই চিন্তাগুলাই আমাদের পিছিয়ে পড়ার কারণ।

কোনো কাজে লম্বা সময় আটকে থাকার মানে হচ্ছে অন্য অপশন খোঁজা। টার্গেট ঠিক রেখে অল্টারনেটিভ রাস্তা খুঁজে বের করা। হয়তো তোর যে স্কিল আছে, সেটা দিয়ে কাজ হচ্ছে না। চাকরি পাচ্ছস না। তাই এই লাইনের আর কোনো স্কিল ডেভেলপ করা যেতে পারে, সেটা নিয়ে চিন্তা করবি। আবার সেই স্কিল ডেভেলপ করতে গিয়ে দেখস বুঝতেছস না, তখন কী কী উপায়ে এইটা বোঝা যায়। কার কার কাছে যাওয়া যায়, সেই সব অপশন খুঁজবি। দুনিয়ার এমন কোনো কাজ নাই, যেটা একাধিক উপায়ে না করা যায়। দুনিয়াতে এমন কোনো কাজ তুই করবি না, যেটা তোর আগে কেউ করে নাই। তাই একটা উপায়ে কাজ না হলে অল্টারনেটিভ উপায় খুঁজে বের করবি।

সফলতার চারাগাছ দেখার আগে চেষ্টার বীজ বুনতে পারলেই মাঠ ভরা ফসল দিয়ে গুদাম ভর্তি করতে পারবি। সার্টিফিকেট পাওয়ার আগে, পড়ালেখা করে ভালো পরীক্ষা দিতে পারলেই কনভোকেশনের দিন ক্যাপ আকাশে ছুড়ে ছবি তুলতে পারবি। নিঃশেষ হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলেই, আত্মবিশ্বাস নিয়ে ফিরে আসতে পারবি। তখন টিটকারি মারা বন্ধুরাও তোকে কনগ্রাটস জানানোর লাইনে দাঁড়াবে।

থ্যাংকু, মাসুম ভাই। আজকেই অন্য আরেকটা উপায় বের করে শুরু করে দিব। এই বলে হ্যান্ডশেক করে বিদায় নিল আবির।

— ~ —

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. – Dale Carnegie

এই যে তুই, হ্যাঁ তুই। যে এই বইটা পড়তেছস। তুই কি তোর কমফোর্ট জোনের মধ্যেই থাকস? নতুন কিছু, ডিফারেন্ট কিছু সামনে আসলেই শঙ্কিত হয়ে পিছিয়ে যাস? নাকি আরাম আয়েশ এর বাইরে নতুন কিছু ট্রাই করার জন্য নিজেকে চ্যালেঞ্জ করস? একটা অপশনে কাজ না হলে অন্য অপশন খুঁজে বের করস?

তোর উত্তর :

দু-একটা ল্যাং খাইলে ফিউচার ডাউন খায় না

কলেজের ফ্রেন্ডদের সাথে আড্ডা দিচ্ছে আবির। আড্ডা না, বলতে হবে মিনি সাইজের একটা কলেজ রিইউনিয়ন। বিভিন্ন ভার্সিটি, বিভিন্ন জায়গা থেকে কলেজের ক্লোজ ফ্রেন্ডরা একসাথে হইছে। কিন্তু কেন জানি আড্ডা আগের মতো জমতেছে না। আড্ডা দিতে দিতেই আবির বুঝতে পারল, বেশ কয়েকজন ফ্রেন্ড তাদের পড়ালেখা, সাবজেক্ট, ভার্সিটি নিয়ে হতাশ। ফ্রেন্ডদের এই অবস্থা শুনে আবির বলল, তোরা চাইলে আমার এক সিনিয়র ভাইয়ের কাছে তোদের নিয়ে যেতে পারি। যিনি সব সময় আমাকে হেল্প করেন। সাজেশন দেন।

আবিরের প্রস্তাব শুনে সবাই ভাবল, ব্যাপারটা মন্দ না। তাই তারা সবাই মিলে দেখা করতে আসছে মাসুম ভাইয়ের সাথে। তাদের সব কথা শুনে মাসুম ভাই বললেন—

আমাদের ব্যাচের যে ছেলেটা নামী ভার্সিটিতে চান্স না পেয়ে, নীরবে প্রাইভেটে বা ঢাকার বাইরে চলে গেছিল, সেই ছেলেটাই আমাদের দুই বছর আগে পাস করে, এখন ম্যানেজার হয়ে বসে আছে।

যে মেয়েটা ভালো সাবজেক্টে চান্স পায়নি বলে তার কলেজের ফ্রেন্ডরা তার সাথে মিশত না, সেই মেয়েটাই তার বান্ধবীদের চাইতে দ্বিগুণ জিপিএ নিয়ে, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হিসেবে ফ্যাকাল্টি হয়ে গেছে। আমার স্কুলের একটা ছেলে ভালো স্টুডেন্ট না বলে, তাকে জোর করে আর্টস গ্রুপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই ছেলেটাই সায়েন্সের মেধাবীদের আগে বিসিএস ক্যাডার হয়ে বসে আছে।

হাঁটতে গেলে দু-একবার আছাড় খেতেই পারস। কম্পিটিশনে দৌড়াতে নামলে দু-একবার ল্যাং খেয়ে পড়ে যেতেই পারস। তবে ল্যাং খাওয়ার পরপরই উঠে দাঁড়াতে হবে। তুই যদি আগে ভালো করে থাকস ভালো কথা। আর আগে ভালো না করে থাকলেও টেনশন করার কিছু নাই। কারণ আজকের ম্যাচে তুই কত রান করবি সেটা আগের ম্যাচে তুই একটা না দুইটা সেঞ্চুরি করছস, নাকি ডাক মারছস, সেটার ওপর

ডিপেন্ড করবে না। বরং আজকের ম্যাচের স্কোর, আজকের ম্যাচের ওপরই নির্ভর করবে। তাই আজকে যে লেভেলে আছস, সেই লেভেল থেকে নেক্সট লেভেলে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

কে কোথায় গেছে, সেটা ব্যাপার হবে না। ব্যাপার হবে সে তার লেভেল থেকে শেষ পর্যন্ত কই যেতে পারছে। কারণ একজন নামী ভার্সিটির দামি সাবজেক্ট পেয়ে যত বেশি রিলাক্স হবে, সে তত দ্রুত পিছিয়ে যাবে। আর অন্য কেউ কম নামি জায়গায় গিয়ে যত বেশি পরিশ্রম করবে, সে তত বেশি এগিয়ে যাবেই।

তাই তোদের সবার টার্গেট হবে যে যেখানে গেছস, সেখানে ভালো করা। সেখানে মাঠ দখল করা। পড়ালেখা বাদ দিয়ে বার্সার উইনিং মোমেন্ট দেখার জন্য সারা রাত কাটিয়ে দিবি না। কারণ বার্সাকে তুই সময় দিলেও, বার্সা এসে তোর স্বপ্ন পূরণের কাজগুলো করে দিবে না। তাদের ট্রফি দিয়ে তোর ঘর সাজাবে না। তোর ইনবক্সে চাকরি বা হায়ার স্টাডির অফার সেন্ড করে দিবে না।

তোর লক্ষ্য অর্জনের জন্য তোকেই মাঠে নামতে হবে। তোর বাসার দেয়ালে ঝোলানোর মেডেল, তোর ড্রইং রুমের শোকেইস সাজানোর ট্রফি, তোকেই অর্জন করতে হবে। তোকেই চেষ্টা করতে হবে।

বুঝস না, এই ব্যাপারটা।

— ~ —

Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. –Jack Ma

সাবজেক্ট ক্যারিয়ারের জন্য বেরিয়ার না

আবিরের ফ্রেন্ড শামীম বলে উঠল। ভাইয়া, আবির তো তার পছন্দের ভার্সিটি পাইছে। রাফিদ তার পছন্দের ভার্সিটি না পাইলেও তার পছন্দের সাবজেক্ট পাইছে। আর আমি— না পাইলাম পছন্দের ভার্সিটি, না পাইলাম পছন্দের সাবজেক্ট।

তখন মাসুম ভাই বলে উঠল—

শুন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়লেই যে সাংবাদিক হতে পারবি না, ভূগোল-ইতিহাসের ডিগ্রি থাকলেই যে মার্কেটিংয়ের জব করতে পারবি না, তা কিন্তু না। বরং বিবিএ-এমবিএ ছাড়াও অনেকে বিজনেস করতেছে। সায়েন্সের সাবজেক্টে না পড়েও প্রোগ্রামার হচ্ছে। সাহিত্যে না পড়েও বই লিখতেছে। কারণ কারও সাবজেক্ট, ডিগ্রি, এমনকি তার ভার্সিটির নাম-দাম তার ক্যারিয়ারের জন্য প্রতিবন্ধক না।

ইদানীংকালের অনেক চাকরি কোর্স-কারিকুলাম খায় না। স্কিল, নলেজ, লিডারশিপ কোয়ালিফিকেশন খায়। তাই নামহীন ভার্সিটির দামহীন সাবজেক্টের অনেকেই দ্বিগুণ নলেজ, তিন গুণ স্মার্টনেস শো করে, সুযোগ ম্যানেজ করে ফেলতে পারে। হয়তো নামী ভার্সিটির দামি সাবজেক্টের সিল থাকলে সেও ইন্টারভিউর ভিআইপি লাইনে থাকতে পারত। সেই সুযোগ পাচ্ছে না দেখে, পরিশ্রম দিয়ে পুষিয়ে দিচ্ছে। তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বেশির ভাগ পোলাপান স্কিল ডেভেলপমেন্টের কম্পিটিশনে না নেমে, হতাশার এডিকশনে ভোগে। চেষ্টার পেছনে না ছুটে, ঢিলামির বাক্সে বন্দী থাকে। আড্ডার চাদর গায়ে দিয়ে, রেজাল্ট খারাপ করে বসে বসে কান্নাকাটি করে।

তবে হ্যাঁ, অন্য ফিল্ডে সুইচ করস বা না করস, চার বছর পরে জব পাবি বা না পাবি, সেটার গ্যারান্টি থাকুক বা না থাকুক— এখনকার ডিগ্রি তোকে শেষ করতেই হবে। জিপিএটা কোনো রকমে ভালো রাখার চেষ্টা তোকে করতেই হবে। কারণ সাবজেক্টের সাথে পিরিতি না জমার কারণে কেউ ফেল করে না; বরং সাবজেক্টের সাথে রিলেশনশিপের

ঝামেলাকে অজুহাত দেখিয়ে আলতু-ফালতু কাজে সময় নষ্ট করার কারণে ফেল করে।

তোর আলাদা কিছু করার তীব্র ইচ্ছা থাকলে; ক্লাসের পড়া শেষ করার পর বাকি সময়টায়, ইউটিউবে মিউজিক ভিডিও কম দেখে, তুই যে জিনিস শিখতে চাস, সেই রিলেটেড ভিডিও লেকচার দেখবি। টরেন্ট থেকে সিরিয়াল ডাউনলোড না করে, যে সফটওয়্যার শিখতে চাস, সেটা ডাউনলোড করবি। খেলা দেখা কমিয়ে, ভলান্টিয়ারিং এক্টিভিটিস বাড়াবি। গুগলে সার্চ দিলে অনলাইনে অনেক অনেক ফ্রি কোর্স পাওয়া যায়, সেগুলা করবি। দেখবি, ছোট পুকুরের বড় মাছ হয়ে, বড় পুকুরের অনেককেই পেছনে ফেলে দিতে পারবি।

নিজেকে কম্পিটিটিভ হিসেবে ডেভেলপ করবি। জব রিলেটেড ডিগ্রি না থাকলে, ওই ফিল্ডে যারা পড়ছে, তাদের চাইতে দ্বিগুণ বেশি স্কিল ডেভেলপ করবি। ওরা যদি পাঁচ জায়গায় চাকরি খোঁজে, তুই পঞ্চাশ জায়গায় খুঁজবি। চাকরি খুঁজতে খুঁজতে নিজের স্কিল ডেভেলপ করবি। তাহলে একটা না একটা চাকরি লেগেই যাবে।

তোর ড্রিমের ফুল ফোটানোর আগে, চারা লাগিয়ে সার-পানি দিবি। পিছিয়ে পড়ার আগে হাল ধরবি। সময় থাকতে শক্ত-হাতে বৈঠা মারবি। নিত্যনতুন অ্যাঙ্গেলে নিজেকে ডেভেলপ করবি। তাহলেই দেখবি তোর সাবজেক্ট বা তোর ভার্সিটি তোর ক্যারিয়ারের জন্য কোনো বেরিয়ার না।

— ~ —

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them.
–Walt Disney

ভালো না লাগা : একটা জাতীয় সমস্যা

রাফিদ বলল, ভাইয়া, আমার তো কিছুই ভালো লাগে না। নতুন কিছুতে আগ্রহ জাগাতে পারলে সেটা দু-এক দিনের বেশি থাকে না। একটানা কয়েক দিন লেগে থাকতে পারি না। টায়ার্ড হয়ে যাই। ট্রাফিক জ্যামে পড়লে বিরক্ত হয়ে যাই। এসব শুনে মাসুম ভাই বলে উঠল—

যে ট্রাফিক জ্যামে তিন ঘন্টা আটকে থাকায় তোর মেজাজ খারাপ হচ্ছে, সেই ট্রাফিক জ্যামেই ট্রাফিক পুলিশ সারা দিন দাঁড়িয়ে থাকে তোকে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে। যে রিকশার পলিথিনের ছোট ফুটা দিয়ে পানি ঢুকে প্যান্ট ভিজে যাওয়ায় তুই বিরক্ত হচ্ছস, সেই রিকশারই চালক বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে তোকে পৌঁছে দিতে।

শুন, ভালো না লাগা, বিরক্ত হওয়া পাবলিক তুই একা না। রিকশাওয়ালারও রিকশা চালাতে ভালো লাগে না। ধুলা-বালি, বাসের ধোঁয়া গিলতেও ট্রাফিক পুলিশের মজা লাগে না। আসলে দুনিয়ার যার যে কাজ, তার সেটা করতে ভালো লাগে না। তারপরও ঝড়-তুফান উপেক্ষা করে, সর্দি-কাশি ভুলে গিয়ে, উত্তেজনাপূর্ণ খেলা সাইডে রেখে দিনের পর দিন কাজ করে যাচ্ছে। কেন? কারণ তারা কাজ করে, উপার্জন করে, প্রয়োজন মেটাতে, ইমোশন ফুলফিল করতে, ঝামেলা ওভারকাম করতে। যার প্রয়োজন বা ইমোশন যত তীব্র, তার অজুহাত, আলসেমি, ছুতা বা ভয় তত কম।

সব বাবা-মায়ের কাছে তার ছেলে-মেয়ের পড়ালেখার খরচ, বাসা ভাড়ার টাকা, খাওয়ার খরচ ইনকাম করার ইমোশন ও রেসপনসিবিলিটি খুবই স্ট্রং। সে জন্যই সে ঝড়-বৃষ্টি-বাদলের দিনেও ভালো লাগতেছে না বলে চুপচাপ বসে থাকে না। বরং ঠিকই কাজে বেরিয়ে যায়। অন্য দিকে ছেলেপুলের কাছে তাদের পড়ালেখা করার ইমোশন অতটা স্ট্রং না দেখে ফাঁকিবাজি করতে তাদের খারাপ লাগে না। বারবার ভালো লাগে না বলতে লজ্জা লাগে না।

তোর মনের মধ্যে যত স্বপ্ন আছে। সেগুলা সাদা ভাতের মতো। এখন তোর কাজ হবে এই সাদা ভাতের স্বপ্নের সাথে ইমোশনের তরকারি মাখা। প্রয়োজনীয়তার সংকট অনুভব করে পেটের ক্ষুধা বাড়া। শরীর-মন এক কর। তোর কন্ডিশন ওভারকাম করতে, লক্ষ্য অর্জন করতে ক্রেজি হলে দেখবি এক ঘন্টার জায়গায় পাঁচ ঘন্টা লেগে আছস। একবারের জায়গায়, বারবার এসে সেই একই কাজ করার চেষ্টা করে যাচ্ছস। তোর মৌচাক যতবার ভেঙে দিবে, ততবারই মধু সংগ্রহ করে মৌচাক বানিয়ে ফেলবি। আয়েশের একটা দরজা বন্ধ হলে আরও সাতটা দরজা খুলে ফেলবি। যে সাবজেক্টের রেজাল্ট খারাপ করছিলি, সেটাতেই হায়েস্ট পেয়ে যাবি। রেজাল্ট খারাপ করা ক্লাসেই টপ ফাইভে চলে আসতে পারবি।

মনে রাখবি, 'ভালো না লাগা' একটা জাতীয় সমস্যা। এটাকে প্রশ্রয় দিলে তুই ধ্বংস হয়ে যাবি। আর এটাকে কন্ট্রোল করতে পারলে, তুই তিড়িংবিড়িং করে এগিয়ে যাবি। তাই মজা না পাইলেও তোর কাজে বারবার ফিরে আসতে হবে। ভালো না লাগলেও বই খুলে বসতে হবে। একবারে না বুঝলে বারে বারে বই খুলে জোর করে বসে থাকতে হবে। লাস্ট বেঞ্চে বসে বুঝতে না পারলে, ফার্স্ট বেঞ্চে এসে বসতে হবে। যাদের ভালো লাগে, তাদের সাথে মিশতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত দফারফা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত লেগে থাকতে হবে। তাহলেই দেখবি 'ভালো না লাগা' রোগ তোর অজান্তেই পালিয়ে গেছে।

— ~ —

Don't wish it was easier, wish you were better. –Jim Rohn

রিস্ক নেওয়াটা সফলদের তপস্যা

আসিফ বলল— ভাইয়া, এই যে নিজের সাবজেক্টের প্রতি ফোকাস কমিয়ে, যেটা ভালো লাগে, সেটাতে ফোকাস দিব। এতে তো রিস্ক বেড়ে যাবে। যদি শেষ পর্যন্ত না পারি? না হয়, তাহলে তো এই কূলও যাবে, ওই কূলও যাবে। এই রিস্ক কীভাবে এভোয়েড করব? রিস্কের কথা শুনলেই তো কলিজা শুকায় যায়।

তখন মাসুম ভাই বলে উঠলেন—

শুন, আমাদের এক স্যার ছিলেন, তিনি একটা মজার কথা বলছিলেন।

আমরা প্রতিদিন বাসা থেকে বের হওয়ার সময় আমাদের বলে দেয়, সাবধানে থাকিস। কখনোই বলে দেয় না, আজকে দুইটা রিস্ক নিয়ে আছিস। নতুন কিছু ট্রাই করে আসিস।

তারপর স্যার একটা উদাহরণ দিছিলেন। ধর, তুই বাসা থেকে বের হয়ে একটু দূরে গিয়ে দেখস একটা বাঁশের সাঁকো। সেটা খানিকটা নড়বড়ে। সাঁকোর নিচের পানিতে পড়ে নাকানি-চুবানি খাওয়ার ভালো সম্ভাবনা আছে। এখন তুই কী করবি? এই যে সাঁকোটা এইটা একটা রিস্ক। কোনো একটা রিস্ক দেখলে আমাদের মনে দুইটা অপশন আসে। এক. সাহস করে, রিস্ক নিয়ে সাঁকোতে ওঠা। পড়ে যাওয়ার ভয়কে জয় করে সামনে এগিয়ে যাওয়া। দুই. রিস্ক দেখে ভয় পেয়ে বাসায় ফেরত যাওয়া। আর মনে মনে আফসোস করতে থাকা— ইশ্, যদি একটা কংক্রিটের ব্রিজ থাকত, তাহলে কোনো সমস্যাই হতো না।

এই দুইটা ছাড়াও যে আরও তিনটা অপশন আছে, সেটা বেশির ভাগ মানুষ চিন্তা করে না। একটু বুদ্ধিমান হলে, তুই হয়তো আশপাশে তাকাবি। যদি একটু দূরে কোনো একটা নৌকা দেখস তাহলে সেখানে গিয়ে সেই নৌকা দিয়ে পার হতে পারস। অথবা একটু বেশি দূরে অন্য আরেকটা রাস্তায়, এই খাল বা নদীর ওপর একটা ব্রিজ আছে, সেখানে গিয়ে সেই ব্রিজ দিয়ে পার হতে পারস। এইটা হচ্ছে তুই রিস্ক দেখে

সাহসও করলি না, আবার ভয়ও পেলি না; বরং অল্টারনেটিভ একটা রাস্তা বের করলি।

আরেকটা উপায় হচ্ছে অপেক্ষা করা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই হয়তো অন্য আরেকজন আসবে। সে হয়তো গতকালকে এই সাঁকো দিয়ে পার হইছে। তাই সে বলতে পারবে কোন জায়গায় একটু ধীরে যেতে হবে। এটা হচ্ছে অভিজ্ঞ কারও কাছ থেকে সাজেশন নেওয়া। তাকে করতে দেখে সাহস পাওয়া। তারপর অন্যকে আগে পার হতে দিয়ে তাকে ফলো করা। অন্যের ওপর রিস্ক ছেড়ে দিয়ে নিজের রিস্ক একটু হালকা করে নেওয়া।

ধর ওপরের দুইটা অপশনও কাজ করল না। তখন তোর কাজ হবে, একটু একটু করে স্ট্রাটেজি ডেভেলপ করা। রিস্ক কমানো। হয়তো তোর ব্যাগে বই আছে সেগুলা পানিতে ভিজলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। তাই তুই ব্যাগ খুলে রাখলি। চিন্তা করলি পায়ে স্যান্ডেল আছে। সেটা নিয়ে উঠলে পিছলে পড়ার চান্স আছে। তাই স্যান্ডেল খুলে রাখলি। তারপর খালি পায়ে অল্প একটু উঠে হালকা নাড়া দিয়ে দেখলি কেমন নড়তেছে। অর্ধেক পর্যন্ত গিয়ে নিজের কনফিডেন্স বাড়িয়ে নিলি।

তারপর সব যদি ঠিক থাকে তাহলে ফেরত এসে তোর স্যান্ডেল ব্যাগের ভেতরে ঢুকিয়ে একটু একটু করে পার হলি। তুই কি করলি? তুই একবারে ফুল রিস্ক না নিয়ে। অল্প একটু একটু করে রিস্ক নিয়ে পরিমাপ করে দেখলি। বোঝার চেষ্টা করলি রিস্ক খুব বেশি, না কম। তারপর যখন বোঝা গেল রিস্ক যতটুকু আছে, ততটুকু রিস্ক নেওয়া যায়। তখন ব্যাগ নিয়ে একটু একটু করে সামনে এগিয়ে গেলি।

তাই আজকের পর কোথাও রিস্ক দেখলে পালিয়ে যাবি না। বরং বোঝার চেষ্টা করবি রিস্ক কতটুকু। অল্টারনেটিভ, সহজ বা তুলনামূলক সেইফ কোনো রাস্তা আছে কি না। একই রিস্ক অন্য কেউ নিছে কি না। তাদের সাথে পরামর্শ করবি। দরকার হলে অল্প অল্প করে রিস্ক চেখে দেখবি তাহলে রিস্ক যত বড় মনে হবে তত বড় থাকবে না।

কারণ রিস্ক জিনিসটা আসে যখন তুই কোনো জিনিস প্রথমবারের মতো করতে চাস। সেই কাজটা একবার, দুইবার করে ফেলতে পারলে আর রিস্ক থাকে না। যেমন বাসে ওঠা অনেক রিস্ক। যেকোনো সময় চাকা ফুটো হয়ে যেতে পারে। অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে এবং প্রতিদিন একটা-দুইটা করে হয়ও। কিন্তু তুই জীবনে কয়েক শতবার বাসে উঠে গেছস বলে এখন আর বাসে ওঠা তোর কাছে রিস্কি মনেই হয় না। একইভাবে এমন অনেক কাজ, যেগুলা তুই জীবনে কখনো করস নাই, সেগুলা তোর কাছে রিস্কি মনে হবে। কিন্তু দুই-তিনবার করে ফেললে সেগুলা তোর কাছ ডাল-ভাত মনে হবে।

মেইন কথা হচ্ছে রিস্ক মনে করলেই রিস্ক। ভয় পাইলেই ভয়। আর সেটা ম্যানেজ করার জন্য নেমে পড়লে রিস্ক আর রিস্ক থাকে না, ইশক হয়ে যায়। সফল হতে হলে, রিস্ক নিতেই হবে।

সবাই মাসুম ভাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফুরফুরে মেজাজে বিদায় নিল।

— ~ —

If you are unwilling to risk the unusual, you will have to settle for the ordinary. –Jim Rohn

The biggest risk is not taking any risk. –Mark Zuckerberg

আচ্ছা, তোর কি 'ভালো লাগে না' নামের কোন রোগ আছে? সবকিছু আগের মতো নাই ভেবে ঝিম মেরে বসে থাকার অভ্যাস আছে? কখনো কোন রিস্ক নেয়া লাগলে, ব্যর্থ হওয়ার চান্স থাকলে- তুই কি ভয় পেয়ে নিজেকে চুপসে রাখস? নাকি অন্যদের কাছ থেকে ইনফরমেশন নিয়ে, অল্প অল্প করে ট্রাই করে সামনে এগুতে থাকস?

তোর উত্তর :

লেগে থাকাই অর্জন

ডিপার্টমেন্টের করিডর দিয়ে যাচ্ছে আবির আর তার চার-পাঁচজন ক্লাসমেট। মাসুম ভাইকে দেখেই সবাই থামল। ওদের দেখে মাসুম ভাই জিজ্ঞেস করল,

কী অবস্থা?

— অবস্থা, আলুর বস্তা, ভাইয়া। একটার পর একটা ঝামেলা কাঁঠালের আঠার মতো লেগেই আছে। কোনোভাবেই প্রজেক্ট শেষ করতে পারতেছি না। স্যার এখন আর প্রজেক্টের টপিক চেইঞ্জ করতে চাচ্ছে না। কীভাবে কী করতে হবে, সেটা ক্লিয়ারলি না বলে কাফঝাফ করতেছে।

কিসের প্রজেক্ট তোদের?

(অনেকক্ষণ প্রজেক্ট নিয়ে আলাপ করে কিছু সাজেশন দিয়ে, মাসুম ভাই বলতে শুরু করছেন)

শুন, কোনো কিছু কঠিন মনে হলেই লেজ গুটিয়ে পালানো যাবে না। আরাম কেদারায় বসে বসে ইন্টারনেটে সময় নষ্ট করলে, সফলতার মুকুট আপনা-আপনি ডাউনলোড হয়ে যাবে না। কাজে না নেমে আইডিয়া নিয়ে বসে থাকলে, স্বপ্নের কোটি টাকার ব্যবসা থেকে ফুটা পয়সাও কামাই হবে না। হা-হুতাশ, কান্নাকাটি করলেই লাইফের প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে না। কমপ্লেইন করে, অজুহাত দেখিয়ে সাময়িক সান্ত্বনা পেলেও তোদের কন্ডিশন চেইঞ্জ হয়ে যাবে না। আলসেমিকে ডান্ডা মারতে না পারলে, রেজাল্টের আন্ডা কোনো দিনও থামবে না।

তাই যে রাস্তা কঠিন, সেই রাস্তায় চেষ্টার পরিমাণ চার গুণ করতে হবে। যে জিনিস বুঝতে পারস না, সেই জিনিস চৌদ্দ বার পড়লে, না বোঝার মতো কিচ্ছু বাকি থাকবে না। একভাবে কাজ না হলে দশভাবে ট্রাই করতে হবে। ক্রিকেট খেলার বোলারদের মতো প্রত্যেকবার ব্যাটসম্যানকে আউট করার টার্গেট নিয়ে ক্রিজের দিকে ছুটে যেতে হবে। প্রথম বলে আউট না হলে পরের বল করার জন্য আবারও দৌড় দিতে হবে। ওভারের পর ওভার বল ফেলতে হবে। ইয়র্কারে কাজ

না হলে, স্লো ডেলিভারি দিতে হবে। সুইংয়ে কাজ না হলে, বাউন্সার মারতে হবে।

তোদেরও টার্গেটের প্রতি ওভারের পর ওভার বল করে যেতে হবে। কোন বলে, কখন, কোন কেরামতি খাটাইতে হবে, এইটাও তোদেরই ঠিক করতে হবে। একভাবে কাজ না হলে দশভাবে ট্রাই করতে হবে। টাফ লাগলে, টায়ার্ড হলে দুই মিনিট রেস্ট নিয়ে আবার শুরু করতে হবে। নন-স্টপ চেষ্টা চালাতে হবে।

কোনো স্বপ্ন, কোনো লক্ষ্যই আরামের না। দুনিয়াতে কোনো কিছুই ফ্রি না। দোকানে ১০% ডিসকাউন্ট দেয় না; বরং ৯০% টাকা পকেট থেকে বের করে নেয়। শপিং মলে একটা কিনলে একটা ফ্রি দেয় না; বরং একটার দাম দিয়ে, দুইটার ব্যবসা পুষিয়ে নেয়। কারণ তারা জানে, ছাড় না দিলে কাস্টমারের আগ্রহ বাড়বে না। একইভাবে তোদেরও আড্ডা, মাস্তি, খেলা, মুভি দেখা থেকে ৫০% সময় ছাড় দিয়ে সেগুলা টার্গেটের পেছনে কাজে লাগাতে হবে। দুই ঘন্টা রসিলা গান শুনলে, পরের দুই ঘন্টা ইংলিশ ওয়ার্ড শেখার জন্য ছাড় দিতে হবে। পাঁচটা ট্যুর থেকে একটা ছাড় দিয়ে কোনো একটা সফটওয়্যারের স্কিল ডেভেলপের পেছনে লেগে থাকতে হবে। কারণ লেগে থাকলেই হয়ে যাবে।

—— ~ ——

There is one thing that 99% of failures and successful people have in common: they all hate doing the same things. The difference is successful people do them anyway. –Darren Hardy

অর্জনই গর্জন

গ্রুপ প্রজেক্টের পোলাপান চলে যাওয়ার পর আবির মাসুম ভাইকে বলল, ভাইয়া, আমি নিজের জন্য কিছু একটা করতে চাই। যেটা আমার ক্যারিয়ারের জন্য ভালো। আমার নিজের জন্যও ভালো। এতে আমার ফ্যামিলি লেভেল, সোশ্যাল স্ট্যাটাসও বেড়ে যাবে। কিন্তু কাজটা কীভাবে শুরু করব। কীভাবে এগিয়ে যাব, বুঝতেছি না।

তখন মাসুম ভাই বললেন—

তুই ঠিকই ধরছস। ট্যালেন্ট বা যোগ্যতা দিয়ে জীবনে কিছু একটা করে ফেলব— এমনটা আশা করে কোনো লাভ নাই। কারণ দুনিয়াতে ট্যালেন্ট বা যোগ্যতা দিয়ে কাউকে বিচার করা হয় না। বিচার করা হয় অর্জন দিয়ে। তোর চারপাশে তাকালেই দেখতে পাবি, একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক স্ট্যাটাসের ডিফারেন্স তৈরি হয় তাদের অর্জনের ডিফারেন্স দিয়ে। ট্যালেন্টের ডিফারেন্স দিয়ে না। এইটাই বাস্তবতা।

কারণ অর্জনই গর্জন। যার জীবনে অর্জন যত বেশি, সে তত বেশি এগিয়ে যায়। এ জন্যই চাকরি দেওয়ার সময় কোয়ালিটি দেখার আগে কোয়ালিফিকেশন দেখে। সেটা দেখে পছন্দ হলে তারপরে ইন্টারভিউতে ডাকে। আবার অঙ্ক বুঝতে পারার ওপর মার্কস না দিয়ে, পরীক্ষার খাতায় অঙ্ক লিখতে পারার ওপর মার্কস দেয়। তবে জীবনের অর্জনের সংখ্যা বাড়ানো খুব কঠিন কিছু না। সিম্পল চারটা স্টেপ ফলো করলেই অনেক কিছু অর্জন করতে পারবি।

স্টেপ ১

যে কাজটা শুরু করি করি বলে শুরু করা হয়ে উঠতেছে না। সেটা শুরু করে দিবি। কনফিউশন, ভয়, আর গাইডলাইন পাওয়ার জন্য যত বেশি অপেক্ষা করবি, জীবনে কিছু একটা করার সম্ভাবনা তত বেশি কমে যাবে। বিজনেস শুরু না করে, বিজনেস আইডিয়া নিয়ে যত বেশি দিন চিন্তা করবি, একই আইডিয়া নিয়ে অন্য কেউ বিজনেস শুরু করার চান্স

তত বেশি বেড়ে যাবে। সো, প্ল্যান বানাতে গিয়ে সময় নষ্ট করবি না। পড়ার রুটিন বানাতে গিয়ে, পরীক্ষার পড়া বন্ধ করে রাখবি না। যেটা মেইন কাজ, সেটা যত দ্রুত সম্ভব শুরু করে দিতে হবে।

স্টেপ ২

যে কাজটা শুরু করছস, সেটা ফিনিশ করতে হবে। কবিতা অর্ধেক লিখে তুই কবি হতে পারবি না। শুধু A মাইনর আর G মাইনর শিখে গিটার বাদক হতে পারবি না। ৮০ পাতা থিসিসের ১০ পাতা লিখলে কেউ ডিগ্রি দিবে না। তাই কাজটা ফিনিশ করতে হবে। শেষ করতে হবে। ভালো না লাগলে, নিজের ওপর জোর করে হলেও ফিনিশ করতে হবে।

স্টেপ ৩

গতকালকে যে কাজটা করছস। আজকেও সে কাজটাই করতে হবে। গতকালকের চাইতে ভালো হোক বা খারাপ হোক, সেই একই কাজ করতে হবে। শুধু তিনটা গান সুর করে মিউজিশিয়ান হতে পারবি না। চারদিন ইট গেঁথে বিল্ডিং বানাতে পারবি না। দুই সপ্তাহ ক্রিকেট খেলে ন্যাশনাল টিমে চান্স পাবি না। কাজটার পেছনে লেগে থাকতে হবে। লেগে থাকলেই দক্ষতা আসবে। নতুন নতুন কৌশল তোর নিজের ভেতর থেকেই উদ্ভব হবে। হতাশ হয়ে ছেড়ে দিলে যে কয়দিন ট্রাই করছস, সেই কয়দিন সময় অপচয় ছাড়া আর কিছু-ই হবে না।

স্টেপ ৪

শো-অফ করতে হবে। ওভার কনফিডেন্স দেখাতে হবে। তোর যোগ্যতা যতটুকু, তার চাইতে বাড়িয়ে বলতে হবে। কারণ টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করলে ফুলের গন্ধ বের হবে, পেছনে হট মডেল ঘুরবে, না দেখালে আমরা টুথপেস্ট কিনি না। ৩০ হাজার টাকা দিয়ে যে বিয়ে করে ফেলা যায়, সেই বিয়েতে ৩০ লাখ খরচ করে শো-অফ না করলে প্রেস্টিজ আসে না।

তাই তোর নিজের ঢোল নিজে পেটাতে গিয়ে একটু-আধটু শো-অফ করে দিবি। হালকা বাড়িয়ে বলে নিজের যোগ্যতার মার্কেটিং করবি। অতটুকু বাড়িয়ে বলবি, যতটুকু এক্সট্রা পরিশ্রম করে, দুই-তিন সপ্তাহ খাটা-খাটুনি করে কভার করে দিতে পারবি।

সমাজে সম্মান, প্রতিপত্তি পেতে হলে অর্জনের প্রসেসে ঢুকতে হবে। কারণ যে ছেলেটা ভালো রেজাল্ট করে, যে মেয়েটা ভালো চাকরি পেয়ে যায়, অন্য সবাই তাকে চেয়ার ছেড়ে দেয়। খাতির করে, তার পেছনে ঘোরে। এইটাই বাস্তবতা। তবে এর চাইতেও নির্মম বাস্তবতা হচ্ছে যদি কোনো কারণে অর্জন হাতছাড়া হয়ে যায়, চাকরি থেকে বহিষ্কার হয়ে যায়; তার পরের দিনই কানাঘুষা শুরু হয়ে যায়। সম্মান কমে গিয়ে উপহাস বাড়ে। দুই দিন আগে যার সাথে হাত মেলানোর জন্য সবাই লাইন ধরে থাকত। এখন তাকে দেখেও না দেখার ভান ধরে।

তাই সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে হলে অর্জনের প্রসেসে ঢুকতে হবে। সেই প্রসেস চালু রাখতে হবে। যাতে একটার পর একটা অর্জন তোর ঝুড়িতে জমা হতে থাকে। তাহলেই সম্মান, সম্পদ, সুখ সব হাতের মুঠোয় চলে আসবে।

—~—

If your dream is amazing, it won't be easy. If it is easy, it won't be amazing. If it is worthy, you won't give up. If you give up, you're not worthy. – Bob Marley (slightly modified version of Guitar Chord Songbook)

ছেড়ে দিলে হেরে যাবে

কিন্তু ভাইয়া সেই একই সমস্যা। লেগে থাকতে পারি না। অন্য ঝামেলা চলে আসে। অগ্রগতি দেখি না। শেষ পর্যন্ত কিছু হতে পারব সেই ভরসা পাই না। তখন মাসুম ভাই বলতে শুরু করল—

শুন, একদিন ফুটবল খেলে কেউ ফুটবলার হয় না। একবেলা রান্না করে কেউ বাবুর্চি হয় না। একদিন ঘাস খেতে দিয়ে, গরুর কাছে সারা বছর দুধ আশা করা যায় না। অথচ তুই এক রাত পড়েই পাস করে ফেলতে চাস? দিনে এক ঘন্টা সময় না দিয়েই, এক একটা সাবজেক্টের সবকিছু বুঝে ফেলতে চাস? সারা বছর ফাঁকিবাজি করেও ভালো ভার্সিটিতে চান্স পেতে চাস?

বৃষ্টি এক দিন হলে তাকে বর্ষাকাল বলে না। ঝরনা থেকে এক গ্লাস পানি পড়লে সেখানে নদী হবে না। অফিসে দুই দিন হাজিরা দিলে, সারা মাসের বেতন পাওয়া যায় না। বেতন পেতে হলে অফিসের কাজ প্রতিদিন করতে হবে।

ফুটবলার হতে হলে ম্যাচের পর ম্যাচ ফুটবল খেলে যেতে হবে। অথচ আমরা ফুটবল প্র্যাকটিস না করে, ভালো বুট নাই তার ওপর দোষারোপ করি। ঠিকমতো বল পাইনি বলে, টিমমেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনি।

কেউ যদি তার গরুকে ঘাস খেতে না দিয়ে, গরুর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে যে গরু দুধ দেয় না। অথবা গাড়িতে তেল না ঢুকিয়ে যদি অভিযোগ করে গাড়ি ঠিকমতো চলে না। তাহলে জিনিসগুলা খুবই হাস্যকর মনে হয়। কিন্তু তুই যে বইখাতাকে চিমটি না কেটে, অভিযোগ দিচ্ছস মনোযোগ আসে না, বুঝতে পারি না, ভালো লাগে না। সেটা তোর কাছে হাস্যকর মনে হয় না?

একটু চিন্তা করে দেখ, তুই যখন জ্যামে আটকা পড়ে থাকস, তখন তুই বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে মোবাইল বের করে মোবাইল ব্যবহার

করস। আর বাসায় এসে বলস কলেজে/ভার্সিটিতে যেতে-আসতেই সময় শেষ। অথচ জ্যামের মধ্যে বসে বসে তুই যখন মোবাইল ইউজ করতেছিলি, তখন তোর ব্যাগের ভেতরে বইখাতাও ছিল। তুই চাইলে তখন পকেট থেকে মোবাইল বের না করে ব্যাগ থেকে বইখাতা বের করে পড়তে পারতি। বাসের মধ্যে পড়া শুরু করলে বাসের লোকজন তোকে বাস থেকে নামিয়ে দিবে না। সো, আজকের পর থেকে জ্যামের কারণে বাসায় এসে পড়তে পারি না—এ রকম কথাবার্তা বলতে আসবি না।

আমি পারব না। আমারে দিয়ে হবে না। জিনিসটা যত সোজা ভাবছিলাম, তত সোজা না বলে বেশির ভাগ পোলাপান ছেড়ে দেয়। অথচ ছেড়ে দেওয়ার আগে আরেকটু চিন্তা করে দেখে না যে হয়তো আরেকটু বেশি চেষ্টা করতে পারত। হয়তো আরেকজনের কাছ থেকে একটু বুদ্ধি বের করে একটু ডিফারেন্টভাবে চেষ্টা করা যেত বা অন্য আরেকজনের হেল্প নিয়ে একসাথে করলে আরেকটু বেশি সময় ধরে লেগে থাকা যেত।

কোনো কাজে দুইবারের বেশি ব্যর্থ হলে মিনিমাম চারজনের সাথে পরামর্শ করে নতুন একটা স্ট্রাটেজি ডেভেলপ করবি। সেই স্ট্রাটেজি ট্রাই করার পরেও কাজটা না হলে তখন চিন্তা করবি অল্টারনেটিভ কী করা যায়। তার মানে দরকার হলে প্ল্যান এবং স্ট্রাটেজি চেইঞ্জ করবি মাগার ছেড়ে দিবি না।

— ~ —

Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time.
– Thomas Edison

কন্ট্রোল না করলে, কন্ট্রোলিত হবে

আচ্ছা ভাইয়া, আমরা কেন খেই হারিয়ে ফেলি? কেন লাইনে থাকতে পারি না?

— কারণ আমরা জীবনের সামনে রুখে দাঁড়াতে পারি না। কী কারণে আমাদের এই অবস্থা হয়েছে, সেটা অ্যানালাইসিস করে অন্যের দোষ, অন্যের ভুল বা নিজের হেলা-অবহেলার কথা ভাবতে ভাবতে আমরা সময় নষ্ট করি। গতকালের সমস্যা, গত মাসের কষ্ট, গত বছরের ব্যর্থতাকে আঁকড়ে ধরে রাখি। চারপাশের যত মরীচিকা আছে, সেগুলার পেছনে ছুটি। সেগুলাই আমাদের লাইফকে কন্ট্রোল করে। তাদের রিমোট কন্ট্রোলেই চলে আমাদের চিন্তাভাবনা, কাজকর্ম।

মনে রাখবি, আমাদের লাইফ কন্ট্রোল করে তিনটা জিনিস। হয় অতীতের কষ্ট, না হয় বর্তমানের আনন্দ অথবা ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন।

এখন তুই এক মিনিট চিন্তা করে দেখ। তোর লাইফ কোন জিনিসটা দিয়ে কন্ট্রোলিত হচ্ছে? তুই কি অতীতের কোনো কিছু আগলে ধরে বসে আছস? বর্তমানের মোজ-মাস্তি করতে করতে হারিয়ে যাচ্ছস? নাকি ফিউচারে কোনো কিছু অর্জন করার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছস?

অতীতের কোনো কিছু যদি তোকে গিলে ধরে রাখে তাহলে একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করবি। সেটা হচ্ছে— কোনো সমস্যাই জীবনের চাইতে বড় না। কোনো ব্যর্থতাই জীবনের সব সম্ভাবনাকে মুছে দিতে পারে না। কারও অভিমত, কারও ভালো লাগা, কারও পাশে থাকার ওপর তোর বেঁচে থাকা নির্ভর করতে পারে না। কোনো প্রেমই জীবনের সর্বস্ব হবে না। তোর জীবন তোর চিন্তার চাইতেও বড়। তোর ইমোশনের চাইতেও বড়।

তাই হতাশা কাটাতে জীবনকে নাড়া দিতে হবে। নিজের ভেতরে স্পৃহা জাগাতে হবে। চিন্তাভাবনাগুলো কন্ট্রোল করতে হবে। যারা পজিটিভ চিন্তা করে তাদের সাথে মিশতে হবে। একটু একটু করে সামনের দিকে মাথা তুলে তাকাতে হবে। তাহলে একটু একটু করে লাইফ কন্ট্রোলে আসতে শুরু করবে। আর যদি অতীতের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিস, তাহলে অল্প কয়দিনে অতীতেই হারিয়ে যাবি।

আজকে যে অবস্থানে আছস, সেটাই তোর বাস্তবতা। বাস্তবতাকে স্বীকার কর, প্রকাশ কর। চেপে রাখবি না, চাপ বাড়বে। আগে কী ছিলি, সেই ইতিহাস জাবর কেটে কোনো লাভ নাই। বরং কালকে কোন লেভেলে যাবি, সেটার জন্য চেষ্টা কর। সাথের বন্ধুদের অবস্থান চিন্তা করে হতাশার বীজ না এনে, চেষ্টায় তেজ আনবি। উপহাস, উপেক্ষার জবাব দেওয়ার জন্য মিরাকল না খুঁজে, স্কিল খুঁজবি।

তুই যদি বর্তমানের মোজ-মাস্তিতে ডুবে থাকস। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কানেক্টেড থাকতে গিয়ে নিজের ফিউচারকে ডিসকানেক্ট করে ফেলস। দিনে দুইবার বইখাতা না খুলে ২৫০ বার

মোবাইল চেক করস। ফ্রি নিউজ, মজার ট্রেলার দেখে দেখে বর্তমানের আনন্দ আর মাস্তির স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে থাকস। তাহলে মনে রাখবি, নদীর স্রোত কাউকে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠায় না; বরং টেনে নিয়ে সাগরে ভাসিয়ে দেয়। আর এই সব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ফেসবুক, ইউটিউব তোকে আনন্দ দিচ্ছে না; বরং তোর সময় কেড়ে নিয়ে ফিউচার ছেড়াবেড়া করে দিয়ে তোর স্বপ্নগুলোকে গলাটিপে হত্যা করছে। তাই টিকে থাকতে হলে, সামনে এগোতে হলে, এই সব মোবাইল, ইন্টারনেটের নেশা কন্ট্রোল করতে হবে।

আর তুই যদি মনে করস যে তোর লাইফ স্বপ্ন দিয়ে কন্ট্রোল হচ্ছে তাহলে খেয়াল রাখবি, শুকনা স্বপ্ন দেখে কোনো লাভ নেই; বরং স্বপ্নের সাথে সাথে চেষ্টা থাকতে হবে। রুটিন বানানো কোনো অর্জন না। কাজ করাটা অর্জন। শুধু আশা নিয়ে বসে থাকলে কিচ্ছু চেইঞ্জ হবে না। লেগে থেকে সাধনা করলে চেইঞ্জ হবে। তাই স্বপ্ন দেখবি না। চেষ্টা করে দেখাবি। চেষ্টার পরিমাণ বাড়াবি। মনোবল আপনা-আপনি বেড়ে যাবে।

আজকের সকালটা, আজকের দিনটা তোর নিজের জন্য ইফেক্টিভ বানাতে না পারলে, এই মাসটা, এই বছরটাও তোর জন্য ইফেক্টিভ বানাতে পারবি না। তাই প্রতিটা দিনের, প্রতিটা ঘন্টার জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারলে তোর লাইফ তোর নিজের কন্ট্রোলে চলে আসবে। কারণ বাঁচতে হলে কন্ট্রোল করতে হবে।

—~—

Don't let yesterday take up too much of today. –Will Rogers

তুই কি তোর লাইফটা কন্ট্রোল করস? তুইই কি ঠিক করস দিনের কোন সময়টায় তুই কি করবি? নাকি তুই কখন কি করবি সেটা ঠিক করে দেয় তোর মোবাইল ফোন, তোর মোবাইলের ভিতরে ঘাপটি মেরে থাকা ফেইসবুক, ইউটিউব, ভিডিও গেমস? সত্যি করে বলতো তোর লাইফটা কে বেশি কন্ট্রোল করে?

তোর উত্তর :

বন্ধুত্বের ভাইরাসে কামড়ালে জান হবে কয়লা

এই বছর পিকনিক হচ্ছে গাজীপুরে। যাওয়ার পথে মাসুম ভাইয়ের পাশে বসছে আবিরের ক্লাসমেট রোহান। কিছুক্ষণ গল্প করার পর সে বলল,

— ভাইয়া, আমি তো মেসে পড়ালেখা করতে পারতেছি না।

তাহলে মেস পাল্টিয়ে ফেলো।

— সেটাও পারতেছি না। ওরা আমার ফ্রেন্ড। যদিও ওরা সিগারেট, গাঞ্জা খায়, তাস খেলে, আড্ডা-মাস্তি করে। আমি এগুলা করি না।

শুন, সিগারেট-গাঞ্জা খাওয়া পোলাপানের সাথে যত বেশি মেলামেশা করবি, তত দ্রুত গাঁজাখোর হয়ে যাবি। তবে কেউ তোকে গাঁজাখোর বানাতে পারবে না, যতক্ষণ না তুই তোকে গাঁজাখোর বানানোর সুযোগ করে না দিস। কেউ তোর স্বপ্নগুলোকে নষ্ট করতে পারবে না, একমাত্র তুইই পারস, অন্যকে তোর স্বপ্নগুলাকে নষ্ট করার সুযোগ দিতে।

ডেঙ্গু হওয়ার আগেই, মশারির ছিদ্র সেলাই কর। লাইফ ছেড়াবেড়া হওয়ার আগেই নিয়মিত মাস্তি, অনিয়মিত ড্রিংকস করা ছেলেপুলেকে এড়িয়ে চল। ওদের সাথে ঘনঘন ওঠাবসা করলে, দুই মাস পরে ওদেরই একজন হয়ে যাবি। তাই চারপাশের মানুষদের মধ্যে কে চিনি আর কে লবণ, সেটা আগে থেকেই মার্ক করে রাখ।

শুন, ভাতের চেয়ে পাথর-কণা বেশি হলে, সেই ভাত কেউ খাবে না। পড়ালেখার চাইতে ফান, রিলাক্স, আড্ডাবাজি বেশি হলে, তাকে স্টুডেন্ট বলা যাবে না। বড়জোর প্রফেশনাল ফাঁকিবাজ বলা যাবে। তবে কাজের চাইতে মাস্তির পরিমাণ যত বেশি হবে, মাস্তির শাস্তিও তত বেশি হবে। তাই একটু রিফ্রেশ হওয়ার আশায়, রিলাক্সের মায়াজালে হাইজ্যাক হয়ে যাবি না।

টুকটাক খেলার খোঁজখবর নেওয়া, মাঝেমধ্যে সিরিয়াল-সিনেমা দেখা, গ্যাপেগুপে ট্যুর দেওয়া সমস্যা না। তবে রাত জেগে খেলা দেখার

দোহাই দিয়ে সকালের ক্লাস মিস করা পোলাপান তোর বেস্ট ফ্রেন্ড হলে দুই দিন পরে তোরও ক্লাস মিস হওয়া শুরু হবে। সিলেবাস কঠিনের ওজর দেখিয়ে পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে টিভি সিরিয়াল খুলে বসা পোলাপানের সাথে একই রুমে থাকলে তোর কাছেও জিনিসগুলো কঠিন মনে হবে। তাই ক্লাস-টেস্টের পড়া বাদ দিয়ে সিগারেটের আড্ডায় সারা রাত কাটিয়ে দেওয়া বন্ধুর সাথে যত বেশি সময় কাটাবি, তোর লাইফে প্রাপ্তির চাইতে হারানোর সংখ্যা তত বেশি হবে।

মনে রাখবি, নৌকা ফুটা করতে করতে সব নদী পাড়ি দিতে পারবি না। প্রশ্ন ফাঁস পেয়ে এসএসসি, এইচএসসি ম্যানেজ করা পোলাপানের সাথে মেলামেশা করলে, ভর্তি পরীক্ষা-চাকরির ইন্টারভিউতে কূলকিনারা খুঁজে পাবি না। সব রাস্তা শর্টকাটে মারতে গেলে, কোনো না কোনো রাস্তায় ঠিকই ধরা খাবি। সে জন্যই পরিশ্রমের ৪.৭৫-ওয়ালারাই সাজেশনের গোল্ডেন ফাইভদের চাইতে এগিয়ে যাবে। কারণ যতটুকু কষ্টের অর্জন, ততটুকুই সাহসের গর্জন। সেই গর্জনের সামনে যত চ্যালেঞ্জ আসবে, কনফিডেন্সের দেয়াল তত শক্ত হবে।

ফালতু, ফাঁকিবাজ, নেশাখোর ফ্রেন্ডদের লাইনে আনতে না পারলে ওদের ছেড়ে দিবি। কারণ ওরা ভাইরাস। ঠিক সময়ে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে না পারলে, তুইও ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যাবি। অল্প কয়দিনেই ওদের মতো একজন হয়ে যাবি। আর এই সব ধ্বংসাত্মক ভাইরাসকে কন্ট্রোল করতে পারলে কঠিন সাবজেক্টগুলাতে রেজাল্ট খারাপ না করে, টপ লেভেলে আসতে পারবি। চাকরির ইন্টারভিউতে রিজেকশন না খেয়ে, জয়েনিং বোনাস পাবি।

—~—

Surround yourself with people who remind you more of your future than your past. Dan Sullivan

বেশি ছুতা ধরলে ইঞ্জিনে ধরবে জং আর ময়লা

দুই-তিন ঘন্টা ধরে পিকনিকের বাস একই জায়গায় জ্যামে আটকে আছে। মনে হচ্ছে পিকনিক বাসের মধ্যেই করে ফেলতে হবে। তাই কথাবার্তা চালিয়ে যেতে যেতে মাসুম ভাই বললেন—

আমি যদি এখন তোকে জিজ্ঞেস করি, তোর জীবনের লক্ষ্য কী? তুই গলা হাঁকিয়ে উত্তর দিবি— বিজনেসম্যান, মাল্টিন্যাশনালে চাকরি, গাড়ি, বাড়ি ইত্যাদি। কিন্তু ভুলেও বলবি না তোর জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে— রাত জেগে প্রিমিয়ার লিগের খেলা দেখা, ঘন্টার পর ঘন্টা ইন্টারনেট/মোবাইলে নষ্ট করা, আড্ডা দেওয়া, মুভি দেখা। অথচ দিনের পর দিন এই কাজগুলা করেই, স্বপ্ন অর্জন আর বাস্তবতার মধ্যে গ্যাপ বাড়াই দিচ্ছস। আর স্বপ্ন অর্জনের কাজগুলো করতে বললেই ছুতা ধরস।

কেউ মারা গেলে, আমরা প্রায়ই বলি, উনি ভালো শিক্ষক বা গরিবের ডাক্তার অথবা সমাজসেবী লিডার কিংবা সৎ ব্যবসায়ী ছিলেন। একবারও কি চিন্তা করে দেখছস? আজকে যদি তুই মারা যাস, তোর সম্পর্কে লোকজন কী বলবে? কিংবা তুই নিজেই, তোর মৃত্যুর পর তোকে কীভাবে মূল্যায়ন করবি?

তুই কি চাস লোকজন তোকে চিনুক— মোবাইল গেমসের ১০০ লেভেল পার করে ফেলা, টিভি সিরিয়ালের সবগুলা এপিসোড তিনবার করে দেখে ফেলা, দুনিয়ার সবগুলা ওয়ানডে-টেস্ট ম্যাচের পরিসংখ্যান মুখস্থ করে ফেলা, তিন-চারটা পত্রিকার চিপাচাপার সব নিউজ গিলে ফেলা মানুষ হিসেবে। নাকি চাস, তোকে অন্য কিছু হিসেবে চিনুক? সেটাই যদি চাস, তাহলে সেটার পেছনে কতটুকু সময় দিচ্ছস? নাকি লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে, বছরের পর বছর একই ছুতা দিয়ে, জীবন পার করে দিচ্ছস। ছুতা ধরতে ধরতে তোর ইঞ্জিনে জং ধরে, লং টাইম একই জায়গায় পড়ে আছস। এই জংগুলারে শক্ত শিরিশ কাগজ লাগাইয়া ঘষা দে, ঝাঁকুনি দে।

আমারে কেউ সুযোগ করে দিচ্ছে না, কম্পিটিশন বেড়ে গেছে, দেশে ভালো মানুষের ভাত নাই বলে বলে নিজের ভেতরে আক্ষেপ বাড়াচ্ছস। ও আগে থেকে শুরু করছে, তার বাপের টাকা আছে, এখন আর সময় নাই, যুগ পাল্টায় গেছে। দেশে বৃষ্টি বেশি, গরম বেশি, জ্যাম বেশি, পেটের ভেতরে গ্যাস বেশি, এমন শত শত ছুতা ধরস। এ রকম যত সব ছুতা ধরতেছস, এই ছুতাগুলা হচ্ছে এক একটা ইট। এই সব ছুতার ইট দিয়ে অল্প কয়দিনেই তোর ব্যর্থতার প্রাসাদ গড়ে উঠবে। কারণ ছুতা ধরাটা সোজা, কাজ করাটা কঠিন।

আজকের পর থেকে যত ছুতা ধরবি, যত অজুহাত দেখাবি তখন সাথে সাথে ঠিক করে নিবি যে সব ছুতা হচ্ছে ওয়ানটাইম ইউজ করার জিনিস। চাইনিজ প্রোডাক্টের মতো। মেইড ইন চায়না, একবারের বেশি ইউজ করা যায় না। এই রকমভাবে ছুতাগুলোকে ইউজ করবি। যখনই একটা ছুতা ধরবি, সেটা একটা কাগজে বা কোথাও লিখে রাখবি। যাতে ফিউচারে সেই ছুতা আর না দেখাস। এই ছুতা লেখার লিস্টটাই হবে তোর এন্টি-ছুতা লিস্ট বা ডেইট এক্সপায়ার হয়ে যাওয়া ছুতা। দরকার হলে তোর আম্মু বা ফ্রেন্ড বা সিনিয়র কোনো ভাই যার সাথে ক্লোজ তাকে বলে দিবি আমি এই ছুতাগুলো আর ধরব না। তাহলে কিছুদিন পরে ছুতার অপশন কমে যাবে, তখন বাধ্য হয়ে তোকে কাজটা করতে হবে।

তুই চিন্তা করে দেখ, ক্লাসে টিচার ভালো পড়াইতে পারে নাই বলে টিচারের চৌদ্দগোষ্ঠীরে দশ ঘন্টা গালি দিতে দিতে তোর নিজের চোয়াল ব্যথা করার জন্য তুই যে সময় নষ্ট করছস, সেই একই সময়ে তুই যদি গুগলে সার্চ মারতি, লাইব্রেরিতে স্টাডি করতি কিংবা ক্লাসে যে ভালো বোঝে তার কাছে বুঝতে যাইতি, তাহলে তুই কিন্তু ঠিকই ভালো রেজাল্ট করতে পারতি।

ছুতা একটা শর্টটার্ম সান্ত্বনা। নিজের সাথে প্রতারণা। আজকে যে ছুতা ধরবে তার ফিউচারে হাহাকারের গুঁতা আসবে। তাই গুঁতানি উপেক্ষা করার ধাতানি এখন দিয়ে দিবি। কারণ তুই যতই ছুতা নিয়ে বসে থাকস

না কেন, দুনিয়ার সবাইরে ছুতা-মার্কা পাবলিক বানাইতে পারবি না। কেউ না কেউ, কোথাও না কোথাও থেকে সবচেয়ে খারাপ কন্ডিশনের মধ্য দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে যাবে।

তুই যত বেশি ছুতা ধরে বসে থাকবি, তোর স্কিল, কনফিডেন্স আর কোয়ালিটি তত বেশি জংওয়ালা হবে। তারপর চাকরি খুঁজতে গেলে, কারও কাছ থেকে কোনো চান্স পেতে চাইলে, তোর জুতার তলা তত বেশি ক্ষয় করতে হবে। তাই তোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তুই কি আজকে ছুতা ধরে বসে ফিউচারে জুতা ক্ষয় করবি, নাকি আজকে ছুতাকে হটিয়ে নিজের কোয়ালিটি ওপরে ওঠাবি।

তোকে আগাইতে হলে, ছুতাগুলারে গুল্লি মেরে, সাধনা আর শ্রম দিয়েই আগাইতে হবে। সেটা করতে না পারলে সারা জীবন আঙুল চুষে চুষেই পার করতে হবে।

— ~ —

The time you spend being jealous of others' success is time they spent working. Guess which one is more valuable. – Jon Westenberg

পারফেক্ট টাইম, পারফেক্ট কন্ডিশন দিবে মুলা

মাসুম ভাইয়া, ক্যামনে ক্যামনে জানি সময় পার হয়ে যায়, টেরও পাই না। করব বলে ঠিক করি, তারপর এইটা-ওইটা চলে আসে। নিরিবিলি কাজ করার ভালো সময় আর পাই না।

শুন, একটা পাকা আম, এক সপ্তাহ পরে খাবি মনে করে আলমারিতে উঠায় রাখলে, এক সপ্তাহ পরে আম খাওয়ার মজা তো পাবিই না; বরং পচা গন্ধে পেট খারাপ হয়ে যাবে। একই ভাবে এক-দেড় ঘন্টা সময় পাইলে, নিজের স্বপ্নটাকে আলমারিতে তুলে রেখে, আলতু-ফালতু কাজে সময় নষ্ট করতে থাকলে, ধীরে ধীরে তোর স্বপ্নটাতেও পচন ধরে যাবে।

প্রিমিয়ার লিগের খেলা, লম্বা লম্বা সিরিয়ালের সিজনগুলা, হিট খাওয়া মুভিগুলা এক একটা প্লাস্টিকের ফুল। এরা কখনোই মলিন হয় না। জিদান গেলে, রোনালদো আসে। রোনালদো গেলে, মেসি আসে। মেসি গেলে অন্য আরেক রোনালদো আসবে। সে গেলে আরেক রেকর্ড ব্রেকার আসবে। কিন্তু তোর জীবন থেকে যে সময় চলে যাচ্ছে, তা আর ফেরত আসবে না। তোর সময়গুলো তাজা গোলাপের মতো, ঠিক সময়ে ফুলের ঘ্রাণ না নিলে, সঠিক সময় সঠিকভাবে কাজে না লাগালে, ফুল ঠিকই ঝরে যাবে। হারিয়ে যাবে।

দুনিয়ার কোথাও না কোথাও, কিছু না কিছু ইন্টারেস্টিং ঘটনা সব সময়ই ঘটতে থাকবে। তার সাথে সাথে থাকবে এই ওয়ার্ল্ড কাপ, সেই ওয়ার্ল্ড কাপ, এই সিরিজ, ওই সিরিজ, এই ওপেন, সেই ওপেন, এই সিনেমা, ওই সিনেমা। এইগুলা এমনভাবে সেট করে যাতে সারা বছর একটা না একটা কিছু দিয়ে তোর মনোযোগ আটকায় রাখতে পারে। তার ফাঁকে ফাঁকে আসবে সেমিস্টার ফাইনাল, প্রজেক্টের ডেডলাইন, সাজেক ট্যুর, চাকরি পাওয়ার প্রেসার, বিয়ের প্রেসার।

চিন্তা করে দেখলে হয়তো মনে হবে, এত কিছুর মাঝখানে নিজের জন্য, নিজের স্বপ্নের জন্য কোনো টাইম নাই। আসলেই নাই। কারণ, সব টাইম তো ইন্টারনেট, মোবাইল, প্রিমিয়ার লিগ, বন্ধুবান্ধব আর টিভি সিরিয়ালরে দিয়া দিছস। সেগুলা কমায় দিয়ে ডেইলি এক-দেড় ঘন্টা সময় বের করে, নিজের স্বপ্নের তাজা গোলাপের গন্ধ নিলে, ফুলে ফুলে তোর জীবন ভরে উঠবে।

মনে রাখবি, কোনো কিছু করার জন্য পারফেক্ট টাইম, পারফেক্ট সুবিধা, পারফেক্ট ফ্যামিলি কন্ডিশন কোনো দিনও কেউ পায় নাই, তুইও পাবি না। আর স্বপ্নের জন্য সাধনা না করে, হাত-পা গুটিয়ে যত বেশি চিন্তা করবি, তত বেশি মুলা খাবি। লাইফে তত বেশি আন্ডা পাবি।
সো, জাস্ট ডু ইট।

— ~ —

Ordinary people think merely of spending time, great people think of using it. –Arthur Schopenhauer

জীবন ঝাক্কাস বানাতে ফলো করো ৫স ফর্মুলা

ভাইয়া, কোন টিপস বা ফর্মুলা আছে, যেটা আপনি ফলো করেন?

— আছে, তোকে ৫স কাজ করতে হবে!

— পাঁচ শ কাজ?

— আরে না। জীবনে সফল হওয়ার জন্য তোকে পাঁচ শ কাজ করা লাগবে না। জাস্ট ৫স কাজ করলেই হবে। তবে শুধু স দেখে লাফিয়ে উঠবি না। কারণ স দিয়ে সফল, সুন্দর, সঞ্চয় বা সবজি যেমন হয়, তেমনি স দিয়ে সমস্যা, সংকট, সংশয় বা সর্বহারাও হয়। তাই তুই তোর লাইফের জন্য কোন স বেছে নিবি, সেটা দিয়ে ঠিক হবে তোর লাইফ কেমন হবে।

প্রথম স হচ্ছে সময়

সফল হতে হলে তোকে সময় বের করতে হবে। আড্ডা, মাস্তি, পার্টি, পত্রিকা, টিভি, ঘোরাঘুরি, সব কমিয়ে লক্ষ্য অর্জনের পেছনে সময় দিতে হবে। প্রিমিয়ার লিগে কে কয়টা গোল করছে, টিভি সিরিয়ালের কয়টা এপিসোড শেষ হইছে, কোন খেলায় কে কয়ডা শিরোপা জিতছে, সেই হিসাব রাখতে গিয়ে নিজের সময় নষ্ট করলে, সারা জীবন অন্যের জীবনের শিরোপা গুনেই কাটাতে হবে।

তোর যেমন ২৪ ঘন্টায় এক দিন হয়, সফল মানুষদেরও ২৪ ঘন্টায় এক দিন হয়। তারপরও তারা সফল। কারণ, সারা দিনের মধ্যে যতটুকু সময় পায় সেটা কাজের পেছনেই লাগায়। খুবই ফোকাসড থাকে। তোর মতো চৌত্রিশটা জিনিসে ঠুসা দেয় না। মনোযোগ কেড়ে নেয়, এমন সব জিনিসকে স্টপ করাতে না পারলে, সেগুলাই তোর সফলতাকে স্টপ করে দিবে।

দ্বিতীয় স হচ্ছে স্কিল

জীবনে যা-ই করতে চাস না কেন তোকে স্কিল ডেভেলপ করতেই হবে। সেই স্কিলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ওপরের দিকে থাকবে ইংরেজিতে কথা

বলতে পারার স্কিল। ইংরেজি রিপোর্ট এবং ই-মেইল লিখতে পারা। অন্যের লেখা রিপোর্ট পড়তে পারা, বুঝতে পারা। তার পাশাপাশি বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বলার চেষ্টা করতে হবে। মিশতে হবে। যোগাযোগ রাখতে হবে। যাকে ভদ্র ভাষায় বলে নেটওয়ার্কিং। এই নেটওয়ার্কিংটা করতে হবে তোর সিনিয়র, জুনিয়র, অন্য ভার্সিটির কিংবা বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরি করা মানুষদের সাথে।

ক্লাসের পড়ালেখার পাশাপাশি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিসের সাথে ইনলভব হওয়া লাগবে। বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সেমিনারে, কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করতে হবে। কোনো একটা অর্গানাইজেশনের দায়িত্ব নিতে হবে। যাতে মানুষ ম্যানেজ করা, লিডারশিপ স্কিল ডেভেলপ হয়।

এ ছাড়া সফটওয়্যার শিখতে হবে। সেগুলাতে দক্ষ হতে হবে। তুই যে সাবজেক্টে পড়স, সেই সাবজেক্ট রিলেটেড সফটওয়্যার তো শিখতেই হবে। সেগুলা ছাড়াও কিছু কমন সফটওয়্যার সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে। যেমন কীভাবে একটা ওয়েবসাইট বানানো হয়, কীভাবে একটা মোবাইলের অ্যাপ বানানো হয়। কীভাবে ভিডিও এডিট করা যায়, পোস্টার ডিজাইন করা হয়। এই সবকিছুতে তোকে এক্সপার্ট হতেই হবে এমন কোনো কথা নাই। কিন্তু মোটামুটি আইডিয়া থাকতে হবে।

তৃতীয় স হচ্ছে শর্ট স্টেপ

তুই এক লাফে আসমানে উঠে যেতে পারবি না। কোনো দিনও পারবি না। কারণ জীবনে সফল হওয়ার কোনো লিফট নাই। সে জন্যই জীবনে দশতলা বিল্ডিংয়ের ওপরে উঠতে হলে একটা একটা করে সিঁড়ি পার হয়েই উঠতে হবে।

চতুর্থ স হচ্ছে সাহস

তোর ভেতরে সাহসের আগুন জ্বালাতে হবে। শুরু করলেই হোঁচট খাবি। ব্যর্থ হবি। একবার-দুইবার না; বরং বারবার ব্যর্থ হবি। লোকজন নাক সিটকাবে, টিটকারি মারবে, ফ্যামিলি বাধা দিবে, গার্লফ্রেন্ড মন খারাপ করবে। তারপরেও স্বপ্নের পেছনে ছোটার সাহস রাখতে হবে। সহজ

রাস্তা বাদ দিয়ে স্রোতের বিপরীতে দাঁড়ানোর বুকের পাটা থাকতে হবে। ভুল হবে, মিসটেক হবে, ঝামেলায় পড়ে যাবি জেনেও সাহস করে নিত্য নতুন জিনিস ট্রাই করে দেখতে হবে।

পঞ্চম স হচ্ছে সাধনা

একবার-দুইবার খোঁচা দিয়ে দুই-একটা চার-ছয় পিটানো যায়, কিন্তু সেঞ্চুরি করা যায় না। সেঞ্চুরি করার জন্য বলের পর বল, ম্যাচের পর ম্যাচ সাধনা চালিয়ে যেতে হয়। শূন্য কিংবা দশ-বিশ রানে আউট হলেও পরের দিন প্র্যাকটিস করতে হয়, আবারও মাঠে নামতে হয়। এভাবে আট-দশ বছর বয়স থেকে শুরু করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, রোদ-বৃষ্টি-ঝড় উপেক্ষা করে সাধনা করতে করতে এক একজন বিশ্বসেরা খেলোয়াড়ের জন্ম হয়।

সাধনা করতে হবে। শ্রম দিতে হবে। শ্রমের দম যত বেশি হবে। শ্রমের দাম তত বেশি হবে। তবে দুই-একবার ব্যর্থ হলেই, টিভি সিরিয়ালের পুরা সিজন আর বৃষ্টির দিনে ভুনা খিচুড়ি নিয়ে বসলে, অলিল-খলিল হইতে পারবি, মাগার অনন্ত জলিল হইতে পারবি না।

সো, ছোট ছোট স্টেপ বের করে, সময় নিয়ে সাহসের সাথে সাধনা করতে পারলেই, সফলতা আসবে। লাইফটা ঝাক্কাস হয়ে উঠবে।

—~—

The journey of a thousand miles begins with one step.
–Lao Tzu

বাই দ্য ওয়ে, তোর কি ছুতা ধরার অভ্যাস আছে? তুই কি একই ছুতা দুই দিন পর পর ধরস? একই রকমের অজুহাত দেখিয়ে মাসের পর মাস কাটিয়ে দেস? না না এমন করবি না। আজকের পর সব ছুতা হবে অনলি ওয়ান টাইম ইউজ করার জিনিস। কখনোই এক ছুতা একবারের বেশি দুইবার ধরবি না। পারফেক্ট সময়, পারফেক্ট কন্ডিশনের জন্য অপেক্ষা করবি না। জাস্ট ৫স স্টাইলে এগুতে থাকবি। ঠিক হ্যায়?

তোর উত্তর :

বারে বারে লাথি দিলে তালা ঠিকই ভাঙবে

সকালে নাশতা খাচ্ছিলো মাসুম ভাই। সাব্বিরকে দেখেই বলে উঠল, এই সাব্বির, আজ দুপুরে তোর কাজ কী?

— কোনো কাজ নাই, মাসুম ভাই। ফ্রি আছি।

তাহলে চল একটা ওয়ার্কশপে যাব। ভালো খাওয়া-দাওয়া আছে।

— ওকে, মাসুম ভাই। কয়টার সময় রওনা দিবেন?

এগারোটার দিকে।

এগারোটা বেজে ছয় মিনিট একুশ সেকেন্ড। রিকশায় উঠেছে সাব্বির আর মাসুম ভাই। কিছু দূরুত্ব যাওয়ার পর মাসুম ভাই জিজ্ঞেস করলেন, তা তুই কী জানি একটা কাজ করতেছিলি, সেটার খবর কী?

— সুবিধার না। কয়েকবার চেষ্টা করলাম, ব্যাটে-বলে হচ্ছে না। তাই অন্য কিছু করব কি না, ভাবতেছি।

শুন, বারে বারে লাথি দিলে তালা ঠিকই ভাঙবে, স্বপ্নের দরজাটা একদিন খুলবে। তবে বারে বারে লাথি কিন্তু একটা তালাতেই দিতে হবে। একদিন জেলের তালা, আরেক দিন শপিং মলের তালা, আর তার পরের দিন গার্লফ্রেন্ডের বাসার গেটের তালায় লাথি দিলে কোনোটাই খুলতে পারবি না। আর লাথি দিতে গেলে যদি মনে ভয় ঢুকে 'শেষ পর্যন্ত তালা যদি না ভাঙে' বা আমি যে তালাটা ভাঙতে পারলাম না সেটা যদি কেউ দেখে ফেলে। অথবা একসময় পা ব্যথা করা শুরু হবে, তখন আমি কী করব? এইটা যেই বড় আর ভারী তালা রে ভাই, এইটা মনে হয় ভাঙবে না। সবেমাত্র বিয়ে করেছি। আগে সংসারটা গোছাই নিই, ২-৩ বছর সময় যাক। তারপর বাপ-বেটা মিলে একসাথে ভাঙব। আবার কেউ কেউ চিন্তা করবে মাসে মাসে ৬০ হাজার টাকা ডাইরেক্ট ব্যাংকে ডিপোজিট হয়। তালা ভেঙে তো মাসে মাসে এত টাকা পাওয়া যাবে না।

এ রকম যত বেশি চিন্তা করবি, তত বেশি হাত-পা ছেড়ে বসে থাকবি। আসলে তোর স্বপ্ন বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড় অন্তরায় তুই নিজে। কারণ, বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়। ৯৯% মানুষ তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না, কারণ তারা যাত্রা শুরুই করে না। একইভাবে তুই যদি সেইফ থাকার জন্য ঘরের ভেতরে সারা দিন বসে থাকস, সেইফে থাকবি কিন্তু লাইফে কিছু গেইন করতে পারবি না। সেই জন্যই হয়তো উইলিয়াম শেড বলেছেন, A ship in a harbour is safe, but that is not what ships are built for.

ধর, তুই পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে চাস। অন্য কেউ উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেছে বা মাঝপথে কুকুরে কামড়িয়ে জলাতঙ্ক বাঁধিয়ে দিয়েছে। সেই ভয় যদি তোকে ঘায়েল করে ফেলে তাহলে তোর লক্ষ্য

হওয়া উচিত, পাহাড়ের তলায় ঝাল-মুড়ি বিক্রি করা। পাহাড়ে ওঠা না। ব্যাপারটা এমন না যে তুই এক দৌড়ে চূড়ায় উঠে যাবি; বরং চূড়াটা তোর লং টার্ম গোল। আর শর্ট টার্ম গোল হবে পরবর্তী দশ হাত। এই দশ হাত ওঠার পর নেক্সট টার্গেট হবে তার পরবর্তী পনেরো হাত। তারপর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ওপরে ওঠার স্ট্রাটেজি বা অ্যাপ্রোচ অ্যাডজাস্ট করে নিবি। এমনও হতে পারে, মাঝপথে এসে তোর বাথরুম চেপে গেল, তখন নিচে নেমে বদনাভর্তি পানি বা টয়লেট টিস্যু নিয়ে যেতে হলো। এ রকম একাধিকবার তোকে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। এ রকম এক্সটার্নাল ঝামেলা বাইরে থেকে আসবেই। খুব কম কাজই তুই এক চান্সে ফিনিশ করতে পারবি। তারপরও একটার পর একটা লাথি মারতে থাকবি।

প্রোগ্রামিং প্রজেক্টে এই রকম বেশি হয়। মাঝপথে এসে দেখা যায় এই ল্যাঙ্গুয়েজ বা ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে কাজ হচ্ছে না। আবার নতুন ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে শুরু করা লাগে। তুই প্রথম প্রথম প্রোগ্রামিং শুরু করলে এমনটা বেশি বেশি হবে। তবে আবার নতুন করে শুরু করলে আগের জায়গা পর্যন্ত পৌঁছাতে তোর আগেরবারের মতো বেশি সময় লাগবে না। কারণ তুই অলরেডি জেনে গেছস কেমনে কেমনে যেতে হয় আর কী কী চ্যালেঞ্জ ছিল। সে জন্যই হেনরি ফোর্ড বলেছেন, Failure is only the opportunity to begin again, only this time more wisely.

তোর মূল লক্ষ্য কিন্তু ঠিক থাকবে। দুই দিনে হালকা একটু বেশি আগায়ে গেলে বা মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি পেয়ে গেলে, রিলাকটেন্ট হওয়া যাবে না। কারণ অল্পতে খুশি হয়ে কিউট খরগোশ বাবুর মতো ৫ মিনিটের জায়গায় ৫ দিন নাক ডেকে ঘুমাইলে, কচ্ছপের বাচ্চা তো চ্যাম্পিয়ন হবেই। বেশি আয়েশ করতে গেলে দেখবি, তোর ড্রিম অন্য কেউ এচিভ করে ফেলছে। সে জন্যই উইল রজার্স বলেছেন, Even if you are on the right track, you will get run over if you just sit there. এর বাংলা মানে হচ্ছে, তুই যদি আত্মতৃপ্তি নিয়ে বসে থাকস। তোর জন্য দুনিয়ার বাকি সবাই বসে থাকবে না; বরং তারা সবাই তাদের চেষ্টা

চালাতে থাকবে এবং সময়মতো তোকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাবে। আর তুই যদি এগিয়ে থাকতে চাস তাহলে তোর চেষ্টার নিশান সব সময় জাগ্রত রাখতে হবে।

তাই আজকেই তোর লক্ষ্য হাসিল করার আউটলাইন বানাবি। প্ল্যান বানিয়ে টাইম নষ্ট করবি না। কারণ পারফেক্ট প্ল্যান স্বয়ং বিধাতা ছাড়া কেউ বানাতে পারবে না। পারফেক্ট সময়, পারফেক্ট আইডিয়া, পারফেক্ট মুড বলতে কিচ্ছু কোনো দিনও পাবি না। সেগুলার জন্য চেষ্টা বা অপেক্ষা করে কোনো লাভ নাই।

যদি সব বিপত্তি পেরিয়ে লক্ষ্যে পৌছাতে পারস, তখন দেখবি শখানেক এমবিএ গবেষণা করে বলবে ওইটাই পারফেক্ট টাইম, পারফেক্ট স্ট্রাটেজি এবং পারফেক্ট আইডিয়া ছিল। কিন্তু এইটা অর্জন করতে তোকে কত কত ত্যাগ করা লাগছে, কত চোখের জল, কপালের ঘাম, নাকের সর্দি মিশানো লাগছে; কত রাত ঘুমহীনভাবে কাটানো লাগছে, কত দিন পকেটে টাকা না থাকায় পানি খেয়ে লাঞ্চ করা লাগছিল, সেটা তারা দেখবে না। সে জন্যই জন ক্রো বলেছেন, It takes a strong fish to swim against the current. Even a dead one can float with it.

তুই যতটা মরিয়া হয়ে ঘুমাইতে চাস, যতটা মরিয়া হয়ে খাইতে চাস, ততটা মরিয়া হয়ে কাজ করলে, তোর লক্ষ্যের অর্ধেক রাস্তা পার হয়ে যাইতি অনেক আগেই। আর দেরি নয়, এক্ষুনি শুরু করে দে। পরাজিত হওয়ার ভয়ে তুই যদি মাঠে খেলতেই না নামস, তাহলে কোনো দিনও জিততে পারবি না। জিততে হলে মাঠে নামতেই হবে। হোঁচট খাইতেই হবে।

পায়ে চোট লাগলে সেটা কতক্ষণ থাকবে? ১০-২০ মিনিট, ১-২ ঘন্টা, ১-২ দিন, ৩-৪ সপ্তাহ, নচেৎ ১ বছর। তারপর কিন্তু ঠিকই ব্যথা নাই হয়ে যাবে, ক্ষত শুকিয়ে যাবে, দাগ মুছে যাবে। এই চোট নিয়ে তুই সারা জীবন বসে থাকতে পারস বা মাঠে নেমে আবার চ্যালেঞ্জ নিতে পারস। তাই জর্জ বার্নাড শ বলেছেন, When I was young, I observed that

nine out of ten things I did were failures. So, I did ten times more work.

অনেক সময় তুই সঠিক পথে থাকলেও জোর করে তোকে লক্ষ্য থেকে দূরে সরায় দেওয়া হবে। তুই যেটা ডিজার্ভ করস, সেটা অন্য কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে। তোর দোষ না থাকলেও তোর মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে পারে। তোর স্বপ্ন থেকে তোকে ছিটকে ফেলতে পারে। কিন্তু তারপরও বসে থাকা যাবে না; বরং একটু একটু সেই ক্ষত কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হবে। ক্ষত যত বড় হবে, ভালো করার চেষ্টার পরিমাণ তত বেশি হবে। তখন কষ্ট লাগবে কিন্তু সেই শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে আবার নামতে হবে। সে জন্যই উইনস্টন চার্চিল বলেছেন, Success is the ability to go from failure to failure without losing your enthusiasm.

আমাদের অবস্থা হচ্ছে আমরা নিজেরে তো নিজে সাহস দিতে পারিই না; বরং অন্যেরে সফলতার এমন সব ছুতা বের করি যাতে নিজেরে আরও গুটিয়ে রাখা যায়। ও তো আগে থেকে টাকা জমায় রাখছে। তার তো শ্বশুরের পলিটিক্যাল পাওয়ার ছিল, চ্যালাপ্যালা এসে তালা অর্ধেক ভেঙে দিয়ে গেছে। ও তো ৩ বছর আগে থেকে হ্যাকস (hacksaw) ব্লেড দিয়ে তালা কাটা শুরু করছে, এখন অর্ধেকের বেশি কেটে ফেলছে। এখন শুরু করলে তো ওর সাথে পারব না।

আজকে কিছু লোক তোর চাইতে আগায় থাকবে, সেটা বাপের টাকা বা গড গিফটেড ট্যালেন্ট দিয়ে, তবে কালকে তারা আগায় থাকবে কি না, সেটার সিদ্ধান্ত নিবি তুই। কারণ তুই অতীতকে চেইঞ্জ করতে পারবি না। কিন্তু ভবিষ্যৎকে চেইঞ্জ করার জন্য তোর হাতে এখনো যথেষ্ট সময় আছে। এই কারণে বিল গেটস বলেছেন, If you are born poor it's not your mistake but if you die poor its your mistake.

দুই-তিনবার ট্রাই করার পর ছেড়ে দিলে তোর পরিচয় হবে লুজার। আর যারা লুজার হিসেবে নিজেরে মেনে নেয়, তাদের সাকসেস হওয়ার

কোনো কারণ নাই। তাই থমাস অ্যাডিসন বলেছেন, Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.

সাকসেসফুল হওয়ার একটাই কারণ হচ্ছে চেষ্টা। এক বা দুইবার নয়; বরং হাজার হাজারবার চেষ্টা। সফল না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা। একেবারে শেষ দেখে নেওয়ার চেষ্টা। যতবার ব্যর্থতা আসবে, ততবার সেই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আবার শুরু করার চেষ্টা। এক বা দুইবার নয়, হাজারবার ট্রাই করার পর যিনি ইলেকট্রিক বাল্ব আবিষ্কার করেছেন, তিনি বলেছেন, I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.

সো, বারে বারে লাথি দিলে তালা ঠিকই ভাঙবে, স্বপ্নের দরজাটা একদিন খুলবে।

—~—

Repetition can be boring or tedious– which is why so few people ever master anything. –Hal Elrod

The public sees only the thrill of the accomplished task; they have no conception of the tortuous preliminary self-training that was necessary to conquer fear. –Harry Houdini

আত্মদিবসের ডোজ খেলে স্বপ্নগুলো জাগবে

শুন সাব্বির!

আমি রেগুলার একটা কাজ করি। সেটা হচ্ছে সপ্তাহে মিনিমাম এক দিন নিজের জন্য রাখি। স্রেফ নিজের জন্য। সেদিন টিভি দেখি না, ইন্টারনেটে সময় নষ্ট করি না, বাইরে ঘোরাঘুরি-আড্ডা দিই না। কেউ দেখা করতে চাইলে তাকে শরীর খারাপ কিংবা দেশের বাড়ি থেকে চাচা আসছে— চাচাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে বলে, দেখা করি না। দিনের প্রায় সবটুকু সময় নিজের জন্য রাখি। আর এই দিনকে বলি, আত্মদিবস। মানে আমার নিজের দিবস।

প্রতিটা আত্মদিবস কীভাবে উদ্‌যাপন করব, সেটা আগে থেকে ঠিক করে রাখি। এমন কিছু একটা করি, যেটা অনেক দিন ধরে করতে চাচ্ছি কিন্তু করা হয়ে উঠতেছে না। এমন কিছু একটা শিখি, যেটা অনেক দিন ধরে শিখব শিখব করে আশা করতেছিলাম কিন্তু পড়াশোনার ঠেলায়, ফাঁকিবাজির মেলায় করা হয়ে উঠতেছে না।

হয়তো গিটারের কর্ড ধরা শিখতে চাইছি, ইউটিউব ভিডিও খুলে পাঁচ ঘন্টা ট্রাই করলাম। ফটোগ্রাফি করার ইচ্ছা— ডিএসএলআর থাকুক বা না থাকুক, অন্তত মোবাইলের ক্যামেরা দিয়ে টইটই করে ছবি তুললাম। গ্রাফিকস ডিজাইন, প্রোগ্রামিং বা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শেখার ইচ্ছা নিয়ে বসে পড়লাম। সাংবাদিক হওয়ার খায়েশ— নিজে নিজে চার-পাঁচটা রিপোর্ট লিখে সাবমিট করে দিলাম। ছাপাবে কি, ছাপাবে না, সেটা পরে দেখা যাবে। সিভি বানানোর দরকার, বানিয়ে ফেললাম। জিআরই/বিসিএসের জন্য ঢিলামি করতেছিলাম, সেই দিন মিনিমাম পাঁচ ঘন্টা লেগে থাকলাম। সামনে পরীক্ষা, ক্লাসের পড়াতে সিরিয়াস হতে পারতেছি না, সেদিন পড়ালেখার সাথে নিজেকে আটকে রাখলাম। মোট কথা হচ্ছে যেটা নিয়ে পড়ে থাকার দরকার, সেটা নিয়ে পড়ে থাকলাম।

তুই যদি স্টুডেন্ট লাইফে কয়েক দিন পরপর আত্মদিবস পালন করতে পারস, খুব সহজেই ৯৫% পোলাপানরে পেছনে ফেলে দিতে পারবি।

মনে রাখবি, পাস করে গেলে চাকরির প্রেসারে, বিয়ে করলে সংসারের চাপে, পোলা-মাইয়া পয়দা হলে তাগো ক্যাচালে, নিজের ইচ্ছা, নিজের স্বপ্নের অনেক কিছুই হারিয়ে যাবে। তখন যাতে আফসোস না থাকে, সে জন্যই আত্মদিবস।

আত্মদিবসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, নিজের শখ, স্বপ্ন, ইচ্ছা, আশাটাকে হাতের নাগালে আনার জন্য ডিডিকেটেডলি সময় ইনভেস্ট করা। পুরা এক দিন ম্যানেজ করতে না পারলে অর্ধেক অর্ধেক করে দুই দিন মিলিয়ে একটা আত্মদিবস সেট করবি। প্রয়োজন হলে তিন ঘন্টা, তিন ঘন্টা করে আত্মদিবস পালন করবি।

আত্মদিবসের আউটকাম হবে—ফিউচারের আফসোসের বাক্স খালি রাখা। যাতে বুড়া বয়সে বলা না লাগে, আরেকটু সময় দিলে টপ লেভেলের অ্যাথলেট হতে পারতাম, রেগুলার প্র্যাকটিস করতে পারলে হয়তো টিভিতে গান গাইতে পারতাম। ওদের মতো পড়ালেখা করলে আমিও হায়ার স্টাডির জন্য দেশের বাইরে যেতে পারতাম কিংবা সময়মতো শুরু করলে হয়তো বিসিএসে চান্স পেয়ে যেতাম।

তাই আজকের পর থেকে নিয়মিত আত্মদিবস পালন করবি। কারণ আত্মদিবস পালন না করলে তুই আর তুই হয়ে উঠতে পারবি না।

—~—

You pile up enough tomorrows, and you'll find you are left with nothing but a lot of empty yesterdays. - Harold Hill

ভাইব না, চাকরি করলেই হয়ে যাবে ধনী

মাসুম ভাই, আপনি তো মনে হয় সব ডিপার্টমেন্টের পিকনিকের সময়, র‍্যাগের সময় টি-শার্ট সাপ্লাই দিছেন। আপনার তো রেজাল্ট ভালো। আপনি সহজেই মাল্টিন্যাশনালে চাকরি পেয়ে যাবেন। তারপরও এগুলা করেন কেন? এইটার আইডিয়া এবং কানেকশন কীভাবে পাইলেন? সাব্বিরের প্রশ্ন শুনে মাসুম ভাই বলে উঠল—

ধর তুই মাল্টিন্যাশনালে ভালো একটা চাকরি পাইলি। তোকে মাসে মাসে ৬০ হাজার করে বেতন দিবে। বছরে ৭ লাখ ২০ হাজার টাকা। মনে মনে পুলকিত হতে হতে ভাবলি, ধনী হয়ে যাবি। না, এই ধারণাটা ভুল। দুই-তিন মাস যেতে না যেতেই দেখবি বেকার থাকা অবস্থায় যে পরিমাণ অর্থকষ্টে ছিলি, চাকরি পাওয়ার পরেও মাসের শেষ ১০ দিন সেই একই পরিমাণ অর্থকষ্টে থাকস।

বছরের অর্ধেক পার করে ভাবলি নেক্সট বছরে স্যালারি বাড়লে, বোনাস পাইলে এই অবস্থা আর থাকবে না। এইটাও ভুল। বেতন বাড়ার এক মাস যেতে না যেতেই দেখবি যেই লাউ সেই কদু।

— তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

সমস্যা নম্বর এক : টাকা বাড়লে মানুষের পিতলা শখ বাড়ে। সেই সব শখ মেটাতে খরচ বাড়ে। আগে হয়তো ২ হাজার টাকায় রুম শেয়ার করলেই চলত। এখন ২০ হাজার টাকার ভাড়া বাসা লাগে। আগে হয়তো লোকাল বাসেই যাওয়া-আসা করতি। এখন সিএনজি, ট্যাক্সি, উবার, পাঠাওয়ের দরকার পড়ে। কিছুদিন যাওয়ার পর সিএনজি-ট্যাক্সিক্যাবেও চলে না। তখন মাথায় আসে প্রাইভেট কারের কথা। পাশে থেকে অন্য কেউ বলে বসবে, গাড়ির জন্য সব ব্যাংকই লোন দেয়। লোন নিয়ে কত্ত কত্ত আরামসে অফিসে চলে যাওয়া যাবে, কোনো টেনশন নাই। তখন আমাদের লাইফ একটা চক্রে পড়ে যায়। সেই চক্র হচ্ছে আমরা লোন নিয়ে গাড়ি কিনে অফিসে যাই। আবার অফিসে যাই যাতে বেতন পেয়ে লোনের টাকা শোধ করতে পারি।

গাড়ির লোন শেষ হতে না হতেই চলে আসে জমি কেনার শখ। জমি কেনার জন্য লোন। তারও কিছুদিন পর আসে, জমিতে বাড়ি বানানোর শখ। এভাবে একটার পর একটা শখ আসতেই থাকে আর লোনের পরিমাণ, লোন নেওয়ার অভ্যাস বাড়তেই থাকে। তবে একটা হিসাব ভালো করে বুঝে রাখ। তুই ৬০ হাজার টাকা বেতন পাওয়ার পর মাস শেষে যদি ৫৯ হাজার হাজার টাকা নাই হয়ে যায়, তাহলে তুই মাসে মাসে ৬০ হাজার টাকা কামাচ্ছস না; বরং ১ হাজার টাকা কামাচ্ছস।

সমস্যা নম্বর দুই : তুই মনে করতে পারস, নতুন গাড়ি, বড় বাসা, নতুন গেজেট তোকে বড়লোক বানায় দিবে। জিনিসটা ভুল। নতুন টিভি, ব্র্যান্ড-নিউ গাড়ি মাসে মাসে তোকে নতুন টাকা দিবে না; বরং ড্রাইভারের বেতন, গ্যারেজের খরচ, ইঞ্জিন চেক-আপের জন্য পকেটে থেকে আরও বেশি টাকা চলে যাবে। তাই এগুলা সম্পদ নয়; এগুলা দায়বদ্ধতা বা ঋণ। আর এসব দায়বদ্ধতাকে সম্পদ ভেবে আরও বেশি দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে যায় মিডেল ক্লাসের ধনী হতে চাওয়া মানুষেরা।

অনার্স করবি, মাস্টার্স করবি, চাকরি খুঁজে, বেশি বেশি পরিশ্রম করে, সফল হওয়ার চেষ্টার চাইতে যৌবনের মেধা আর শ্রম দিয়ে এমন একটা কিছু কর, যাতে দশ বছর পরে অন্যদের শ্রম থেকে তোর ইনকাম হয়। পকেট থেকে টাকা বের হয়ে যাওয়ার চাইতে বেশি টাকা আসে। কোনো কোম্পানি কখনোই তোকে এত বেশি বেতন দিবে না, যাতে খেয়ে-পরে জীবন ধারণের পরে তুই কোটিপতি হয়ে যেতে পারবি। সেটা করতে দিলে, তোর মাথায় কাঁঠাল ভেঙে তোকেই বিচি ছুড়ে মারবে কেমন করে?

তোর যদি নিজের মতো করে কিছু করার খায়েশ থাকে। তাহলে সেটার চিন্তা স্টুডেন্ট লাইফ থেকেই শুরু করলে ভালো। কারণ স্টুডেন্ট লাইফে খরচপাতি নিয়ে বেশি চিন্তা করা লাগে না। ফ্যামিলি মাসে মাসে টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দেয় না। তাই সেকেন্ড বা থার্ড ইয়ারে থাকা অবস্থায়ই বিজনেস শুরু করবি। যাতে এক-দেড় বছর বিজনেস করতে করতে সেটা একটু ভালো অবস্থানে চলে যায়। তাহলে তুই পাস করার

পর তোর নিজের চলার মতো খরচ বিজনেস থেকে আয় করা সম্ভব হবে। তোকে যা যা বললাম সব Rich Dad Poor Dad বইয়ে আছে। এই বইটা তোকে দিলাম। আজকেই পড়বি।

— ~ —

If you don't build your dream, someone else will hire you to help them build theirs. -Dhirubhai Ambani

বিজনেস করতে নামলে খাইতে হবে কনি

— ভাইয়া, বিজনেস তো অনেক টাফ। অনেক লম্বা সময়ের ব্যাপার। আমি যদি বিজনেস করতে চাই, তাহলে কীভাবে শুরু করব?

শুন, বিজনেস করে টাকা কামাবি, ভাব পেটাবি, আয়েশ করবি কিন্তু কষ্ট করবি না, সেক্রিফাইস করবি না, কনি খাবি না; তা তো হবে না। একজন সাধারণ চাকরিজীবী যে পরিশ্রম করে তার চাইতে দ্বিগুণ-তিন গুণ শ্রম, চেষ্টা, সাধনা করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে না পারলে, বিজনেস তোর জন্য না।

ফাটিয়ে ছ্যাঁচড়ামি ওরফে মার্কেটিং করবি

বিজনেস শুরু করার প্রথম মাসে তোকে হাজারটা জায়গায় ঠুসা দিতে হবে। খোঁচা মারতে হবে। একবার-দুইবার না করে দিবে, তারপরও আবার যেতে হবে। অন্য মানুষ খুঁজে বের করতে হবে। আগে ইগোর জন্য যাদের সাথে কথা বলতে চাইতি না, এখন তাদের তেল মারতে হবে। বিজনেস করতে করতে একটা লেভেলে ওঠার আগ পর্যন্ত তোকে এইটা চালিয়ে যেতে হবে। ছ্যাঁচড়ামি করতে হবে। যাকে ভদ্র ভাষায় বলে মার্কেটিং করা।

আইডিয়া ধরে ঝাঁপিয়ে পড়বি

তোর বিজনেসের আইডিয়া ইউনিক হতে হবে এমন কোনো কথা নাই। তোর টেকনিক সেরা হতে হবে এমন কোনো কথা নাই। বরং বিজনেস করতে করতে তোর আইডিয়া মডিফাই হবে, চেইঞ্জ হবে। এক বড় ভাই বলছেন, In the world of transaction, your idea/ skill/knowledge brings as much value as much you can sell. সো, তুই রেভিনিউ জেনারেট করতে না পারলে তোর কাছে বিশ্বের সবচেয়ে ভালো আইডিয়া থাকলেও সেটার ভ্যালু শূন্য।

বিজনেস স্টার্ট করার সময় একটাই জিনিস মেটার করে। সেটা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন। কত আলতু-ফালতু লোক দেখবি, ফাউল কনসেপ্টের বিজনেস করে, ক্লায়েন্টের সাথে ভালো রিলেশন মেনটেইন করে বহাল তবিয়তে দেদার ব্যবসা করে যাচ্ছে। তুইও সেই স্টেজে যেতে পারবি যদি মিনিমাম ৫ বছর লেগে থাকতে পারস। এর মধ্যে অনেক ঝড়ঝাপটা আসবে, অনেক চ্যালেঞ্জ আসবে তার মধ্যে লেজ গুটিয়ে না পালালেই তুই একটা সময় পরে স্ট্যাবল হয়ে যাবি।

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিবি

একটু চেখে দেখলাম, ট্রাই মারলাম। সেটা মনের মধ্যে থাকলে, বিজনেস করার দরকার নাই। স্ট্যাবল জব কর। সেটাই তোর জন্য ভালো হবে। বিজনেস করার ইচ্ছা থাকলে Yoda-এর একটা কথা মানে রাখবি, Do or do not. There is no try. বিজনেসে সলিড প্ল্যান বলতে কিছু নাই। সবকিছু সিচুয়েশন অনুসারে চেইঞ্জ করতে হয়। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হয়। সে জন্যই হয়তো মাইক টাইসন বলেছেন, Everyone has a plan until they got punched in their face.

দুই-একটা ধাক্কা খাওয়ার পর অনেক কিছু চেইঞ্জ হয়ে যাবে। তখন সেই সিচুয়েশন অনুসারে অ্যাকশন নিতে হবে। আগের কোনো প্ল্যান থাকলে সেই প্ল্যান অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার মেন্টালিটি নিয়ে নামতে হবে।

ধর তুই প্লাস্টিকের জুতা বিক্রি করতে চাচ্ছস। কিন্তু ৯০% লোকজন বলতেছে তারা চামড়ার জুতা চায়। সো, তোর হয় প্লাস্টিকের জুতা চেইঞ্জ করে চামড়ার জুতা বানাতে হবে অথবা যাদের কাছে এত দিন বিক্রি করার চেষ্টা করছস, তাদের বাদ দিয়ে অন্য কারা প্লাস্টিকের জুতা কিনতে পারে—তাদের কাছে যেতে হবে। এমনও হতে পারে এক বছরে আট-দশবার তোর প্ল্যান, স্ট্রাটেজি, অ্যাপ্রোচ চেইঞ্জ করতে হবে। এই চেইঞ্জ করাটাই, এই গেইম খেলাটাই বিজনেসের আসল মজা।

হাতের কাছের মুরগি ধরবি

স্টার্ট উইথ ইউর ফ্রেন্ড। তুই স্পেশাল ডিজাইনের ড্রেস বিক্রি করতে চাস। অনলাইনে বা দোকানে বা আমেরিকা-ইউরোপের বড় বড় শোরুমে। তবে সেখানে যাওয়ার আগে তোর ফ্রেন্ডদের কাছে বিক্রি কর। আশপাশের লোকজনের কাছে বিক্রি করার চেষ্টা কর। তোর ডিজাইন সেন্স অন্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য কি না। সেটা বুঝে ফেলবি। প্রোডাক্টের কোয়ালিটি অ্যাডজাস্ট করা লাগলে এদের সাথে সহজেই করে ফেলতে পারবি। তুই যদি ভালো প্রোডাক্ট বা ভালো সার্ভিস দিতে পারস তাহলে এদের কাছে তোর প্রোডাক্ট দেখে অন্যরা জানতে চাইবে। তাতে তুই টার্গেট মার্কেট পেয়ে যাবি। আর তোর টার্গেট মার্কেট যদি তোর আশপাশের মানুষ না হয়। তাহলে সেই টার্গেট গ্রুপের লোকজনের সাথে মিশে তাদের ফ্রেন্ড হবি। তারপর তাদের কাছে বিক্রি করার চেষ্টা করবি।

লংটার্ম টার্গেট পরে নিবি

শুরুতে সব খাইতে যাবি না, পেট খারাপ হবে। জাস্ট একটা প্রোডাক্ট বা একটা সার্ভিস নিয়ে শুরু করবি; যা পাবি সবই খেয়ে ফেলবি, সেটা করতে গেলে শুরুর দিকে ফোকাসড থাকাটা টাফ হয়ে যাবে। লয়াল কাস্টমার পাওয়া টাফ হয়ে যাবে। আর লয়াল কাস্টমার ছাড়া একটা বিজনেস বেশিদিন টিকবে না। তাই বিজনেস শুরু করার সময় একটা জিনিস করবি। সেটাই ভালোভাবে করবি। তারপর একটা জিনিসের বিজনেস স্টাবলিশ করতে পারলে অন্যগুলা শুরু করা সহজ হবে।

বড় গ্রুপ অব কোম্পানিজগুলোও এভাবে শুরু করছে। আগে একটা বিজনেস দাঁড়া করাইছে, তারপর একটা একটা করে সাইডের অন্য বিজনেস ধরা শুরু করছে। সে জন্যই আকিজ গ্রুপ প্রথমে বিড়ি বিক্রি করার ব্যবসা ধরছে। তারপর সেটা ভালো করার পর অন্য ব্যবসা ধরছে। একইভাবে ব্র্যাক প্রথমে এনজিও দিয়ে শুরু করছে, তারপর ব্যাংক, আড়ং, পোলট্রি, ডেইরি আরও অনেক কিছু করতেছে। তুই যদি ওদের মতো হতে চাস তাহলে তোকে প্রথমেই ফোকাসড থাকতে হবে। তারপর তুই বড় ব্যবসায়ী হয়ে গেলে লোক হায়ার করে তাদের এক একটা জিনিসে ফোকাস দিয়ে বসায় রাখবি।

শুরুর দিকে লাভ কত বেশি হচ্ছে, সেটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করতে যাবি না। বরং কাস্টমার ধরার দিকে বেশি ফোকাসড হওয়া লাগবে। এ জন্য অনেক কোম্পানি শুরুতে কম দামে প্রোডাক্ট বা সার্ভিস দেয়। পরে অল্প একটু ফিচার বাড়িয়ে দিতে পারবি। তা ছাড়া কোম্পানির নাম যত চমৎকারই হোক না কেন, কেউ যদি তোর প্রোডাক্ট বা সার্ভিস না নিতে চায়। নাম দিয়ে কোনো লাভ হবে না। তাই বিজনেস শুরু করার প্রথম মাসে নাম, রেজিস্ট্রেশন, বিজনেস প্ল্যান এইগুলা নিয়ে সময় নষ্ট করবি না। সামনের মাসে এইগুলা নিয়ে চিন্তা করা যাবে। একবার বিজনেস চালু হয়ে গেলে, নাম পরেও চেইঞ্জ করা যাবে।

এখন থেকে যারা বিজনেস করতেছে বা করার জন্য সিরিয়াসলি চেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের সাথে চলাফেরা করবি। তাদের কাছ থেকে বুদ্ধি নিবি। তাহলে এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে।

— ~ —

The critical ingredient is getting off your butt and doing something. It's as simple as that. A lot of people have ideas, but there are few who decide to do something about them now. Not tomorrow. Not next week. But today. The true entrepreneur is a doer, not a dreamer.
–Nolan Bushnell

হেই, তুই কি আজ পর্যন্ত কোনদিন একটানা পাঁচ ঘন্টা সময় সেট করছস তোর নিজের জন্য? যে পাঁচ ঘন্টা সময় তুই কোন কিছু শিখার পিছনে, কোন কিছু ট্রাই করার পিছনে দিছস? না দিয়ে থাকলে— এই শুক্রবারই তোর নিজের জন্য পাঁচ ঘন্টা সময় দিয়ে আত্মদিবস পালন করবি। না করলে কিন্তু তোর হালুয়া টাইট করে দিবো। এইবার বল তুই কি নিয়ে আত্মদিবস পালন করবি?

তোর উত্তর :

মন খারাপ করা একটা মরণ ব্যাধি

কয়েক দিন ধরে পড়ালেখা, কাজকর্মে মনোযোগ আসতেছে না। সে জন্য আবিরের ভীষণ মন খারাপ। তাই সে আসছে মাসুম ভাইয়ের সাথে দেখা করতে। সব শুনে মাসুম ভাই বলল—

শুন, কেউ তোকে অন্যায়ভাবে গালি দিলে তুই খেপে যাবি। মন খারাপ করবি। তবে কোনো পাগল গালি দিলে তুই কিন্তু খেপে যাবি না, মন খারাপও করবি না। বরং ইগনোর করবি। অথচ দুজনেই তোকে গালি দিছিল। কিন্তু দুজনের ক্ষেত্রে তোর রিঅ্যাকশন আলাদা আলাদা হয়েছে। তার মানে কেউ তোর সাথে অন্যায় কিছু করলে তোর রিঅ্যাকশন কী হবে, সেটা তুই ঠিক করস। তুই কন্ট্রোল করস। অন্যরা না। তাই, সব অ্যাকশনের এগিনিস্টে সমান ও বিপরীত রিঅ্যাকশন হবে, কী হবে না- সেটা তোর হাতে। অ্যাকশন দেওয়া পাবলিকের হাতে না।

এমন অনেকেই আছে যারা পুঁচকা একটা জিনিস নিয়ে তুলকালাম বাধিয়ে ফেলে। ক্ষমতার জোর খাটিয়ে বিনা কারণে বকাঝকা করে। বারবার ইনসাল্ট করে, টিটকারি মেরে মজা নিবে। আর তুই অসহায়ের মতো হাঁ করে তাকিয়ে থেকে মন খারাপ করস। কারণ পাল্টা জবাব দিলে বা ভুল ধরাতে গেলে, তোর নিজেরই ক্ষতি।

এই সব ক্ষেত্রে, act like other, think like yourself. ফর্মুলা ফলো করবি। ওদের কথা শুনবি কিন্তু মাথায় ঢুকাবি না। গালাগালি শোনার সময়, মনে মনে তোর ফেভারিট গানের লাইন বানান করে পড়তে থাকবি। কলেজ ফ্রেন্ডদের নাম বা অন্য কিছু চিন্তা করতে থাকবি। দেখবি, ওদের গালাগালি শেষ হয়ে গেলেও তোর মন খারাপ হবে না।

আর মন খারাপ করে সারা দিন ননস্টপ কান্নাকাটি করলেও ছিনতাই হয়ে যাওয়া মোবাইলটা তোর পকেটে ফিরে আসবে না। ছ্যাঁকা দিয়ে চলে যাওয়া প্রিয়জন আবারও হাত ধরে বৃষ্টিতে ভিজতে চাইবে না। তুই সারা দিন মেজাজ গরম করে চিল্লাচিল্লি করলেও আবহাওয়া খারাপ,

চেহারা খারাপ, রাস্তা খারাপ, সরকার পলিসি খারাপ—এইগুলা চেইঞ্জ করতে পারবি না। তাই যেসব জিনিসের কন্ট্রোল তোর কাছে নাই, সেগুলা নিয়ে মন খারাপ করতে যাবি না।

মন খারাপ করা একটা মরণ ব্যাধি। এটা জীবিত অবস্থায় তোর ফিউচারকে মেরে ফেলবে। তোর নিশ্বাস থাকবে, মন খারাপের কারণে কাজে অগ্রগতি আসবে না। স্বপ্ন দেখবি, কিন্তু সময় খুঁজে পাবি না। প্ল্যান করবি, কাজের স্পৃহা আসবে না। অন্যদের দেখবি এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নিজের ভেতরে উদ্যম পাবি না।

সো, মন খারাপ হওয়ার আগেই মনকে কন্ট্রোল করবি। আজ থেকে ছয় মাস পরে, দুই বছর পরে অন্যদের চাইতে আরও বেশি কীভাবে এগিয়ে যাবি, সেই চেষ্টা করবি। মন খারাপের দিনটাকে স্কিল ডেভেলপের দিন বানাবি। ভালো না লাগার সময়টাকে, সফলতার সিঁড়িতে রিপ্লেস করবি। কারণ তোর মন কন্ট্রোল করার সুইচ তোর হাতে। দুনিয়ার অন্য কারও হাতে না।

বাঁচতে হলে, মন খারাপ কন্ট্রোল করতে হবে।

—~—

A positive attitude gives you power over your circumstances instead of your circumstances having power over you. – Joyce Meyer

রিচার্জ your ডাউন ব্যাটারি

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আবির জিজ্ঞেস করল, ভাইয়া, আপনাকে কখনো বোরড হতে দেখলাম না। আপনার কাজের স্পৃহা কমে না? আপনি ক্লাসে ফার্স্ট হচ্ছেন, খেলাধুলা করেন, দুইটা অর্গানাইজেশনের প্রধান, কালচারাল অ্যাকটিভিটিস করেন। আপনার কি টায়ার্ড লাগে না? আপনি লেগে থাকেন কেমনে? কেমনে পারেন, ভাইয়া?

শুন, দুনিয়ার ৯৯.৯৯৯৯% মানুষ ইনকাম করে, খায়দায়, ঘুমায়, তারপর একদিন টুক করে মরে যায়। তাদের অনেকেই অনেক ট্যালেন্ট ছিল। অনেক কিছু করার অপশন ছিল, সুযোগও ছিল; তারপরও তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। আর বাকি যারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে, তারা কেমনে পারে? তাদের কি রিলাক্স করতে ইচ্ছে করে না? নাটক, সিনেমা, আড্ডা মারতে মন চায় না? তাদের ব্যাটারি কি ডাউন খায় না?

না, খায়। তবে ব্যাটারি ডাউন খাওয়া, সেটা নিয়ে আফসোস করা তাদের মেইন ফোকাস না; বরং তাদের মেইন ফোকাস হচ্ছে ডাউন খাওয়া ব্যাটারি কত দ্রুত রিচার্জ করতে পারবে। তাদের রিলাক্স হতে চাওয়া মেইন কাজ না, মেইন কাজ হচ্ছে কত দ্রুত রিলাক্স এবং রিফ্রেশ হয়ে আবার কাজে ফেরত আসতে পারবে। তাদের কাছে আটকে যাওয়া, গ্যাঞ্জামে পড়া মেইন কথা না। মেইন কথা হচ্ছে কত দ্রুত অল্টারনেটিভ রাস্তা খুঁজে বের করে ঝামেলা উতরে যেতে পারবে।

একটু চিন্তা করে দেখ, বিল গেটস, মার্ক জাকারবার্গ—এদের আর কত টাকা দরকার? ওয়ারেন বাফেটের বয়স ৮৭ হয়ে গেছে। তার দুই পা তো অলরেডি কবরে চলে গেছে। তার আর কত কাজ করা দরকার? এত টাকা দিয়ে কী করবে? কবে খরচ করে শেষ করবে?

আসলে তারা টাকার জন্য চাকরি করে না, সম্পদের জন্য ব্যবসা করে না। অর্থ যশ খ্যাতির জন্য কাজ করে না; বরং কাজের সাথে একটা

ইমোশনাল এটাচমেন্ট আছে। একটা মিশন আছে। একটা ভিশন আছে— যেটা তাদের জীবনের চাইতেও বড়। সে জন্যই তাদের কাছ থেকে ক্লান্তি শব্দটা হারিয়ে গেছে। ঝড়-বৃষ্টি-বাদল, ট্রাফিক জ্যামের ভেতরেও তারা রাস্তা খুঁজে বের করতে পারে। একটা স্টেপ দুই ঘন্টায় পার হতে না পারলে সেটার পেছনে দশ ঘন্টা, বিশ ঘন্টা লেগে থাকতে পারে। এই লেভেলের ডেডিকেশন ডেভেলপ করতে পারছে বলেই তাদের ডিডিকেশনের বাই প্রোডাক্ট হিসেবে এসেছে টাকা, যশ, আর খ্যাতি।

তাদের যখন ডাউন টাইম আসে, তখন তারা তাদের কোচ বা মেন্টরের সাথে কথা বলে। একটু আড্ডা দিতে বা ঘুরতে যায়, বই পড়ে, সিনেমা দেখে। তবে তারা শুধু আড্ডা মারতে যায় না; বরং তাদের মাথায় ঘুরতে থাকে কোন ফাঁকে কার কাছ থেকে কী কী জিনিসের তথ্য বা সাজেশন নিয়ে নেবে। তারা শুধু ঘুরতে বা বেড়াতে যায় না; বরং ঘুরতে ঘুরতে দেখে সেখানকার মার্কেটে কী কী জিনিস পাওয়া যায়, সেগুলা লোকাল মার্কেটে লঞ্চ করতে চাইলে কই থেকে আনতে হবে, কী রকম দাম দিতে হবে। তারা শুধু সিনেমা দেখে না; বরং সিনেমায় যেসব ডিজাইনের ড্রেস ইউজ করছে, সেগুলা থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে তাদের বুটিক শপের নেক্সট ডিজাইন ঠিক করে নেয়।

তার মানে তারা রিলাক্স হওয়ার মধ্য থেকেও অপশন, ইনফরমেশন আর সাজেশন নিয়ে নিজেদের রিচার্জ করে ফেলে। সে জন্যই তারা গল্প, উপন্যাস আর ফিকশন কমিয়ে বিজনেস, নলেজ, স্ট্রাটেজি-টাইপের বই বেশি পড়ে। অথচ আমরা ৫ মিনিট ব্রেক নিতে গিয়ে ৫ ঘন্টার জন্য হারিয়ে যাই। কোনো কারণে এক দিন গ্যাপ নিলে পরের ছয় মাস আর খবর থাকে না। আমাদের ব্যাটারি একবার দুর্বল হলে সেটা আজীবনের জন্য অকেজো হয়ে যায়। সেটা থেকে বাঁচতে হলে নিজেই নিজেকে নিয়মিত রিচার্জ করতে হবে।

তাই কোনো কিছু করতে হলে, কোনো কিছু শিখতে হলে প্রথমেই তোর ভেতর থেকে প্রয়োজনটা অনুভব করতে হবে। ফিল করতে হবে।

কোনো ফকিরা-মার্কা ইচ্ছা হলে, কিচ্ছু হবে না। জিনিসটা এমনভাবে ফিল করতে হবে যে তোর বাঁচা-মরা নির্ভর করতেছে এইটার ওপর। তাই কোনো অল্টারনেটিভ প্ল্যান রাখা যাবে না। অল্টারনেটিভ প্ল্যান থাকলেই তুই একটু-আধটু ঠুসা মেরে চুপচাপ বসে থাকবি।

আর তোর সময়গুলোকে দুই ঘন্টার, তিন ঘন্টার ছোট ছোট স্লট হিসেবে ভাগ করে নিবি। সেই সব ছোট ছোট স্লটে কোনো একটা কাজ করার টার্গেট থাকবে। আউটপুট আসুক বা না আসুক পুরা সময়টা সেই কাজের পেছনে দিতে হবে। সারা দিন যখন যখন সময় পাওয়ার কথা, তখন কী কী কাজ করবি, সেগুলা আগের দিন রাতে লিখে রাখবি। টু-ডু লিস্টে। দিন শেষে চেক করে দেখবি তোর আজকের টার্গেট আজকে ফুলফিল হইসে কি না। টার্গেট ফুলফিল না হওয়া পর্যন্ত রাতের খাবার খাবি না। মনে রাখবি যতটুকু সময় দেওয়ার কথা, ততটুকু সময় তোকে দিতেই হবে। না দিলে রাতের খাওয়া বন্ধ। প্রথম প্রথম নিজের ওপরে একটু প্রেসার তৈরি করার মানে হচ্ছে নিজেই নিজের চার্জ ধরে রাখার চেষ্টা করা।

আসলে বেশির ভাগ মানুষের কাজের স্পৃহা বা মোটিভেশন, বা চার্জ কমে না। বরং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ট্রান্সফার হয়ে যায়। সে জন্যই কাজে, পড়ালেখায় ঝামেলা দেখলে, সেই স্পিরিট, সেই ইচ্ছা সোশ্যাল মিডিয়ায়, মিউজিক ভিডিও কিংবা ভিডিও গেমসের ব্ল্যাক হোলে গিয়ে হারিয়ে যায়।

যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়ায় তোর টাইম এবং কাজের স্পৃহা দুইটাই হারিয়ে যায়, সেহেতু সেখানে যারা আজাইরা জিনিস দেয়, তাদের আনফলো করে, তুই যাদের মতো হতে চাস, তাদের ফলো করবি। যাদের মতো হতে চাস তাদের সাথে আড্ডা দে, তাদের সাথে ঘুরতে যা। যেসব ইউটিউব ভিডিও দেখলে মোটিভেটেড হস, সেগুলা সাবস্ক্রাইব কর। বাকিগুলাকে ব্লক কর। তাহলে যেসব জায়গায় গিয়ে তোর মোটিভেশন হারিয়ে যাওয়ার কথা, সেখানে গিয়েই মোটিভেটেড হয়ে আসবি।

কিছু সফল মানুষদের জীবনী নিয়ে লেখা বই, কিছু শর্ট ভিডিও কিংবা কিছু কমেডি ভিডিও শর্টলিস্ট করে রাখবি। সোশ্যাল মিডিয়ায় যেসব লেখা ভালো লাগবে, সেগুলা পিডিএফ করে রাখবি। টায়ার্ড লাগলে, হতাশ হলে কিংবা একটা ব্রেক নেওয়া লাগলে, রিলাক্স হতে গিয়ে সেগুলা দেখলে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই রিচার্জ হয়ে আসবি। তাহলেই তোর ট্র্যাকে নিজেকে ধরে রাখা, লেগে থাকা ইজিয়ার হবে। আর নিজেই নিজেকে রিচার্জ করার রাস্তা খুঁজে বের না করলে, তুইও অন্য সবার মতো হয়ে যাবি।

বাঁচতে হলে, ডাউন ব্যাটারি রেগুলার রিচার্জ করতে হবে।

— ~ —

99% of people are convinced they are incapable of achieving great things, so they aim for mediocre. –Tim Ferriss

হীনম্মন্যতা নামের টাল্টিবাল্টি ছাড়ো

আবিরের সাথে কথা বলার মাঝেই চলে আসছে কাইল্লা সুমন। সে বলে উঠল, ভাইয়া, আমার শরীর, স্বাস্থ্য, চেহারা কোনোটারই তো উন্নতি হচ্ছে না। সারা জীবনে কেউ কোনো দিন 'সুমন' নামটা ধরে ডাক দিল না। কালো চেহারার ভেতরে সুমনের যে সুন্দর একটা মন আছে, সেটা কেউ দেখতে চাইল না। যেখানেই যাই, সবাই কাইল্লা বলে ডাকে।

শুন সুমন, গায়ের রং কালো হওয়ায় নিগ্রো, মা-কালী, পাতিলা-বেগম, কালো মানিক কিংবা আফ্রিকান বলে ইঙ্গিত করতে আমরা অনেকেই দ্বিধা করি না। উচ্চতায় খাটো হওয়ায় দেড়-ইঞ্চি, সিমের বিচি বলে সম্বোধন করাকে আমরা খারাপ চোখে দেখি না।

তোতলানো ছেলেটার সামনে ইচ্ছে করে তোতলায়ে ব্যঙ্গ করাকেও ইনসাল্টিং হিসেবে ধরি না। আর চিকনা হলেই গাঁজাখোর ধরে নেওয়া, স্বাস্থ্য ভালো হলেই মোটকু/মোটকি/ভুটকি বলা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। তা ছাড়া চুল খাড়া হলে সজারু, চুল কমে গেলে আবুল হায়াত, চশমার পাওয়ার বেশি হলে কানা বাবু, নাক ছোট হলে চাইনিজ— এগুলা যেন খুবই স্বাভাবিক কথাবার্তা।

এগুলা যাদের বলছি তাদের মানসিক অবস্থা, মনের ভেতরের আক্ষেপ, প্রশ্ন করতে গিয়ে তোতলানো ঠেকাতে না পারার ফ্রাসট্রেশন, অপরিচিত মানুষের সামনে ইনসাল্টেড হওয়ার কষ্ট; আমরা চিন্তা করে দেখি না। সে জন্যই গায়ের রং কালো নিয়ে জন্মানো মেয়েটার জীবনই শুরু হয় রং ফর্সাকারী ক্রিম মুখে দেওয়ার উপদেশ শুনে। ভালো বিয়ে হবে না বলে, মায়ের উৎকণ্ঠা ভরা চোখ দেখে। আর বড় হওয়ার সাথে সাথেই বাড়তে থাকে রাস্তাঘাটে পরিচিত, অপরিচিত মানুষের উপহাস। বন্ধুদের উপেক্ষা। শিক্ষক-সিনিয়রদের অবজ্ঞা। এই অবজ্ঞা বহনকারী কিশোর-কিশোরীদের মনের অবস্থা কি উপহাস করার আগে এক সেকেন্ডের জন্যও চিন্তা করে দেখি না।

সমাজ, ফ্রেন্ড সার্কেল, ফ্যামিলি সব সময় সাপোর্টিভ হবে না। দুনিয়ায় ন্যায্য অধিকার সবাই পাবে না। সবার ভাগ সমান হবে না। কেউ একটু কম, কেউ একটু বেশি পাবে। এইটাই দুনিয়ার রীতি। তাই তুই যদি চিকন, কালো, খাটো, মোটা, নাক ছোট, চুল কোঁকড়ানো— যেটাই হস না কেন, প্রথম কথা হচ্ছে তুই এই জিনিসগুলা ঠিক করস নাই। এই জিনিসগুলাতে তোর কন্ট্রোল নাই। তাই এই জিনিসগুলা নিয়ে আপসেট থেকে, মন খারাপ করে, হীনম্মন্যতায় ভুগে তোর কোনো লাভ হবে না। এই জিনিসগুলা কোনো দিনও চেইঞ্জ হবে না। তাই এইগুলা নিয়ে আর একমুহূর্ত চিন্তাও করবি না।

চেহারা নিয়ে টেনশন হলে হাসান মাসুদ (TV actor), মারজুক রাসেল কিংবা মোশাররফ করিম এদের দেখ। এদের কারোরই নায়ক হওয়ার জন্য আমরা যেসব চেহারার কথা চিন্তা করি তার তেমন কিছুই নাই। তারপরও এরা হিট খাওয়া নায়ক। কারণ চেহারা ছাড়াও অভিনয় করতে পারা, একটা চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তার মানে তুই কী পাইছস আর কী পাছ নাই, সেটা নিয়ে টাল্টিবাল্টি না করে, যতটুকু পাইছস, ততটুকু দিয়ে কী করার চেষ্টা করতেছস, সেই দিকে ফোকাস কর। দরকার হলে হেলেন কেলার (Helen Keller), নিক ভুজিচিক (Nick Vujicic), Ralph Braun, Stephen Hawkings, Christopher Reeve, Franklin Roosevelt, এক একজনের নাম লিখে গুগলে সার্চ দিয়ে দেখ। তারপর বুঝবি ওদের তুলনায় তোর সমস্যা কিছু না। ওরা যদি পারে, তুই কেন পারবি না?

—~—

The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails. -William Arthur Ward

লম্বা প্ল্যান ছেড়ে, ছোট প্ল্যানের তাবিজ ধরো

সুমন বলল, ভাইয়া, বিসিএস, প্রোগ্রামিং, জিআরই, টোফেল, IELTS—যেটাই করতে যাই না, সবগুলাই তো অনেক টাফ, অনেক কঠিন।

শুন, আস্ত একটা হাতি খেয়ে ফেলতে বললে, তুই ভড়কে যাবি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বুঝে ফেলবি, আস্ত একটা হাতি খাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না। তবে এক প্লেট ভাত খাইতে বললে, সাথে সাথে খাইতে বসে যাবি। কারণ এক প্লেট ভাত হাতির তুলনায় পরিমাণে অনেক অনেক কম।

একটু খেয়াল করে চিন্তা করলে বুঝতে পারবি, এক প্লেট ভাত পরিমাণে যে খুবই নগণ্য তা কিন্তু না। চাইলে এক থাবা দিয়ে পুরো এক প্লেট ভাত একবারে খেয়ে ফেলতে পারবি না। প্লেটের এক কোনা থেকে একটু একটু করে, মুঠোর পর মুঠো ভাত মুখে দিয়ে, এক প্লেট ভাত খাওয়া শেষ হয়। তাই প্লেটে ভাত যত বেশিই থাকুক না কেন, একটু একটু করে খাইতে থাকলে, একসময় না একসময় খাওয়া শেষ হয়ে যাবে। একইভাবে একটু একটু করে খাইতে থাকলে, আস্ত একটা হাতিও একদিন না একদিন খাওয়া শেষ হয়ে যাবে। তারপরও কেন জানি আমরা হাতির সাইজ দেখে খাওয়ার কথাই চিন্তা করতে পারি না। খাওয়া তো দূরের কথা।

হাতির সাইজ আসল সমস্যা না। আসল সমস্যা হচ্ছে, হাতির সাইজ দেখে খাইতে না পারার ভয়। একটু চিন্তা করে দেখ, সারা জীবনে যে পরিমাণ ভাত খাইছস, সেগুলা একসাথ করলে, ছোটখাটো একটা পাহাড় হয়ে যাবে। সে তুলনায় হাতি অনেক ছোট। যদি পাহাড়সমান ভাত খেয়ে ফেলতে পারস, তাহলে আস্ত হাতি কেন খাইতে পারবি না?

তারপরও আস্ত হাতি খাওয়ার কথা চিন্তা করতে ভয় লাগলে, হাতির একটা পা খাওয়ার কথা চিন্তা করে সাথে সাথে একটু একটু করে খাওয়া

শুরু করে দে। এক বেলা, দুই বেলা করে একটু একটু করে খাইতে থাকলে একদিন হাতির একটা পা খাওয়া শেষ হয়ে যাবে। তারপর অন্য আরেকটা পা খাওয়া শুরু করবি। দুই পা শেষ হলে বাকি দুই পায়ের কথা চিন্তা করবি। এভাবে চার পা খেয়ে ফেলতে পারলে হাতির বাকি অংশ খাওয়া কোনো ব্যাপারই না।

সমস্যার সাইজ দেখে সমস্যা থেকে পালানোর চেষ্টা করলে সমস্যা তোর ওপর চেপে বসবে। জীবন ছ্যাড়াব্যাড়া করে দিবে। তাই জীবনের লক্ষ্য, জীবনের সংগ্রাম, জীবনের সমস্যা যত কঠিন, সমস্যাকে তত বেশি ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে দেখতে হবে। চ্যালেঞ্জ যত বড় আর যত ভয়াবহ হোক না কেন, পুরা চ্যালেঞ্জটাকে একসাথে চিন্তা করা যাবে না। একসাথে সমাধান করতে যাওয়া যাবে না।

একটু একটু করে, এক কামড়, দুই কামড় দিয়ে আগাইতে থাকলে, একদিন পুরাটাই হাতের মুঠোয় চলে আসবে। আর পুরোটা একসাথে জয় করা অসম্ভব মনে করে, লেজ গুটিয়ে বসে থাকলে, আজকের তুই, সারা জীবনের তুই হয়ে থাকবি।

আসল কথা হচ্ছে, জীবনে হাতি-ঘোড়া বা পাহাড়-পর্বত বা তার চাইতেও বড় কিছু হতে চাইলে প্রথমেই খাওয়ার সাহস করতে হবে। সেই অনুসারে স্ট্রাটেজি বের করতে হবে। তারপর সেই অনুসারে চেষ্টা চালাতে হবে। তাহলেই সব হয়ে যাবে।

Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing. – Pele, Brazilian Footballer

ডুড, তুই কি লম্বা একটা প্ল্যান বানিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাইন্না পাবলিকের দলে? হাঙ্কিপাঙ্কি মাংকি করে দুনিয়া উল্টায় ফেলার প্ল্যান বানিয়ে এক সপ্তাহ পরে প্ল্যানটাই ভুলে যাস? নাকি ছোট ছোট করে একদিনের জন্য নেক্সট কয়েক ঘন্টায় কি করবি সেই টার্গেট সেট করে টুক টুক করে আগাইন্না পাবলিকদের দলে?

তোর উত্তর :

মরা ইঞ্জিনের কেরামতি

মাসুম ভাই পাস করে বিদেশ চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ওনার কাছ থেকে অনেক গাইডলাইন পেত আবির। এখন আর সে রকম কোনো গাইডলাইনই পাচ্ছে না সে। মেসেজ, ইমেইল দিয়েও রিপ্লাই পাচ্ছে না। তাই কিছুদিন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে বসে থাকার পর আবির ভাবল, এভাবে আর কত দিন? বরং এবার সিরিয়াস হয়ে যাই।

নিজেকে পাল্টানোর জন্য আবির ঠিক করল তার সিরিয়াস একটা নাম দিবে। সিরিয়াসের 'স' আবিরের সাথে যোগ করে, তার নতুন নাম হবে— সাবির। অর্থাৎ সিরিয়াস আবির ওরফে সাবির। তারপর থেকে সাবির মাসুম ভাইয়ের মতো স্টাইল করে বলে—

শীতকালে মরে যাওয়া গাছ যদি আবার পাতা ফোটাতে পারে, ভরাট হয়ে যাওয়া নদীতে ড্রেজার চালিয়ে যদি আবার জোয়ার নিয়ে আসতে পারে, নষ্ট হয়ে যাওয়া ইঞ্জিন মেকানিকের কাছে নিয়ে যদি আবার চালু করানো যেতে পারে, তাহলে দুই-একবার পিছিয়ে পড়ার পর আমি কেন সামনে এগোতে পারব না। সুজন ভাই প্রথম সেমিস্টারে দুই সাবজেক্টে ফেল করার পর যদি লাস্ট সেমিস্টারে ৩.৫৭ পেতে পারে, তাহলে আমি কেন পারব না?

মাসুম ভাই বলছিল, সব সফলতা জিপিএর খাতা দিয়ে লেখা হয় না। ভালো স্টুডেন্ট, ভালো চাকরি বা হায়ার স্টাডি জীবনে সফল হওয়ার একমাত্র রাস্তা না। যে ছেলেটা মাসুম ভাইয়ের সাথে এইচএসসি পাস করতে পারেনি। পরেরবার পরীক্ষা দিয়েও সুবিধা করতে পারেনি। সে এখন কনস্ট্রাকশন ফার্মের মালিক। গোল্ডেন জিপিএ পাওয়া সিভিল ইঞ্জিনিয়ার তার ফার্মে কাজ করে।

মাসুম ভাইয়ের গ্রামের একটা ছেলেটা যে ইংরেজি ঠিকমতো বলতে পারত না, ভালো ভার্সিটিতে চান্স পায়নি, টাকার অভাবে প্রাইভেটে ভর্তি হতে পারেনি। সেই ছেলেটা ন্যাশনাল ভার্সিটিতে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে

রাত জেগে প্রোগ্রামিং শিখে এখন আউটসোর্সিং করে অন্যদের চাইতে ভালো স্ট্যান্ডার্ডে চলাফেরা করে। অথচ তার চাইতে ভালো ভার্সিটিতে চান্স পাওয়া ছেলেগুলা মাসের পর মাস চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে। জুতার তলা ক্ষয় করে যাচ্ছে।

মানুষ এত এত খারাপ কন্ডিশন থেকে উঠে আসতে পারলে, আমিও পারব। তাদের মরা ইঞ্জিনে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর নিচে নেমে ধাক্কা দিয়ে যদি কেরামতি দেখাতে পারে, আমিও কেরামতি দেখাতে পারব। কারণ কেউ এক লাফে এভারেস্টের চূড়ায় ওঠে না; বরং একটু একটু করে সামনে আগায়। আমিও একটু একটু করে আগাইতে থাকি। এভারেস্ট না হোক, কেওক্রাডং পর্যন্ত তো উঠতে পারব।

আবির এখন বুঝে ফেলছে, জীবনে জোয়ার-ভাটা থাকবে, শীত-গ্রীষ্ম থাকবে, ঝড়-তুফান থাকবে। খারাপ সময়, ভালো সময় থাকবে। এসবের মধ্যেই লেগে থাকতে হবে। গাছ মরা শুরু করলে, সেটাকে উপেক্ষা না করে গাছের গোড়ায় পানি দিতে হবে। সার দিতে হবে। তাহলেই কেরামতি দেখাতে পারবে। গাছে ফুল ফোটাতে পারবে। ফেলে দিলে, ছেড়ে দিলে সেই ফুল কোনো দিনও ফুটবে না।

কোনোভাবে একটা গাছ টিকাতে না পারলে, অন্য গাছ লাগাতে হবে। এক রাস্তায় একদমই কিছু করতে না পারলে অন্য রাস্তা ধরতে হবে।

—~—

I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game's winning shot and missed. I've failed over and over and over again and that's why I succeed. –Michael Jordan

লোনলিনেসই দেখাবে তেলেসমাতি

ধীরে ধীরে আবিরের ফ্রেন্ডসংখ্যা কমতে লাগল। ফ্যামিলির লোকজনের সাথেও দূরত্ব বাড়ল। এমনকি তার সবচেয়ে ক্লোজ (মানে ভেরি ক্লোজ!) যে ফ্রেন্ড ছিল, সেও চার মাস আগে তাকে ব্লক মারছে। বেচারা আবির! এত কিছু হওয়ার পর ভাবতেছে—

প্রিয়জন ছেড়ে যাওয়ার মানেই, বেঁচে থাকাটা মূল্যহীন হয়ে যাওয়া নয়। তবে প্রিয়জন অন্য কারও প্রিয় হয়ে গেলে, ফ্যামিলির সাথে দূরত্ব বেড়ে গেলে কিংবা বন্ধুরা সব পাস করে ফেললে, হাত-পা ছেড়েছুড়ে হা-হুতাশ করাই যায়। যোগাযোগের পুরোনো তারগুলো লুজ হয়েই যায়। লোনলি হয়ে যাওয়াই যায়।

আবার এই লোনলি হয়ে যাওয়ার সিচুয়েশনটা একটু উল্টা করে চিন্তা করলে দেখা যায়, এমন একটা সিচুয়েশন ডেভেলপ হইছে, যেখানে খুব বেশি পোলাপান তাকে ডিস্টার্ব করে না। তার সময় নষ্ট করতে আসে না। অন্যরা যেখানে আলতু-ফালতু পোলাপানের সাথে ঘেঁষটা-ঘেঁষটি করে দিনের পর দিন সময় নষ্ট করতেছে। তার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে না। সে চাইলে এই নিসঙ্গতার সময়টাকে তার জীবনের অপূর্ণ সখগুলো পূরণ করার, নিজেকে কোনো কিছুর এক্সপার্ট হওয়ার সময় হিসেবে কাজে লাগাতে পারে।

এখন আবিরের যে সিচুয়েশন তৈরি হইছে, এ রকম একটা সিচুয়েশনের জন্যই অপেক্ষা করতে থাকে দুনিয়ার সব সফল সাইন্টিস্ট, গায়ক, অভিনেতা বা খেলোয়াড়। যাতে কারও ডিস্টার্ব ছাড়াই ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সাধনা করে নিজেদের স্কিল ডেভেলপ করে নিতে পারে।

এখন আবির চিন্তা করে নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করল, আমি জীবনে কী হতে চাই? এমন কোনো জিনিস যেটা আগে করতে চাইছি কিন্তু করে উঠতে পারি নাই। সেটা গিটার বাজানো, গায়ক, নায়ক, DJ, RJ,

ফটোগ্রাফার, প্রোগ্রামার, ফ্রিল্যান্সার, হেনতেন যা-ই হোক না কেন। কিন্তু অনেক চিন্তাভাবনা করেও সে কিছু ঠিক করতে পারল না। বুঝতে পারল না সে জীবনে কী হতে চায়। তার প্যাশন কী সে জানে না। তাই সে ঠিক করল একটা জিনিস নিয়ে ২০ ঘন্টা সময় দিবে। সেটা ভালো লাগলে কন্টিনিউ করবে। আর ভালো না লাগলে অন্য কিছু ট্রাই করবে। তাও কিছু না করে বসে থাকবে না।

এই ২০ ঘন্টা সময়ের মধ্যে সে যে কাজটা করতে চাইছে, সেটা সর্বোচ্চ চার দিনের মধ্যে শেষ করবে। এই চার দিনের মধ্যে কখন কোন কাজটা করবে, সেটা আগে থেকে খাতায় লিখে রাখবে। যাতে প্রতিদিন ঘুম থাকে ওঠার আগেই ঠিক হয়ে থাকে সে আজ কী করবে, কী শিখবে। প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচ ঘন্টা সময় দিচ্ছে।

এভাবে ডেইলি রুটিন বানিয়ে, সাপ্তাহিক টার্গেটের পেছনে লেগে থাকে, সে নিজেই এত বেশি এনগেজড হয়ে গেছে যে তার লোনলিনেসের কথা ভুলেই গেছে। তার কিছুদিন পরে সে যে টার্গেট নিয়ে কাজ করতেছে, সেই লাইনের দুই-একজনের কাছ থেকে হেল্প চাইছে। তাদের সাথে ডিসকাস করছে। আস্তে আস্তে ওদের ফ্রেন্ড হওয়ার চেষ্টা করতেছে। তাতেই লোনলিনেস কমে যাচ্ছে। আবার লোনলিনেসের ভেতর থেকেই তোর স্কিলও ডেভেলপ হয়ে যাচ্ছে। লোনলিনেসের ভেতর থেকেই তেলেসমাতি ফুটে উঠছে।

—~—

Successful people don't see it as 'free time.' They see it as the only time they have to do the things they really want to do in life and they don't take a minute for granted. –Nicolas Cole

কপি ইজ দ্য সিক্রেট অফ সাকসেস

> তিন-চার মাস লেগে থাকার পর আবির ভাবল এবার তাকে আরও একটু সামনে এগোতে হবে। কোনো একটা কিছু এচিভ করতে হবে। যেটা নিয়ে সে নিজের ভেতরে হ্যাপি হতে পারবে। কিন্তু সে একজাক্টলি কী হবে বুঝে উঠতে পারতেছে না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর আবির ভেবে দেখল একটু চোখ-কান খুললেই তার আশপাশে, কাছে-দূরে কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ আছে যে তার ড্রিম বা স্বপ্নের মতো জীবন বাস্তবে যাপন করতেছে। যাদের অগ্রগতি থামে না। দিনকে দিন নতুন উচ্চতায় আরোহণ করতেই থাকে।

তাই আবির ডিসিশন নিল সে ওদের মধ্য থেকে একজনকে সিলেক্ট করে তাকে কপি করা শুরু করবে। একদম ডাইরেক্ট কপি। সে যা করে আবিরও তা করবে। সে যেভাবে করে, আবিরও সেভাবে করবে। একজন থেকে কপি করতে করতে টায়ার্ড হলে অন্য আরেকজন থেকে কপি করা শুরু করবে। এভাবে কিছু দিন দুই-তিনজন থেকে কপি করতে করতে শুধু কপি করার কাজটাই করতে থাকবে। কিছুদিন ডাইরেক্ট কপি মারার পর, হালকা একটু মডিফাই করে দিবে। নিজের মতো করে চেইঞ্জ করে নিবে। এভাবে কিছুদিন কপি মারতে থাকলে একসময়, যাদের কাছ থেকে এত দিন কপি মারত তাদের চাইতে অনেকটা ডিফারেন্ট কিছু একটা হবে। সেটা আরও কিছুদিন চালাতে থাকলে তার নিজের মতো একটা কিছু দাঁড়ায় যাবে।

মাসুম ভাই একটা কথা বলছিলেন, একজনের কাছ থেকে কপি করলে হয় চুরি, আর দশ জনের কাছ থেকে কপি করলে হয় রিসার্চ।

একটা অ্যাড ছিল, সেখানে দেখাইছিল একজন ধারাভাষ্যকার হতে চায়। কিন্তু চান্স পাচ্ছে না। ট্রেনিংও পাচ্ছে না। সে কোনো উপায় না পেয়ে বাসায় বসে বসে টিভির সামনে একটানা খেলার ধারাবিবরণী

দিতে থাকল। টিভিতে যেসব ধারাভাষ্যকার দেখায় তাদের একজনকে তার গুরু হিসেবে ঠিক করল। তারপর তাকে কপি করা শুরু করল।

এভাবে কয়েক দিন প্র্যাকটিস করার পর, সে গলির মধ্যে পোলাপানের খেলা দেখে দেখে সেখানে লাইভ ধারাভাষ্য দেওয়া শুরু করল। কয়েকজন এসে উপহাস করত। তারপরও সে তার কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। কিছুদিন প্র্যাকটিস করতে করতে সে ঠিকই তার স্কিল ডেভেলপ করে ফেলছিল। শেষমেশ টিভিতে ধারাভাষ্যকার হিসেবে চান্সও পেয়ে গেছিল।

এইটাই সিস্টেম। কেউ তাকে কিছু গিলিয়ে খাওয়াই দিবে না। অনেক সময় কেউ কেউ তাকে হেল্প করবে বলে পরে আর করে না। প্রমিজ করার পরেও বিট্রে করে। এ রকম হবেই। এটাই বাস্তবতা। তবে যাদের ফলো করতেছে, তারা হেল্প না করলেও, কথা না রাখলেও সে তার কাজ চালিয়ে যাবে।

কিছুদিন কপি মারার পর আবির দেখল, এত দিন যাদের ফলো করত, তাদের কাছাকাছি চলে আসছে। দুই-একজনকে পেছনে ফেলেও দিয়েছে। তত দিনে তার নিজস্ব একটা স্টাইলও দাঁড়িয়ে গেছে। সেই স্টাইলটা আরও কিছুদিন চালাতে থাকলে, কিছুদিন পরে প্রায় সবাইকে পেছনে ফেলে দিতে পারবে সে।

—~—

You are the only person on earth who can use your ability. –Zig Ziglar

টার্গেট এচিভ করার মিশনে হইয়ো না মোখলেস

রাত জেগে ফুটবল খেলা দেখার নেশা ছিল আবিরের। সেই নেশা চেইঞ্জ করে নিজের জন্য কিছু করার নেশাতে ট্রান্সফর্ম করার জার্নিতে অনেক চড়াই-উতরাই পার হতে হয়েছে তাকে। এর মধ্যে অনেক অনেক ব্যর্থতা ছিল। সেই সব ব্যর্থতার মধ্যে দুই-একটা সফলতাও ছিল। মানুষের উপহাস, টিটকারি, মুখের খাবার কেড়ে নেওয়াও ছিল। তাই কখনো একটু ব্যর্থ হলে, আবির চিন্তা করে সে ফুটবল খেলতেছে—

ফুটবল খেলতে নেমে বলে লাথি দেওয়া শুরু করছে। দুই কদম না আগাতেই প্রতিপক্ষের মিডফিল্ডার এসে পড়ল। তাকে পাশ কাটাতে না কাটাতেই আরও দুজন তার সামনে হাজির। এদেরও পাশ কাটিয়ে, একটু-আধটু চেষ্টা করে প্রতিপক্ষের ডি-বক্সের কাছে আসতেই চার-পাঁচজন ডিফেন্ডার এসে ঘিরে ধরল। সে মরিয়া হয়ে চাইছে, এই বাধার দেয়াল পার হতে কিন্তু পারল না। তাকে ফেলে দিয়ে তার কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে চলে গেল উল্টো দিকে।

এতক্ষণ সে যেদিকে গোল দিতে চাচ্ছিল এখন তারই উল্টা দিকে গোল দেওয়ার জন্য প্রাণপণে ছুটে যাচ্ছে তারা।

একমুহূর্ত আগে যে বলটা তার কাছে ছিল, সে বলটা এখন চলে গেছে অন্য আরেকজনের কাছে। একটু আগে সে যেটাকে কন্ট্রোল করতেছিল, সেটা এখন কন্ট্রোল করতেছে অন্য আরেকজন। একটু আগে সে লাইম লাইটে ছিল। এখন অন্য আরেকজন তার কাছ থেকে তা কেড়ে নিয়ে সে লাইম লাইটে চলে আসছে।

এখন সে কী করবে? সে যেখানে বসে আছে, সেখানে বসে থাকবে? তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিছে দেখে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে বসে কান্নাকাটি করবে? এখন তার আর গোল দেওয়ার সম্ভাবনা নাই দেখে সে কি খেলা ছেড়ে উঠে যাবে?

না, যাবে না। বরং মাঝমাঠের দিকে ছুটে যাবে। ইনফ্যাক্ট, যেখানে এখন বল আছে, সেখানে যাবে। অন্য কারও কাছ থেকে, সহজে বা কষ্ট করে বল অর্জন করতে পারলে আবার নব উদ্যমে শুরু করবে।

এভাবে একবার-দুইবার নয়, শত শতবার চেষ্টা করে কখনো একটু বেশি আবার কখনো অনেক অনেক কম আগাতে পারবে। চেষ্টা করতে করতে, একসময় গোলপোস্ট ফাঁকা পেয়েও গোল মিস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যেটা মিস হবে না, সেটা হচ্ছে তার গোল দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা। এই চেষ্টা বহাল থাকলে, গোল সে পাবেই। এবার না হয়, পরেরবার। এই ম্যাচে না হয়, পরের ম্যাচে।

জীবনটা জাস্ট একটা খেলার মাঠ, এখানে সফল হতে চাইলে, লক্ষ্য অর্জন করতে হলে, তার অনেক প্রতিপক্ষ আসবে। ল্যাং মারবে, ধাক্কা দিবে, পা ভেঙে ফেলবে। সরকারি সংস্থা এসে তোকে হলুদ কার্ড, লাল কার্ড দেখাবে। যত কিছুই হোক না কেন, তাকে তার লক্ষ্যের পেছনে ছুটতেই হবে।

দুনিয়ার সেরা ফুটবলারকে দেখে সবাই ভাবে— ওর মধ্যে ম্যাজিক আছে। সত্যিই কি তাই? নেক্সট টাইম খেলা দেখতে বসলে আবির, খেয়াল করে। প্রত্যেক চেষ্টায় সে কিন্তু গোল দিতে পারে না। সেটা দুনিয়ার যত বড় ফুটবলার হোক না কেন। সেও অনেক অনেক শট মিস করে, তার কাছ থেকেও বল কেড়ে নেয়। আবিরের যেমন বল হারিয়ে ফেলার, ধাক্কা খাওয়ার, ব্যর্থ হওয়ার ভয় আছে, বিশ্বসেরা খেলোয়াড়েরও সেই ভয় আছে।

তবে চ্যাম্পিয়ন আর সফল লোকদের আসল ম্যাজিক হচ্ছে, চেষ্টা করার, কনস্ট্যান্ট ক্ষুধা তৈরি করার ক্ষমতা। যতবার ব্যর্থ হয়, ক্ষুধা তত বেশি হয়। বিশ্বসেরা খেলোয়াড় হলেও রিলাকট্যান্ট হয় না; বরং ক্ষুধা আরও বাড়িয়ে, পরের দিন মাঠে নামে। ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়ে, আবারও উঠে লক্ষ্যের পেছনে ছোটে। মোখলেস বা হোপলেস না হয়ে টার্গেট এচিভ করার মিশনে লেগে থাকে।

তাই আবির ঠিক করছে তাকেও বারবার চেষ্টা করার ক্ষুধাটা তৈরি করা লাগবে। কারণ, বারে বারে লাথি দিলে, তালা ঠিকই ভাঙবে। স্বপ্নের দরজাটা একদিন খুলবে।

— ~ —

If I fail more than you, I win. —Seth Godin

If you don't make mistakes, you are not working on hard enough problems. And that's a big mistake. – Frank Wilczek

তোর কি কোন আইডল আছে? যাকে তুই ফলো করস, যার মতো হতে চাস। না থাকলে, আজকেই একজনকে তোর আইডল হিসেবে সেট কর। তারপর একটু একটু করে তাকে কপি করা শুরু কর। অন্যরা তোকে কপিবাজ, ফটোকপি, ফুলকপি যাই বলুক না কেন, তুই কপি করার মিশন চালাতেই থাকবি। এইবার বল তুই কার মতো হতে চাস?

তোর উত্তর :

হেরে গেলেও ব্যর্থ হয় না চিতা

গত সেমিস্টারে ৩.৬৫ পাওয়ার টার্গেট নিয়ে পড়ালেখা করলেও, আবির পেয়েছে ৩.৫১। হয়তো তার টার্গেট অনুসারে সে ব্যর্থ। তারপরেও লাইফে এই প্রথম ৩.৫০-এর ওপরে পেয়েছে। সে চিন্তা করে বের করছে ভার্সিটির হলগুলোতে ছেলেপুলের জিনসের প্যান্ট, টি-শার্ট, কাগজ প্রিন্ট আউট করা, বই কেনা লাগে। এগুলা সাপ্লাই দেওয়ার বিজনেস শুরু করছিল সে। কিন্তু এই বিজনেসটা দাঁড়া করাতে পারেনি। অর্ধেকের বেশি জামাকাপড় সাইজ বুঝে আনতে পারেনি। তাই সেগুলা বিক্রি হয়নি। যারা কিনেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই টাকা দেয়নি। এত সবকিছুর মাঝে সে নিজেকে বোঝায়—

শুন, পিছিয়ে পড়ার মানেই, নিঃশেষ হয়ে যাওয়া নয়। এক দরজা থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার মানেই, সব দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া নয়। কারণ, জীবনের খেলায় কেউ দু-চার দিনে অলআউট হয় না। লাইফের টিভি সিরিয়াল, আট-দশটা এপিসোড হয়েই বন্ধ হয়ে যায় না। এক সাবজেক্ট বা এক সেমিস্টারের রেজাল্ট দিয়ে অনার্স-মাস্টার্সের ওভারঅল সিজিপিএ নির্ধারিত হয় না।

কোনো কিছুতে ব্যর্থতা আসার মানে, ভুল শোধরানোর সুযোগ পাওয়া। পিছিয়ে পড়ার মানে, স্কিল ডেভেলপ করতে উদ্বুদ্ধ করা। কেউ ধোঁকা দেওয়ার মানে, বিকল্প উপায়ে চেষ্টা করার তাগিদ দেওয়া। পরীক্ষায় মার্কস কম পাওয়ার মানে, পড়ালেখার ব্যাপারে সিরিয়াস হতে সতর্ক করে দেওয়া। চাকরির ইন্টারভিউতে রিজেক্ট হওয়ার মানে, পরের ইন্টারভিউর জন্য ১০ গুণ ভালো প্রিপারেশন নেওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া।

কোদাল খুঁজে না পাওয়ার মানে, সৃষ্টিকর্তা চেক করতেছে তার একটু বেশি কষ্ট করে ছুরি বা গাছের ডাল দিয়েও মাটি খোঁড়ার ডেডিকেশন আছে কি না। তার উঠানের গাছ মরে যাওয়ার মানে, তাকে খালের পাড়ে-নদীর ধারে চারা লাগাতে উৎসাহ দেওয়া। জীবনে ধোঁকা খাওয়া, বোকা হওয়া সমস্যা না। পরীক্ষায় লাড্ডু পাওয়া, ছ্যাঁকা খাওয়া,

বিজনেসে লস খাওয়াও— সমস্যা না। সমস্যা হচ্ছে, সাময়িক ব্যর্থতা দেখে দমে যাওয়া। আশানুরূপ ফল না দেখে, রাস্তা ছেড়ে দেওয়া। ক্লান্ত হয়ে লক্ষ্য ভুলে যাওয়া। তাই দৌড়ে যে প্রথম হচ্ছে তার সাথে নিজেকে তুলনা করে হতাশ হবে না আবির; বরং সে দৌড়ে ২০তম হলে তার কম্পিটিশন হবে ১৯তমর সাথে। তাকে পেছনে ফেলতে পারলে ১৮তমর সাথে টেক্কা দিবে। এভাবে এক এক করে সামনে এগোতে পারলে, যখন প্রথম তিন-চারজনে আসবে তখন প্রথম জনের সাথে নিজেকে তুলনা করবে।

আবিরের বাসায়, পকেটের টাকায়, মনের জানালায় হাজারটা সমস্যা থাকতে পারে। রাতের গরমে, ছারপোকার কামড়ে তোর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে। তার বন্ধুদের প্রেমিকাসহ ফুচকা খাওয়ার ছবি দেখে তার অন্তর হাহাকার করে উঠতে পারে, 'আর, কত রাত একা থাকব।' তবে আজকের দিনটা চলে গেলে, ক্যালেন্ডারের পাতাটা উল্টে গেলে, পাওয়া না-পাওয়ার হিসাব কিন্তু চূড়ান্ত হয়ে যাবে। জীবন বেশি উপভোগ করতে গিয়ে, অনুশোচনায় পড়বে না সে। এক্সট্রা মজা নিতে গিয়ে, এক্সট্রা সাজা জুটিয়ে ফেলবে না। আনন্দ আর ইফোর্টের মধ্যে ব্যালেন্স রাখবে। একদিন রিলাক্স করে, আড্ডা মেরে কাটিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রমিজ করবে— আজকের আনন্দ হচ্ছে নেক্সট ছয় দিন ফুল স্পিডে কাজ করার এনার্জি সঞ্চয় করার জন্য। সেটা মনে করে নেক্সট ছয় দিন লেগে থাকবে। তাহলে শত শত লাথি-উষ্ঠা খেয়েও ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। চিতা বাঘের মতো দ্রুত দৌড়ে গিয়ে তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে।

— ~ —

Winners never quit, and quitters never win. - Vince Lombardi
The ones who win are the ones who keep going after everyone else has quit. –Billy Cox

কিসিম বুঝে বাইধো লাইফের ফিতা

আবির সাবির হয়ে মাঝেমধ্যে নিজেই নিজেকে বোঝায়। চেক করে সে লাইনে আছে কি না। সে জন্য সে তার আশপাশের মানুষদের তিন কিসিমে ভাগ করে নিয়েছে—

মাস্তিবাজ, হতাশ আর সিরিয়াস।

মাস্তিবাজদের লম্বা কোনো প্ল্যান থাকে না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে না। যখন যা মনে আসে, তখন তা-ই করে ফেলে। খেলা থাকলে লাফাইতে লাফাইতে স্টেডিয়ামে চলে যায়। মুভি হিট খাইলে দলবল নিয়ে মুভি দেখতে চলে যায়। চান্স পাইলেই ঘুরতে চলে যায়। কারণ তারা আজকের দিনটার জন্য বাঁচে। আজকের মুহূর্তটা উপভোগ করে। আগে-পাছে কী হবে, কী ছিল, সেটা নিয়ে টেনশন করে না।

হতাশ মানুষেরা অতীতকে নিয়ে বাঁচে। তাদের চিন্তাভাবনা অতীতের মধ্যেই পড়ে থাকে। তারা নিজের অতীত নিয়ে আফসোস করে। অন্যের অতীত নিয়ে সমালোচনা করে। অতীতের ঘটনা আঁকড়ে ধরে বসে থাকে। অতীতের রেফারেন্স দিয়ে অন্যদের নিরুৎসাহিত করে। অতীতে কী ছিল, সেটা নিয়ে বড়াই করে।

আর সিরিয়াস লোকেরা ফিউচারকে নিয়ে বাঁচে। ফিউচারকে নিয়ে ভাবে। ফিউচারের জন্য কাজ করে। এরা আগের রেকর্ড দেখে নিজেদের গুটিয়ে রাখে না। বরং আগের রেকর্ড দেখে, সেই রেকর্ড ভাঙার জন্য জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে। দুনিয়াতে এমন কোনো সফল মানুষ দেখা যায় না, যে অতীতকে নিয়ে পড়ে আছে। সফল এবং সিরিয়াস মানুষেরা সব সময়ই ফিউচার নিয়ে বাঁচে।

আবির চিন্তা করে, জীবনে সুখী হতে চাইলে, মাস্তিবাজ হতে হবে। সফল হতে চাইলে, সিরিয়াস হতে হবে। আর এই দুইটার কোনোটাই হইতে না পারলে, অটোমেটিক্যালি হতাশ ক্যাটাগরিতে পড়ে যাবে। তখন চারপাশে নেগিটিভিটি দেখতে পাবে। টায়ার্ডনেস ফিল করবে।

একটু ভেজাল, একটু ঝামেলা দেখলেই লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে মন চাইবে।

এই হতাশ ক্যাটাগরিতে থাকতে না চাইলে, আশপাশের হতাশ মানুষ থেকে দূরে থাকবে সে। যারা লাইফের ব্যাপারে সিরিয়াস তাদের বন্ধু হবে সে। আশপাশে সিরিয়াস কাউরে না পাইলে ইন্টারনেটে সিরিয়াস কাউকে খুঁজে বের করে তাকে ফলো করবে। কারণ, দশজন হতাশ ফ্রেন্ডের সাথে থেকে হতাশ হওয়ার চাইতে বন্ধুহীন থাকা শ্রেয়।

—~—

If you want to live an exceptional and extraordinary life, you have to give up many of the things that are part of a normal one. –Srinivas Rao

আরামের ব্যারাম ফিউচারে মারবে গুঁতা

আবিরের ফ্রেন্ড তমাল আবিরকে ডেকে আনছে একটা রেস্টুরেন্টে। খাওয়াদাওয়ার পর আড্ডা মারতে মারতে তমাল বলল, তার ছোট ভাই ঠিকমতো পড়ালেখা করতেছে না। তমালের ছোট ভাই সম্পর্কে কিছুক্ষণ আড্ডা মারার পর, আবির বলতে শুরু করল—

আরামে থাকতে পারলে ব্যারামে যাবে কে? শো অফ করার সুযোগ থাকলে মুড-অফ রাখবে কে? শর্টকাটে সারতে পারলে ঝুট-ঝামেলা পোহাতে যাবে কে? সে জন্যই চারতলায় ওঠার জন্য লিফট থাকলে অনেকেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে চায় না। এমনকি লিফট দিয়ে এক মিনিটে ওঠার জন্য ২০ মিনিট অপেক্ষা করা লাগলেও লিফটের অপশনটা ছাড়ে না। যেটা আপাতদৃষ্টিতে দ্রুত মনে হচ্ছে, সেটা যে আদতে বেশি সময় নিয়ে নিচ্ছে, সেই হিসাব কেউ কষতে যায় না।

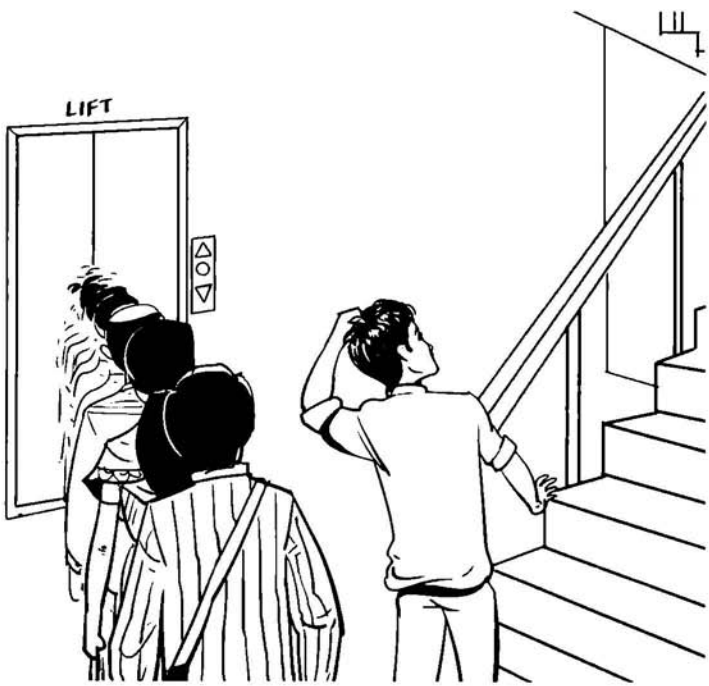

আবার বার্গার আর ফ্রেঞ্চ-ফ্রাই অথবা সালাদ আর সবজির মধ্যে একটা অপশন বেছে নেওয়ার কথা উঠলে যে অপশনটা বেশি লুক্রেটিভ, ভাব আছে, চেক-ইন দেওয়া যায়, সেটাই সিলেক্ট করে। যে অপশনটা লংটার্মে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, সেটা চিন্তা করতে চায় না।

তবে অপশন যে শুধু জায়গামতো থাকে তা কিন্তু না। কিছু কিছু অপশন আমাদের জন্য স্ট্যান্ডবাই অপেক্ষা করতেই থাকে। একটা ইউটিউব টিউটোরিয়াল দেখতে গেলে দশটা গান সাইডে লাইন ধরে রিকমেন্ডেশন হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকে। আয় আয়, আমারে ক্লিক কর, বলে জপতে থাকে। তা ছাড়া দুই লাইন পড়া শেষ হওয়ার আগেই মনের ভেতরের ফেসবুক পিট পিট করতে থাকে। কে যে আমারে লাইক দিল!! সে কি নতুন ছবি আপ দিল!!!

মেইন কথা হচ্ছে, অপশন যত বেশি, ডিস্ট্রাকশন তত বেশি। সময় নষ্ট করার অপশন যত সহজ হবে, প্রোকাস্টিনেশন তত বেশি বাড়বে। ফোকাস থাকাটা যত বেশি টাফ হবে, পিছিয়ে পড়া তত দ্রুত হবে। ফ্রাসট্রেশন তত দ্রুত আসবে।

তাই তোর ভাইয়ের জন্য ইজি অপশনগুলো বাতিল কর। ডিস্ট্রাকশনগুলো সেক্রিফাইস করতে বল। লেটেস্ট ইস্যু তার দরজায় হিসু করার আগেই দরজা বন্ধ করতে বল। শো অফ করার লোভটা কন্ট্রোল করতে হবে। বেশি সামাজিক হতে গিয়ে ছন্নছাড়া হওয়ার আগেই কিছুদিনের জন্য ঘরকুনো হতে হবে। তাহলে দেখবি, ছয় মাস পরে এই ঘরকুনোগিরিই তার লাইফ উজ্জ্বল করে দিছে।

— ~ —

All around you is an environment that is trying to pull you down to Second-Class Street. –David Schwartz

সুখ হচ্ছে আনন্দদায়ক মুহূর্তের ধারাবাহিকতা

আচ্ছা, আবির। দুনিয়ার এত এত ঝ্যাঞ্জাম, ঝামেলা, মন খারাপের মাঝে কি একজন মানুষ পরিপূর্ণ সুখী হতে পারে?

শুন তমাল, 'সুখ হচ্ছে আনন্দদায়ক মুহূর্তের ধারাবাহিকতা'। কারও জীবনে একটার পর একটা আনন্দদায়ক মুহূর্ত আসতে থাকলেই, সে সুখী। তবে ১০০% সুখী বলতে কেউ নাই। কারণ দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষের জীবনেও একটু-আধটু কষ্ট, হতাশা, বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যর্থতার ছোঁয়া আছে। তবে সে তার লাইফের নেগেটিভ ফিলিংসগুলো, খারাপ লাগাগুলো আঁকড়ে ধরে রাখে না। টেনেটুনে লম্বা করে জীবনকে বিষাদময় করে তোলে না; বরং নেগেটিভ ফিলিংসগুলো থেকে পজিটিভ স্পিরিট খুঁজে বের করে বা মাটিচাপা দিয়ে অন্য কোনো পজিটিভ ফিলিংস অর্জন করার চেষ্টা করে।

তুই চাইলেই দুনিয়ার সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারবি না। অতীতকে পাল্টাতে পারবি না। কিন্তু অতীতের সেই ঘটনার জন্য তোর প্রতিক্রিয়া, তোর পরবর্তী পদক্ষেপকে কন্ট্রোল করতে পারবি। সো, দুঃখের বেড়াজালে আটকে না থেকে, আনন্দ কুড়ানোর মিশনে লেগে থাক। ফিউচার নিয়ে কনসার্নড না হয়ে কিউরিয়াস হবি। সুখগুলো গাড়ি-বাড়ি আর ভবিষ্যতের জন্য জমা না রেখে, আজকের দিনের ছোটখাটো মুহূর্তগুলো উপভোগ করবি। আনন্দ নাই, এমন কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য হলে, অন্য কিছুতে আনন্দ খুঁজে বের করবি।

তোকে ১০০% সুখী হওয়া লাগবে না। শুধু কষ্টের চাইতে আনন্দের পরিমাণ বেশি হতে হবে। অন্যের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়াবি। কারও জীবনের লক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতায় করলে, তার অর্জনও তোর জন্য আনন্দদায়ক অনুভূতি নিয়ে আসবে। রিলেশনশিপের প্রতি সৎ, নিষ্ঠাবান ও কেয়ারি হবি। 'আমার কথাই ঠিক, তোরটা ভুল' এমন চিন্তাভাবনা পরিহার করবি। বানিয়ে অজুহাত দেওয়া, জোর করে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো বন্ধ করবি। ভুল স্বীকার করার, আপস করার

অভ্যাস গড়ে তুলবি। সন্দেহ থাকলে বেনিফিট অব ডাউট দিবি। আম্মু-আব্বু, ভাই-বোন, বাসায় কাজের লোক, সবার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ বাড়াবি। যে রিকশাচালক তোকে ভার্সিটিতে পৌঁছে দিছে, যে টংয়ের চা-দোকানদার তোকে চা বানিয়ে খাইয়েছে, যে যাত্রী নেমে যাওয়ায় তুই বাসে সিট পেয়েছস, সবাইকে নিজের ভেতর থেকে ফিল করে থ্যাংকু বলবি। কারণ দরদ দিয়ে কাউকে থ্যাংকু বললে, নিজের ভেতরেও একটা পরিতৃপ্তি আসে। আর পরিতৃপ্তির সংখ্যা বাড়াতে পারলেই জীবনে সুখী মুহূর্তের সংখ্যা বাড়াতে পারবি।

তাই আজকে থেকে চেষ্টা করবি ছোটখাটো মুহূর্তগুলো উপভোগ করতে। যতটা সম্ভব মানুষের সাথে মিশতে। তাদের কষ্টগুলোকে শেয়ার করতে। অন্যের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করলে শুধু তাদের মুখে হাসি ফুটবে না, তোর মুখেও হাসি ফুটবে। তখন দুজনেরই ভালো লাগবে। এই ভালো লাগাটাই সুখ। এই ভালো লাগার সংখ্যা যত বেশি হবে। জীবনে তত বেশি সুখী হবি।

—~—

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched– they must be felt with the heart. –Helen Keller

এমন কি কিছু আছে যেটা তুই মরিয়া হয়ে চাস? এমন কি কিছু আছে যেটা তোর না হলেই নয়? যেটা ছাড়া তোর দুনিয়া চলবে না। যেটার পিছনে ছুটতে গিয়ে দু-চার বেলা না খেয়ে, দু-চারদিন না ঘুমিয়েও কাটিয়ে দিতে পারবি?

তোর উত্তর :

আগে পারতাম এখন হালুয়া টাইট

দেখতে দেখতে আবিরের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ। আগের বিজনেসে ধরা খাওয়ার পর নতুন আরেকটা বিজনেস আইডিয়া নিয়ে স্টার্টআপ দিছে সে। সেখানে ছয় মাস ধরে তিনজন জুনিয়র পার্টটাইম কাজ করতেছে। ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে কয়েকজন ছেলেপুলে আসছে কথা বলতে, সাজেশন নিতে। এদের মধ্যে রিমন বলল, ভাইয়া, পড়তে বসি কিন্তু মনোযোগ আসে না। জিনিসগুলা প্রথম প্রথম সহজ মনে হতো আর এখন ভয়াবহ বিদঘুটে মনে হয়।

শুন রিমন, মনোযোগ না থাকা সমস্যা না। মনোযোগ নাই বলে মোবাইল গুঁতাইগাঁতায় সারা দিন পার করে দেওয়াটা সমস্যা। পড়া না বোঝা সমস্যা না। না বোঝা জিনিসটা অন্য কারও কাছে বুঝতে না চাওয়াটা সমস্যা। আগে পারতাম, এখন আর পারি না বলার মানেই পরাজয়ের শর্ট সার্কিটে নিজেকে সমর্পণ করা। নিজেই নিজেকে লুজারের সার্টিফিকেট দেওয়া; বরং হার না মেনে, পাল্টা প্রশ্ন কর— আগে কেন পারতাম? এখন কী এমন চেইঞ্জ হইছে? ফেসবুকিং, মোবাইল, গেমস খেলায় সময় বেশি যাচ্ছে? প্রেম পিরিতির ক্যাচাল উদয় হইছে? আড্ডার পরিমাণ বাড়ছে? একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবি, সময় যেটাতে বেশি যাচ্ছে, মনোযোগটা সেখানেই হারিয়ে যাচ্ছে।

যেকোনো সমস্যাকে বাস্তবতা হিসেবে না মেনে সমস্যার কারণ খোঁজ। সেই কারণের ভেতরের কারণ খোঁজ। এভাবে খুঁড়তে খুঁড়তে সমস্যার কারণের যত গভীরে যাবি, সল্যুশন তত স্পষ্ট হবে। সেই সল্যুশন অনুসারে অ্যাকশন নেওয়া তত সহজ হবে। সমস্যার আসল কারণ খুঁজে বের করে অ্যাকশন না নেওয়ায়, আমাদের লাইফের ৯০% সমস্যাই সমস্যা হিসেবে থেকে যায়। তাই নতুন কিছু দেখলে এক্সাইটেড না হয়ে, ফ্রাসট্রেটেড হই। ব্যর্থতা, উপহাস, ভালো না লাগার ভয় সৃষ্টি হয়। বুঝতেই পারস না, 'কাজটা করে ব্যর্থ হওয়ার চাইতে, ব্যর্থ হওয়ার ভয়ে বসে থাকাটা অনেক অনেক বেশি লোকসানের'।

সবকিছু সব সময় একই সিস্টেমে চলবে না। বিশ বছর আগে মানুষ একজন আরেকজনকে চিঠি লিখত। এখন চিঠি লেখা নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। কীভাবে ই-মেইল লিখতে হয়, কীভাবে এসএমএস লিখতে হয়, কীভাবে চ্যাট করতে হয়, সেগুলা শিখতে হবে। আগে কোনো কিছু সম্পর্কে শেখার জন্য মানুষ লাইব্রেরিতে ঘন্টার পর ঘন্টা বইয়ের পাতা খুঁজে বেড়াত। এখন গুগলে সার্চ দিলেই অনেক কিছু পাওয়া যায়। তাই টেকনোলজি পরিবর্তনের সাথে সাথে তোকে পরিবর্তিত হতে হবে। তোর লেভেল চেইঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে তোর চেষ্টার স্টাইল, কাজের স্টাইল আপগ্রেড করে নিতে হবে।

দরকার হলে, চেষ্টার পরিমাণ বাড়াবি। পেইনকে পাওয়ারে রূপান্তর করবি। ব্যর্থতার কারণগুলো অন্যের ওপর ব্লেইম না করে নিজের অ্যাকশন হিসেবে ক্লেইম করবি। ভুল সিদ্ধান্তগুলোকে প্রোটেক্ট না করে কারেক্ট করবি। নতুন সিচুয়েশনে নিজের জন্য নতুন রুল সেট কর। প্ল্যান বানানোর জন্য বসে না থেকে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার মেন্টালিটি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়। রিস্কগুলোকে উপেক্ষা না করে, কাজে নেমে উপভোগ কর।

নিজেই নিজের লাইফের চালকের আসনে বস। দেখবি অল্প অল্প করে নিয়মিত চেষ্টার জন্যই একটু একটু করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছস।

—~—

Just as established products and brands need updating to stay alive and vibrant, you periodically need to refresh or reinvent yourself. –Mireille Guiliano

কাটপিস স্টাইলে কোপা শামসু দেয় ফাইট

ভাইয়া, আপনি লাস্টের দিকে এসে রেজাল্ট ভালো করেছেন। বিজনেস করছেন। আবার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিসও করেছেন। এতগুলা অ্যাঙ্গেল থেকে কীভাবে নিজেকে ডেভেলপ করেছেন? এই শুনে আবির বলতে শুরু করল—

শুন রিমন, কেউ বিল্ডিং বানায় না; বরং একটা ইটের সাথে আরেকটা ইট জোড়া লাগাতে লাগাতে একসময় বিল্ডিং হয়ে যায়। একইভাবে কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয় না; বরং এক একটা কোর্স পাস করতে করতে একসময় ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যায়।

যে স্টুডেন্টটা নিয়মিত ক্লাস করে, অ্যাসাইনমেন্ট, কুইজ, প্রেজেন্টেশনের ইট একটার পর একটা জোড়া দিতে পারে, সেমিস্টার শেষে সেই ফার্স্ট হয়। এই ইট জোড়া দিয়ে দিয়ে সফল হওয়ার বিষয়টা শুধু স্টুডেন্ট লাইফের জন্য না। ভালো আর্টিস্ট, ফেমাস সিঙ্গার, জনপ্রিয় রাইটার, ফটোগ্রাফার, বিজনেসম্যান, লিডার, সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তারা তাদের লক্ষ্য ঠিক রেখে একটার পর একটা ইট লাগিয়ে যেতে থাকে।

তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে, তাদের শুরুর দিকের ইটগুলো আমরা দেখি না। দেখলেও উপেক্ষা করি, উপহাস করি। আর নিজেদের হেলাফেলা, আড্ডা, মাস্তি নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তবে তারা কিন্তু তাদের মতো ইট গাঁথতে থাকে। ছোটখাটো ঝড়-তুফানের কারণে দুই-এক দিন ইট লাগানো বন্ধ করা লাগলেও পরের দিন ঠিকই ইট লাগানো শুরু করে দেয়। কারণ তারা জানে, তারা কী করতে চায়। তাদের লাইফের টার্গেট ঠিক করা আছে। তাদের মনে অর্জন করার প্রচণ্ড ক্ষুধা আছে।

তাই নিত্য নতুন সিনেমা, গরম গরম খবর, ফাটাফাটি খেলা, তুমুল আড্ডা তাদের প্রতিদিনের ইট গাঁথুনি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। আর অনেক দিন পরে, আমরা অবাক হয়ে দেখি, তাদের এক একটা বিল্ডিং হয়ে গেছে। তারা সফল হয়ে গেছে। আর তুই যেখানে ছিলি, সেখানেই পড়ে আছস।

একবার কোপা শামসুর কথা চিন্তা করে দেখ। সে আস্ত একটা গরু জবাই দিয়ে সেটাকে একসাথে বিক্রি করতে পারে না; বরং ছোট ছোট ভাগ করে, এক কেজি, দুই কেজি করে সারা দিন বসে বসে বিক্রি করে। মানুষজন সেই ছোট পিস পিস করা মাংস খায়। তুইও তোর ইয়া লম্বা স্বপ্নটাকে কেটে কেটে ছোট ছোট পিস বানাবি। তারপর এক পিস এক পিস করে শিখবি, গিলবি। তাহলে এক পিস এক পিস করে সামনে এগিয়ে যেতে পারবি।

তোর লাইফে তুই কী হতে চাস, সেটা ফাইনাল করবি। ড্রিম এচিভ করার জন্য ক্রেজি হবি। নিজের স্বপ্ন অর্জন করার তাড়না তীব্র করতে হবে। চাহিদা ঝাঁঝাল হলে, চেষ্টা করার প্রেরণা আপনা আপনিই চলে আসবে। তারপর একটার পর একটা ইট গাঁথতে পারলে, তোরও বিল্ডিং হয়ে যাবে। তুইও সফল হতে পারবি।

তবে মনে রাখবি, প্রতিদিন মিনিমাম এক পা হলেও স্বপ্নের পথে এগোতে হবে। কোনো দিন একটু বেশি সময় লেগে গেলে, সেদিন একটু বেশি সময় দিবি। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই গ্যাপ দেওয়া যাবে না। তাহলেই স্বপ্ন জোড়া লাগবে আর কনফিউশনগুলো খান খান হয়ে দূরে সরে যাবে।

—~—

Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. – George Bernard Shaw

শুধু স্ট্রাগলে ভরবে না স্বপ্নের ট্যাঙ্কি

মাসুম ভাই পাস করে চলে যাওয়ার আগে আমাকে কয়েকটা কথা বলে গেছিলেন। সে কথাগুলাই তোদের বলতেছি—

তুই কই পড়তেছস, তার চাইতে বেশি ইম্পরট্যান্ট হচ্ছে তুই কী পড়তেছস। তোকে কী শিখাচ্ছে, তার চাইতে ইম্পরট্যান্ট হচ্ছে তুই কী শিখতেছস। তুই কোন গাড়িতে চড়তেছস, তার চাইতে বেশি ইম্পরট্যান্ট হচ্ছে তুই কতটা আগাচ্ছস। তোর ফিলিংস, তোর চিন্তাভাবনা, তোর কাজকর্ম, তোর ফ্রেন্ড-সার্কেল ইমপ্রুভ না হলে, আজকে যেটা তোর জন্য ভালো অবস্থান, সেটাই তোর জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে।

তুই সেরা প্রতিষ্ঠানে পড়েও ডিপ্রেশনে ভুগতে পারস আবার নাম-যশহীন প্রতিষ্ঠানে পড়েও নামকরা প্রতিষ্ঠানের অনেক ছেলেপুলেকে টপকে যেতে পারস। তার মানে তুই টপকে যাবি না ছিটকে পড়বি, সেটা তোর প্রতিষ্ঠানের ওপরে না। সেটা তোর ওপরে। তোর চেষ্টা, চিন্তা, সাধনা, লেগে থাকার ওপরে।

জীবনে দু-চারবার গর্তে পড়েও যে উঠে দাঁড়ানো যায়, ছিটকে গিয়েও উঠে আসা যায়— সেটা সবাই জানলেও সেটার জন্য এক্সট্রা পরিশ্রম দিতে বেশির ভাগ পোলাপান রাজি না। তাই ল্যাকিংস রিকভার করার জন্য ঈদের বন্ধ, পূজার ছুটি, পরীক্ষার পরের গ্যাপকে বেচে না নিয়ে, হতাশ হওয়াকে বেছে নেয়। কষ্টের রাস্তায় না গিয়ে পথভ্রষ্ট হওয়াতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

তবে মনে রাখবি, ছাড় তুই পাবি না। স্ট্রাগল তোকে করতেই হবে। হয়তো ফাইনান্সিয়ালি, না হয় ইমোশনালি, না হয় ফ্যামিলি রিলেটেড ইস্যুতে কিংবা অন্যদের সাথে নিজেকে কম্পেয়ার করে। আর এই স্ট্রাগল থেকে বের হতে হলে, লাইফের গতি বাড়াতে হলে, ইঞ্জিনে ফুয়েল ঢালতে হবে। সেটা নিজে না পারলে, ফ্রেন্ড-সার্কেল চেইঞ্জ করে, আশপাশের মানুষের হেল্প নিয়ে করতেই হবে।

ধর দুজন স্টুডেন্টেরই পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ। এদের একজন তাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না বলে সারা দিন কান্নাকাটি করে। মন খারাপ করে বসে থাকে। আরেকজন রেজাল্ট খারাপ হওয়া সত্ত্বেও একটু একটু করে ইংরেজি শেখার চেষ্টা করতেছে। দুই-একটা সফটওয়্যার শিখছে। মাঝেমধ্যে ওয়ার্কশপ-সেমিনারে যায়। এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিস করে। ইন্টারনেট থেকে অনেক কিছু শিখে। এখন বল যখন চাকরি ধরার মৌসুম আসবে, দুজনের সেইম খারাপ রেজাল্ট হলেও তখন কে ভালো করবে? একইভাবে দেখা যায়, দুজন স্টুডেন্ট যারা ন্যাশনাল ভার্সিটিতে পড়তে বাধ্য হয়, তাদের মধ্যে একজন স্ট্রাগল করার মাঝে মাঝে নিজেকে ইমপ্রুভ করে ব্যাংকে চাকরি পেয়ে যায়। আরেকজন পারলাম না রে, হইল না রে, জীবনে কিচ্ছু নাই রে বলে সারা দিন কান্নাকাটি করেই যাচ্ছে তো করেই যাচ্ছে।

পরিশ্রম কিন্তু গাধাও করে। তবে পরিশ্রমের সাথে বুদ্ধি যোগ করে না বলেই গাধা আজীবন গাধাই থেকে যায়। স্ট্রাগল অনেকেই করে। কিন্তু স্ট্রাগলের সাথে নিজের সিচুয়েশন ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করে না বলে বেশির ভাগ মানুষের স্ট্রাগল কোনো দিনও শেষ হয় না। একইভাবে ব্যবসা অনেকেই করে, কিন্তু ব্যবসা টিকানোর পাশাপাশি যারা ব্যবসা সামনে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে না, বড় কোম্পানিরা এসে তাদের ব্যবসা খেয়ে দেয়।

তাই তোর টার্গেট থাকবে, স্ট্রাগল দিয়ে শুধু টিকবি না, টপকাবি। টপকাতে টপকাতে যেদিন সফল হবি, সেদিন অন্যরাও তোর স্ট্রাগলের কাহিনি শুনতে আসবে। তোর কাছ থেকে শিখতে চাইবে। সেদিন বেশি দূরে না। জাস্ট কয়েকটা মাস দূরে।

A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there.
–Unknown Author

ট্যালেন্ট দিয়ে মাইরো না হাঙ্কি-পাঙ্কি

— আবির ভাইয়া, লাস্ট একটা কথা বলেন। নাফিদের তো অনেক মেধা, অনেক ট্যালেন্ট, তারপরও সে কেন পারে না।

শুন, তুই এক টুকরা লোহা বা এক টুকরা গোল্ড, যেটাই হস না কেন, তোকে পুড়িয়ে, গলিয়ে, পিটিয়ে পিটিয়ে দা-বঁটি, ছুরি-কোদাল কিংবা অলংকারের শেইপ না দিলে, তোকে পেপার ওয়েট বানানো ছাড়া আর কোনো কাজেই লাগানো যাবে না। শুধু ট্যালেন্ট নিয়ে হাঙ্কি-পাঙ্কি করলে লাভ হবে না।

তোর ট্যালেন্ট থাকতে পারে, তোর কোয়ালিটি বা ড্রিম থাকতে পারে কিন্তু নিজেকে পুড়িয়ে, গলিয়ে, জায়গায়-বেজায়গায় ধাক্কা খেয়েও একটা টার্গেটের পেছনে লেগে থাকার চেষ্টা, তেজ আর দৃঢ়তা না থাকলে, তোর মূল্য থাকবে, কিন্তু মূল্যায়ন হবে না। অপশন আসবে, কিন্তু অর্জন হবে না। সুযোগ আসবে, কিন্তু সেটা কাজে লাগবে না।

সুযোগ না থাকলে, সুযোগ তৈরি করে নিতে হয়। পাঁচ বছর আগে দেশে বিকাশ ছিল না, তারা সুযোগ তৈরি করে নিছে বলে এখন লাখ লাখ মানুষ প্রতিদিন বিকাশ করে। পাঁচ বছর আগে একজন অপরিচিত মানুষের মোটরসাইকেলে আরেকজন অপরিচিত মানুষকে ওঠানোর প্রশ্নই উঠত না। আর এখন পাঠাও এসে সুযোগ তৈরি করে নিছে বলে দৈনিক হাজার হাজার মানুষ পাঠাও ব্যবহার করে। তারা তাদের সুযোগ তৈরি করে নিছে। অন্য কেউ তাদের সুযোগ তৈরি করে গিলিয়ে খাইয়ে দেয়নি।

শেখার জন্য, গাইড পাওয়ার জন্য, সঠিক সময়, সঠিক সুযোগ আসার জন্য অপেক্ষা করে নাই বলেই শত প্রতিকূলতার মধ্যেও এক একজন জেমস, এক একজন মাশরাফি, এক একজন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, এক একজন সিদ্দিকুর রহমান, এক একটা প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ তৈরি হয়েছে। তুইও তাদের মতো একজন হতে পারবি। ইনফ্যাক্ট

তোর ফ্রেন্ড-সার্কেল, তোর সমবয়সী পোলাপানদের ভেতর থেকেই এক একটা জেমস, এক একজন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, এক একটা প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ হয়ে উঠবে। যারা নেক্সট পাঁচ বছর, নেক্সট দশ বছর তাদের টার্গেটের পেছনে লেগে থাকবে।

যারা পাঁচ মিনিট বাসের জন্য অপেক্ষা করার সময় মোবাইল বের করে খেলার স্কোর কিংবা বন্ধুর ফুসকার প্লেটে কমেন্ট করে না; বরং চিন্তা করে কীভাবে নতুন কিছু ট্রাই করবে, কীভাবে নতুন কিছু শিখবে। তারা সময় নষ্টকারী হ্যাবিটগুলো কন্ট্রোল করে। একবার-দুইবার খালি হাতে ফেরত আসলেও লেগে থাকে।

আর যারা চেষ্টা না করে সময় আর সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে, তাদের স্বপ্নের খামের ওপরের ঠিকানা ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে হতে থাকে। সেই খাম চলে যায় পরিশ্রমী, চেষ্টাকারী, লেগে থাকা পাবলিকদের ঠিকানায়। তাই স্বপ্ন দেখবি না, চেষ্টা করার শপথ করবি। কনফিউজড হবি না, কিউরিয়াস হয়ে কাজে নামবি। নতুন নতুন জিনিস করার ট্রাই করবি। নিজেকে পুড়িয়ে, গলিয়ে, পিটুনি খেতে খেতে লেগে থাকবি। তাহলেই সফলতার খামের ওপরে তোর নাম লেখা হবে। তোর অ্যাকাউন্টেই সফলতা জমা হবে।

> এটাই হচ্ছে আমার গল্প। এটাই ছিল মাসুম ভাইয়ের গল্প। নেক্সট কয়েক মাসে তোদের কাজকর্মই বলে দিবে, তোদের কার কী গল্প হবে।

—~—

Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe. –Abraham Lincoln

এই যে বইটা পড়লি। এই যে বইটা পড়তে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা সময় দিলি, এই সময়গুলা ১০০% পানিতে যাবে যদি এই বই পড়ে তুই তোর লাইফ থেকে কোনো কিছু চেঞ্জ না করস। যদি চেষ্টার গতি না বাড়াস। কখনো ডাউন ফিল করলে এই বই খুলে কয়েক পাতা পড়ে আবার যদি কাজে ফিরে না যাস তাহলেও এই বই বৃথা, তোর সময় বৃথা, যে ব্যাটা এই বই লেখছে তার কষ্টটাও বৃথা। তুই কি এই সব বৃথা নিয়ে তিতা হয়ে থাকবি? নাকি একটু একটু হলেও বইটা তোর লাইফের এগিয়ে চলার কাজে লাগবি?

লাইফ তোর, সিদ্ধান্তটাও তোর।

চরকা বুঝে তেল ঢালো

জীবনে কি করবি না করবি, সেটা বোঝার চাইতে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে নিজেকে বোঝা। নিজের সামর্থ্য, কাজের স্পৃহা, লেগে থাকার ধৈর্যগুলো বুঝতে হবে। তারপর নিজের চরকা বুঝে, সে চরকায় যে তেল ফিট খায়, সেটা মারবি। আন্দাজে-মান্দাজে তেল মারতে যাবি না।

কারণ দুনিয়ার সবাই সবকিছু করবে না। সবাই সবকিছু করার মতো সময়, সুযোগ বা আগ্রহও পাবে না। কেউ কেউ সেই সময়-সুযোগ পেলেও নিজেকে ট্রান্সফর্ম করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে না। তবে যারা করবে তারা ঠিকই এগিয়ে যাবে। আর যারা করবে না। তারা তাদের মতো করে লাইফ চালিয়ে নিবে।

জীবনের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন উপভোগ করা। এখানে কেউ ফুটবল খেলে, শিরোপা জিতে জীবন উপভোগ করে। কেউ অন্যের খেলা দেখে, হাততালি দিয়ে, অন্যের জয় উপভোগ করে। আবার কেউ কেউ অন্যের খেলা এবং খেলা দেখার ইমোশনকে কাজে লাগিয়ে পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখিয়ে নিজের ব্যবসা চালিয়ে নিবে। যে যেভাবে চাইবে, সে সেভাবেই পারবে।

তাই এখন প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে নিজেকে বোঝা, নিজের এবং ফ্যামিলির সীমাবদ্ধতা বুঝে সেই অনুসারে টার্গেট সেট করা। একটু একটু করে চেষ্টা করলে অনেক কিছু করা সম্ভব—সেই বিশ্বাস আর ধৈর্য রাখা। বুঝেশুনে রিস্ক নেওয়া। ভোঁতা হওয়ার আগেই নিজের করাত ধার দিয়ে নিবি। যেটাই করবি, সেটা এনজয় করার চেষ্টা করবি। তাহলে হবে।

লাইফের ব্যাটারির চার্জ মাপো

নিচে কয়েকটা জিনিস লেখা আছে। এক পাতা পরে একটা ব্যাটারি দেওয়া আছে। এখন তোর কাজ হচ্ছে একটা কলম বা পেন্সিল নিবি এবং ব্যাটারির নিচে তোর নাম লিখবি। যা, ব্যাটারিটা দেখে আয়। তোর নাম লিখে আয়। তারপর নিচে এক একটা জিনিস পড়বি আর সেই অনুসারে ব্যাটারির মধ্যে চার্জ রাখার জন্য যেসব ঘর বা খোপ আছে, সেগুলা MCQ প্রশ্নের বৃত্ত ভরাট করার মতো করে ভরাট করবি। ভরাট হওয়া শেষে ব্যাটারির ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করে Jhankar Mahbub-কে ট্যাগ করে দিবি আর হ্যাশ ট্যাগ হিসেবে লিখবি #recharge_your_down_battery।

১	তুই ডেইলি কয় ঘন্টা ফেসবুক/ইউটিউব/গেমস/ইন্টারনেটে আলতু-ফালতু কাজে নষ্ট করস। সেটা যদি ডেইলি ১ ঘন্টার কম হয় তাহলে নিচ থেকে ব্যাটারির দুই ঘর পূরণ করবি। মনে করবি যে তোর ব্যাটারি দুই ঘর চার্জ হইছে। যদি ডেইলি ১ থেকে ৩ ঘন্টার কম ফেসবুকে নষ্ট করস, তাহলে এক ঘর পূরণ করবি। আর যদি ডেইলি ৩ ঘন্টার বেশি নষ্ট করস, তাহলে কোনো ঘর পূরণ করবি না।
২	গত এক বছরে তুই কী কী নতুন স্কিল ডেভেলপ করার চেষ্টা করছস। যেমন এক্সেল, ফটোশপ, ভিডিও এডিট, ফটোগ্রাফি, প্রোগ্রামিং, ওয়েব ডেভেলপ, ইংরেজি শেখা, প্রেজেন্টেশন, পাবলিক স্পিকিং, লিডারশিপ বা অন্য কিছু। এই রকম যদি ৩টার বেশি হয় তাহলে ব্যাটারির দুই ঘর পূরণ করবি। আর যদি ২টা বা ৩টা হয়, তাহলে এক ঘর পূরণ করবি। আর যদি ১টা বা শূন্য হয়, তাহলে কোনো ঘর পূরণ করবি না।
৩	গত এক বছরে কয়টা সেমিনার, ওয়ার্কশপে গেছস বা অনলাইনে ভিডিও কোর্স করছস। সব মিলিয়ে ৪টার বেশি হলে দুই ঘর। ২ থেকে ৪-এর মধ্যে হয় তাহলে এক ঘর পূরণ করবি। আর যদি ১ বা তার কম হয় তাহলে কোনো ঘর পূরণ করার দরকার নাই।

৪	তোর যে শখ, স্বপ্ন আছে বা তুই যা হতে চাস, সেটার জন্য গত পাঁচ দিনে কত ঘন্টা সময় দিছস। ১০ ঘন্টার বেশি দিলে দুই ঘর আর ৩ থেকে ১০ ঘন্টার মধ্যে হলে ব্যাটারির এক ঘর পূরণ কর। তার কম হলে কিছু পূরণ করার দরকার নাই।
৫	তোর চিন্তাভাবনা, কাজকর্ম কে কন্ট্রোল করে। তুই যদি ফিউচারের কোনো কিছু করার জন্য খুব সিনসিয়ারলি কাজ করে থাকস, তাহলে তোর ব্যাটারির দুই ঘর আর যদি কিছুটা সিরিয়াস আর কিছুটা মাস্তি করে কাটাস, তাহলে ব্যাটারির এক ঘর। আর যদি তুই অতীতের হতাশা, মন খারাপ নিয়ে পড়ে থাকস, তাহলে কোনো ঘর পূরণ করার দরকার নাই।
৬	তুই কয়জনকে আইডল হিসেবে ফলো করস। যদি ৩ জনের বেশি হয়, তাহলে দুই ঘর। আর ২ বা ৩ জন হলে এক ঘর পূরণ কর।
৭	তোর পড়ালেখা/কাজকর্মের কন্ডিশন কেমন? রেজাল্ট/আউটপুট কেমন? সব মিলিয়ে খুব ভালো হলে ব্যাটারির দুই ঘর। মোটামুটি হলে এক ঘর পূরণ কর।
৮	কোনো একটা কাজ শুরু করা লাগলে তুই কি আগে থেকেই প্ল্যান করে, খোঁজখবর নিয়ে অনটাইমে শুরু করে দিস, তাহলে ব্যাটারির দুই ঘর। আর যদি অল্প কিছু দিনের মধ্যে শুরু করে দিস তাহলে এক ঘর। আর তুই যদি ঢিলামি করে লাস্ট মোমেন্টের জন্য রেখে দিয়ে সব সময় লেইট পাবলিক হয়ে যাস, তাহলে কোনো ঘর পূরণ করার দরকার নাই।
৯	কোন জিনিসে আটকে গেলে, মন খারাপ বা হতাশ লাগলে সেটা কত দিন পর্যন্ত থাকে। যদি কয়েক ঘন্টা বা এক দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যায় তাহলে ব্যাটারির দুই ঘর। দুই-এক দিনের মধ্যে শেষ হয়ে গেলে এক ঘর পূরণ। তার বেশি দিন হতাশ, ফাটাবাঁশ হয়ে পড়ে থাকলে কোনো ঘর পূরণ করার দরকার নাই।
১০	তুই ওভারঅল কতটা হ্যাপি। তোর খাওয়াদাওয়া, শরীর-স্বাস্থ্য, ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডদের সাথে তোর রিলেশন কেমন? খুব ভালো হলে ব্যাটারির দুই ঘর। মোটামুটি হলে ব্যাটারির এক ঘর। আর যদি হালুয়া টাইট টাইপের খারাপ অবস্থা হয়, তাহলে কোনো ঘর পূরণ করবি না।

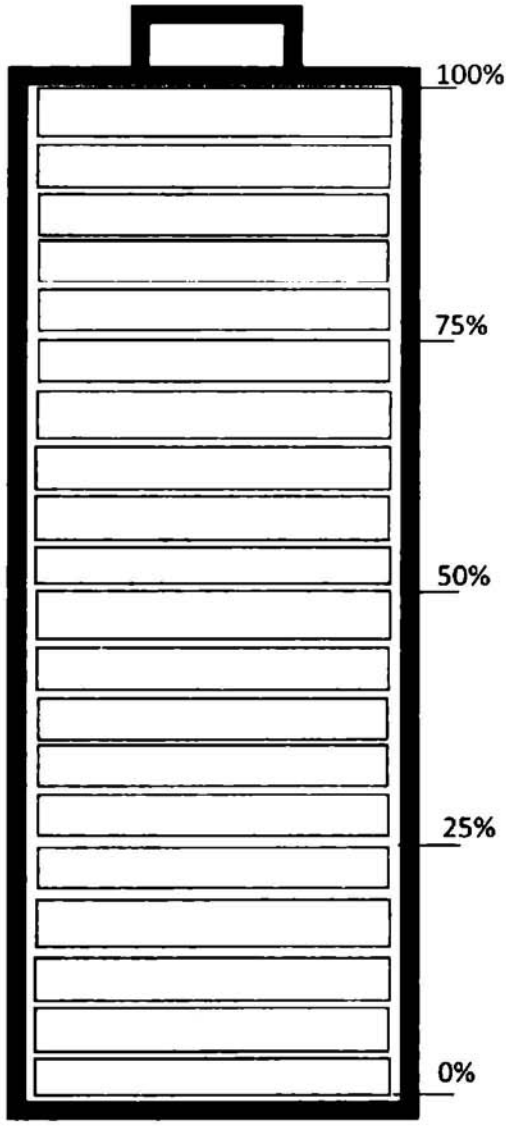

ব্যাটারির মালিক :

একটু আগের ব্যাটারির মধ্যে তোর চার্জের লেভেল কত হইছে সেটা নিচের চার ভাগের মধ্যে কোন ভাগে পড়ে দেখ—

০ - ২৫ শতাংশ : যদি তোর ব্যাটারির লেভেল ০ থেকে ২৫ শতাংশের মধ্যে হয়, তাহলে তোর অবস্থা পুরাই কেরোসিন। জরুরি ভিত্তিতে একজন ভালো ফ্রেন্ড, সিনিয়র ভাই, স্যার, কোনো ক্লোজ রিলেটিভের সাথে তোর অবস্থা শেয়ার কর। কী করা উচিত সে পরামর্শ নে। কাউকে খুঁজে না পেলে একজন লাইফ কোচের সাথে কথা বল। দরকার হলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাথেও কথা বলতে পারস। তবে খুব দ্রুত কথা বলার ব্যবস্থা কর। দেরি করবি না। এখনো অনেক কিছু করা সম্ভব।

৩০-৫০ শতাংশ : তোর অবস্থা যদি ৩০ থেকে ৫০ শতাংশের মতো হয় তাহলে তোর অবস্থা একজন সাধারণ মানুষের মতো। তাদের মতো খেয়েদেয়ে, কোনো রকমে কিছু একটা করে লাইফ পার করে দিতে পারবি তুই। যদি এই অবস্থা থেকে আরও ভালো করতে চাস, তাহলে তোকে কিছু জিনিস চেইঞ্জ করতে হবে। দশটা পয়েন্টের মধ্যে যে যে পয়েন্টে ঘাটতি আছে, সেগুলা ধরে ধরে ভালো করার চেষ্টা করতে হবে।

৫৫-৭৫ শতাংশ : তুই ভালো লেভেলে আছস এবং যেকোনো একটা জিনিসে তুই ভালো করার চেষ্টা করতেছস। সেটা ভালোভাবে চালিয়ে যেতে থাক। তোর অনেক পটেনশিয়াল আছে। সেগুলা কাজে লাগা। আরও অনেক ভালো করতে পারবি।

৮০-১০০ শতাংশ : তুই হচ্ছস টপ পারফরমার। হার্ডওয়ার্কিং এবং ডেডিকেটেড। তুই লাইফে অনেক কিছু করতে পারবি। তাই তোর এই হার্ড ওয়ার্ক ধরে রাখতে হবে। তোর কাজ, তোর মিশনের পেছনে নিত্য নতুন স্টাইলে লেগে থাকতে হবে। কিপ ইট আপ, ব্রো।

জীবন লাইনে আনার কায়দা

তোর লাইফ লাইনে আনতে হলে তোকে চারটা কাজ করতে হবে। তার প্রথমেই তোকে প্রমিজ করতে হবে। কসম খাইতে হবে। সেটা করার জন্য একদম সোজা হয়ে দাঁড়াবি। যা, বসে থাকিস না। সোজা হয়ে দাঁড়া। এক্ষুনি সোজা হয়ে দাঁড়া। তারপর ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে, শক্ত করে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে, গায়ে শক্তি এনে প্রমিজ কর।

আমি শপথ করতেছি যে, আমি আজকের পর থেকে বিনোদন বা টাইম পার করার জন্য ডেইলি এক ঘন্টার বেশি সময় সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব, সিনেমা বা ইন্টারনেটে নষ্ট করব না। দুনিয়া উল্টে গেলেও সারা দিনে চেক করতে যাব না। কে কী পোস্ট দিছে, কে কী খাইসে, কার কয় স্টেপে বিয়ে হইছে—সব রাতে একবারে দেখব। তাই রাত ১০টার আগে ইন্টারনেট ইউজ করব না। আড্ডাবাজ, নেশাখোর ফ্রেন্ডদের সাথে সময় কাটাব না। শুধু যাদের কাছ থেকে শিখতে পারব, তাদের সাথেই থাকব।

(এইবার শপথ করতে করতে শূন্যস্থান পূরণ কর)

আমি এই বছরে..... হতে চাই। সেটার জন্য আমার নিচের তিনটা কাজ সিরিয়াসলি, সিনসিয়ারলি জান প্রাণ দিয়ে করব।

১. .....

২. .....

৩. .....

আমি আরো শপথ করিতেছি যে, নিজেকে লাইনে রাখার জন্য সময় অপচয়কারী নিচের তিনটা কাজ আর কোনো দিনও করব না।

১. .....

২. .....

৩. .....

তাছাড়া আমি প্রতি শুক্রবার আত্মদিবস পালন করব। সেটা করার জন্য ৫ ঘন্টা সময়, যে কাজটা করতে চাই, সেটা আর বাথরুম করা ছাড়া অন্য কোনো কাজ করব না। আমি আবারও প্রমিজ করতেছি, ১০০ ভাগ honest ভাবে নিজের জন্য সময় দিব। আমি নেক্সট কী কী আত্মদিবস করব, সেগুলা একটা কাগজে লিখে রাখব।

যার প্রথম কলামে থাকবে তারিখ। অর্থাৎ কোন দিন আমি আত্মদিবস পালন করব। দ্বিতীয় কলামে আমি পাঁচ ঘন্টা সময় ধরে কোন কাজটা করব। অর্থাৎ আত্মদিবসে আমার মেইন টার্গেটটা কী। তারপর থার্ড কলামে থাকবে সেদিন আমি কোথা থেকে শিখব। সেটা হতে পারে নিজে নিজে বা কোনো বই থেকে বা কোনো টিউটরিয়াল থেকে বা কোনো স্যার বা ফ্রেন্ডের কাছ থেকে। একদম শেষ কলামে থাকবে আমি যেই টার্গেট নিছিলাম তার কত পার্সেন্ট সময় দিতে সক্ষম হয়েছি। মনে রাখব, আত্মদিবসের মেইন টার্গেট হচ্ছে সময়টা ডিডিকেটেডলি দিতে পারছি কি না। যদি দিতে পারি তাহলে লাস্ট কলামে ১০০ ভাগ লিখব। কম হইলে কম। বেশি হইলে বেশি লিখব।

তারিখ	কী নিয়ে আত্মদিবস	কোথা থেকে শিখব	সফলতা

আমি আরও শপথ করিতেছি যে, ডেইলি কাজকর্মের জন্য সিরিয়াস হব। প্রতিদিন কী কী কাজ করব, সেটা একটা কাগজে লিখে রাখব। জাস্ট প্রতিদিন ৫ মিনিট সময় দিব। ঘুমুতে যাওয়ার আগে। একটা ছকে লিখে ফেলব আগামীকাল কয়টা থেকে কয়টা কোন কোন কাজ করব।

চেষ্টা করব এক ঘন্টা, এক ঘন্টা করে টাইম সেট করতে। যেমন সকাল ৬টা থেকে ৭টা ফিজিক্স ভেক্টর অধ্যায় পড়ব। ৭টা থেকে ৮টা ভেক্টর চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলা করব। এভাবে কী করব, সেটা স্পেসিফিকভাবে লিখব এবং আগের মতো লাস্ট কলামে লিখব যে সেই কাজের কত পার্সেন্ট শেষ করতে পারছি।

তারিখ : .....

সময়	কোন কাজটা করব	সফলতা

প্রতিদিন রাতে ঘুমুতে যাওয়ার ৫ মিনিট আগে আজকের জন্য যে যে কাজ করার কথা ছিল, সেগুলার কত পার্সেন্ট হয়েছে, সেটা লিখে ফেলব। তারপর আগামীকাল কখন কী কাজ করব, সেটা ঘন্টা হিসেবে লিখে ফেলব। এইটা করতে প্রথম প্রথম ১০ থেকে ১২ মিনিট সময় লাগলেও কিছুদিন পরে ৫ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। তবে নিজের কাছে নিজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করব, যাতে কাজের প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে যায়। এভাবেই অল্প কয়দিনেই একজন নির্ভরযোগ্য মানুষ হয়ে উঠব।

ঈদের বন্ধ, পরীক্ষার পরের বন্ধ, শীতকালীন বন্ধ, পূজার বন্ধ। এ রকম চার দিন বা তার বেশি যতগুলা লম্বা বন্ধ পাব, ততগুলা স্পেশাল টার্গেট সেট করব। বন্ধ শুরু হওয়ার আগেই ঠিক করে ফেলব কী কী শিখব, কোথা থেকে শিখব। যেমন এই ঈদের বন্ধে আমি ফটোশপ শিখব। পরের বন্ধে পাঁচ দিন টানা ওয়েবসাইট বানানো শিখব বা ফটোগ্রাফি বা

অন্য কিছু। যেটা আমার ভালো লাগে সেটা। তাহলে প্রতিটা স্পেশাল বন্ধে আমার স্পেশাল একটা স্কিল ডেভেলপ হয়ে যাবে।

নেক্সট তিনটা বন্ধে আমি নিচের তিনটা জিনিস শিখব—

১. .....

২. .....

৩. .....

আমার আত্মবিশ্বাস আছে, আমি যদি একটা বছর, জাস্ট একটা বছর একটু সিস্টেম করে চলতে পারি। ১০টা আত্মদিবস পালন করতে পারি। তিনটা স্পেশাল স্কিল ডেভেলপ করতে পারি। আমি নিশ্চিত— আজ থেকে এক বছর পরে আমি অনেক অনেক বেশি স্মার্ট, কনফিডন্ট এবং সাকসেসফুল হয়ে যাব।

আমীন।

(শপথ পাঠ এখানেই শেষে। এখন তোর কাজ হচ্ছে শপথ রক্ষা করা।)

স্পেশাল পুরস্কার

এভাবে তুই ১০টা আত্মদিবস পালন করতে পারলে, ১০টা আত্মদিবসের ছবি এবং কী কী করছস, সেগুলা বিস্তারিত লিখে ই-মেইল করে দিবি Jhankar.mahbub@gmail.com-এ। ই-মেইলের সাবজেক্টে লিখবি Recharge your down battery Challenge. তাহলে তোকে একটা স্পেশাল পুরস্কার দেওয়া হবে।

চার্জার সঙ্গে রাখার ফায়দা

কখনো কাজের স্পৃহা কমে গেলে এই বইয়ের যে যে লেখা তোর সিচুয়েশনের সাথে মিলে যায়, সেগুলা পড়ে নিবি। যে যে লাইন ভালো লাগে, সেগুলা হাইলাইট বা দাগ দিয়ে নিবি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে রিচার্জ হয়ে, রিফ্রেশ হয়ে আবার কাজে ফেরত যাবি।

দুই-তিন মাস পরপর 'লাইফের ব্যাটারির চার্জ মাপো'র মতো নিজেই নিজেকে ১০টা প্রশ্ন করে চার্জের লেভেল চেক করবি। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া লাগলে 'জীবন লাইনে আনার কায়দা'-এর মতো টাইট দিয়ে নিবি। আর কখনো কনফিডেন্সের অভাববোধ করলে, কোনো একটা কাগজে বা খাতায় নিচের মতো করে লিখবি। লেখার পর দেখে দেখে মিনিমাম দশবার পড়বি।

> আমি জানি আমি পারবো। আরেকটু লেগে থাকলে, আরেকটু চেষ্টা করলে আমি পারবো। একভাবে না পারলে অন্যভাবে ট্রাই করার উপায় খুঁজে বের করবো। টেনশন নেয়ার, চাপ নেয়ার কিছু নাই। নরমালি করতে থাকবো। একটা না হলে অন্য আরেকটা করবো। জীবনটাকে এনজয় করবো।

কোন কারণে হতাশা, মন খারাপ এক সপ্তাহের বেশি থাকলে কারও সাথে শেয়ার করবি, কোথাও ঘুরে আসবি। কান পেতে রই (fb.com/kaan.pete.roi)-এর মতো অনেক ফেসবুক গ্রুপ আছে। তাদের সাথে যোগাযোগ করবি। আর কাউকে খুঁজে না পেলে আমার সাথে কথা বলতে পারবি। জাস্ট Recharge your Down Battery সাবজেক্টে লিখে Jhankar.mahbub@gmail.com-কে ই-মেইল করে দিবি।

আজকের ফিলিংস, আজকের চিন্তাভাবনাগুলো নিচে লিখে রাখ।

তারিখ :

নিজেকে নিয়ে ভাবনা :

ফিউচার নিয়ে ভাবনা :

ফ্যামিলি নিয়ে ভাবনা :

দেশ ও সমাজকে নিয়ে ভাবনা :

দেখা হবে বিজয়ে...

বেশি সংখ্যক বইয়ের
প্রকাশক নয়—
আদর্শ সেসব বইয়েরই
প্রকাশক হতে চায়

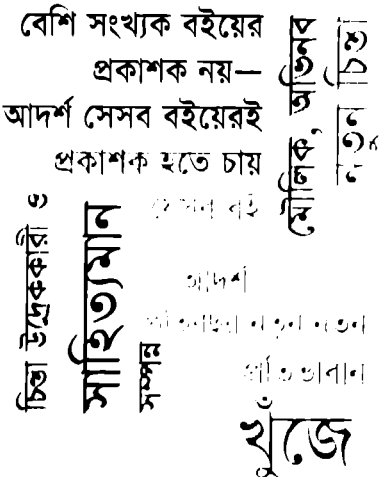

বের করে— নতুন বিষয়
নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে।

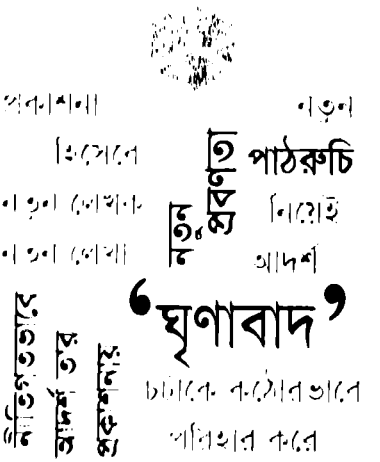

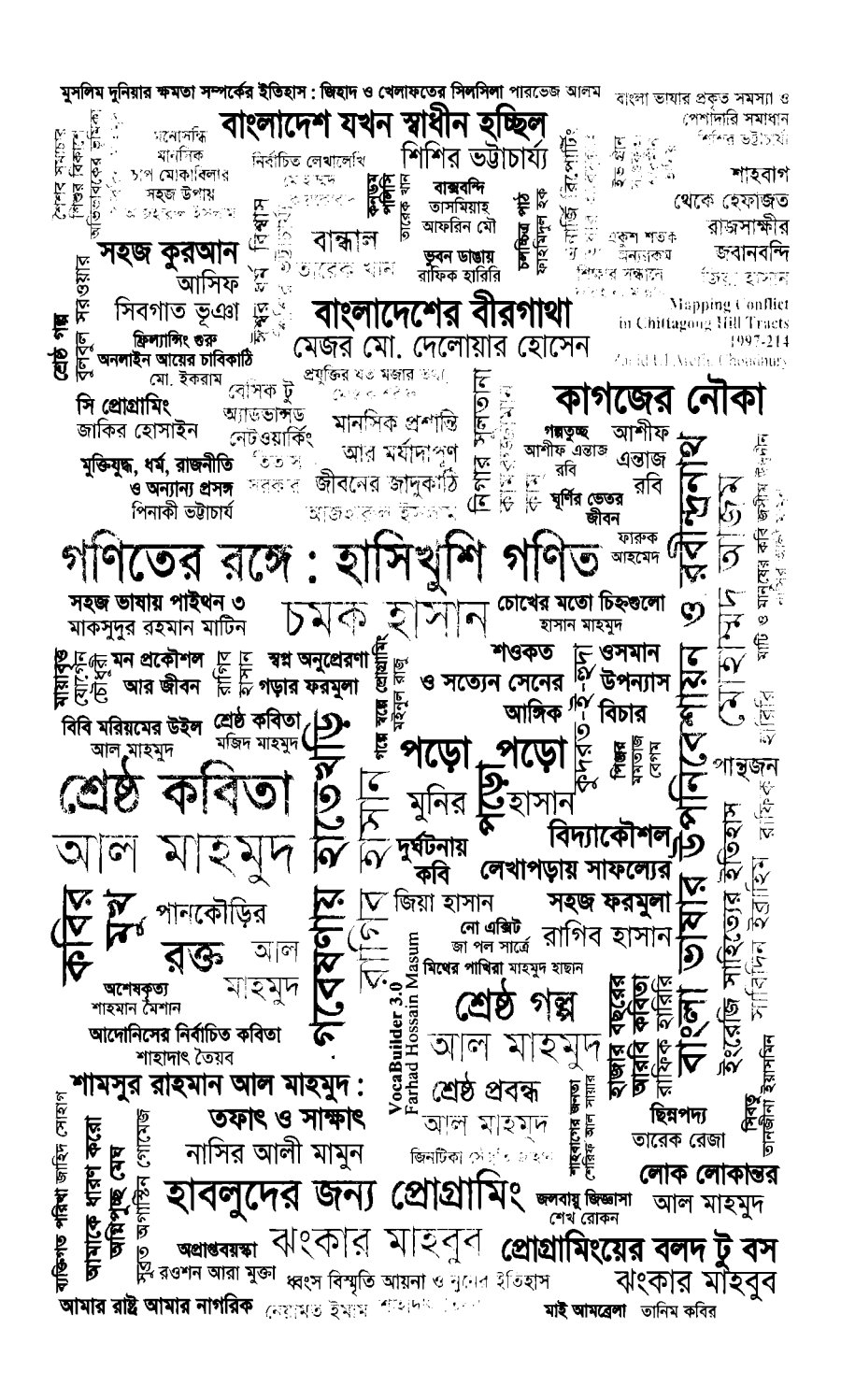

মুসলিম দুনিয়ার ক্ষমতা সম্পর্কের ইতিহাস : জিহাদ ও খেলাফতের সিলসিলা পারভেজ আলম

বাংলা ভাষার প্রকৃত সমস্যা ও পেশাদারি সমাধান শিশির ভট্টাচার্য

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হচ্ছিল
শিশির ভট্টাচার্য্য

মনোসন্ধি
মানসিক চাপ মোকাবিলার সহজ উপায়

নির্বাচিত লেখালেখি

বাক্সবন্দি
তাসমিয়াহ আফরিন মৌ

শাহবাগ থেকে হেফাজত

রাজসাক্ষীর জবানবন্দি

সহজ কুরআন
আসিফ সিবগাত ভূঞা

বান্ধাল
তারেক খান

ভুবন ডাঙায়
রাফিক হারিরি

একুশ শতক

বাংলাদেশের বীরগাথা
মেজর মো. দেলোয়ার হোসেন

Mapping Conflict in Chittagong Hill Tracts 1997-214

ফ্রিল্যান্সিং গুরু
অনলাইন আয়ের চাবিকাঠি
মো. ইকরাম

শ্রেষ্ঠ গল্প

প্রযুক্তির যত মজার তথ্য

বেসিক টু অ্যাডভান্সড নেটওয়ার্কিং

কাগজের নৌকা

সি প্রোগ্রামিং
জাকির হোসাইন

মানসিক প্রশান্তি আর মর্যাদাপূর্ণ জীবনের জাদুকাঠি

গল্পতুচ্ছ
আশীফ এন্তাজ রবি

আশীফ এন্তাজ রবি

মুক্তিযুদ্ধ, ধর্ম, রাজনীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
পিনাকী ভট্টাচার্য

ঘূর্ণির ভেতর জীবন
ফারুক আহমেদ

গণিতের রঙ্গে : হাসিখুশি গণিত
চমক হাসান

সহজ ভাষায় পাইথন ৩
মাকসুদুর রহমান মাটিন

চোখের মতো চিহ্নগুলো
হাসান মাহমুদ

মন প্রকৌশল আর জীবন

স্বপ্ন অনুপ্রেরণা গড়ার ফরমুলা

শওকত ওসমান ও সত্যেন সেনের উপন্যাস
আঙ্গিক বিচার

বিবি মরিয়মের উইল
আল মাহমুদ

শ্রেষ্ঠ কবিতা
মজিদ মাহমুদ

পড়ো পড়ো
মুনির হাসান

শ্রেষ্ঠ কবিতা
আল মাহমুদ

পান্থজন

বিদ্যাকৌশল

দুর্ঘটনায় কবি

লেখাপড়ায় সাফল্যের সহজ ফরমুলা
রাগিব হাসান

জিয়া হাসান

কবির দ্বন্দ্ব

পানকৌড়ির রক্ত
আল মাহমুদ

নো এক্সিট
জা পল সার্ত্রে

মিথের পাখিরা মাহমুদ হাছান

বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন

ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস

অশেষকৃত্য
শাহমান মৈশান

শ্রেষ্ঠ গল্প
আল মাহমুদ

VocaBuilder 3.0
Farhad Hossain Masum

বাজার বন্ধুরের ছবি
রাফিক হারিরি

আদোনিসের নির্বাচিত কবিতা
শাহাদাৎ তৈয়ব

শামসুর রাহমান আল মাহমুদ : তফাৎ ও সাক্ষাৎ
নাসির আলী মামুন

শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ
আল মাহমুদ

জিনটিকা

ছিন্নপদ্য
তারেক রেজা

তোমাকে ধারণ করো

লোক লোকান্তর
আল মাহমুদ

হাবলুদের জন্য প্রোগ্রামিং
ঝংকার মাহবুব

জলবায়ু জিজ্ঞাসা
শেখ রোকন

অপ্রাপ্তবয়স্কা
রওশন আরা মুক্তা

প্রোগ্রামিংয়ের বলদ টু বস
ঝংকার মাহবুব

ধ্বংস বিস্মৃতি আয়না ও নুনের ইতিহাস

আমার রাষ্ট্র আমার নাগরিক
নেয়ামত ইমাম

মাই আমব্রেলা তানিম কবির

PROGRAMMING 2018

ADARSHA
+88-02-9612877, +88-01793296202
info@adarshapublications.com
www.adarshapublications.com